চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 68 Wednesday, 7 February, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৬৮ সংখ্যা ❋ ২৩ মাঘ, ১৪৩০, বুধবার, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

ইডির ভূমিকা নিয়ে আদালতে প্রশ্নও তুলেছেন ফেরার তৃণমূল নেতার আইনজীবী। ইডির দাবি, অন্তরালে থেকেই পেপারওয়ার্ক করে যাচ্ছেন শাহজাহান। ...বিস্তারিত পাতা ৩

কমখরচে স্যাটিলাইট বানিয়ে মহাকাশ গবেষনা করা এবং মহাকাশ গবেষনায় ভারত কে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'তালিশা'। ...বিস্তারিত পাতা ৫

৪২-তম আগরতলা বইমেলা পরিচালন কমিটির সভা আজ মঙ্গলবার আগরতলা পুরনিগমের কনফারেন্স হল-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

ভারতীয় ক্রিকেটকে লোকে পছন্দ করত ব্যাটিংয়ের জন্য। সেই তারাই এখন বোলারদের জন্য গলা ফাটাচ্ছে। বললেন মহম্মদ সামি। ...বিস্তারিত পাতা ৮

দিল্লি থেকে ফিরেই মমতার বাড়িতে অভিষেক

রাজ্যসভার প্রার্থী নিয়ে আলোচনা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ মঙ্গলবার কলকাতায় ফিরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, তৃণমূলনেত্রীর সঙ্গে মঙ্গলবার দুপুরে প্রায় পৌনে দু'ঘণ্টা বৈঠক হয়েছে অভিষেকের। তার পরে তৃণমূলের 'সেনাপতি' নিজের বাড়ির অফিসে চলে যান। কিন্তু দু'জনের মধ্যে কী নিয়ে কথা হয়েছে সে ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক ভাবে কেউই কিছু জানাননি। তবে তৃণমূলের একটি সূত্রের খবর, রাজ্যসভা ভোটের প্রার্থী নিয়ে দু'জনের কথা হয়েছে। রাজ্যের পাঁচটি রাজ্যসভা আসন ফাঁকা হচ্ছে। বিধায়ক সংখ্যার নিরিখে চারটি পাবে তৃণমূল। একটিতে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী জিতবেন। মঙ্গলবার সেই তালিকা নিয়েই দু'জনের পরামর্শ হয়েছে। তৃণমূলের এক শীর্ষ সূত্রের দাবি, চারটি আসনেই নতুন প্রার্থী দেওয়ার কথা চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। নাম ঘোষণা হতে পারে বুধবার। তৃণমূলের অনেকের বক্তব্য, রাজ্যসভার প্রার্থিতালিকা নিয়ে মমতা-অভিষেকের আলোচনা 'অর্থবহ'। কারণ, সম্প্রতি দু'জনের মধ্যে 'শৈত্য' নিয়ে দলের অন্দরে জল্পনা এবং আলোচনা শুরু হয়েছিল। অভিষেক জানিয়ে দিয়েছিলেন, লোকসভা ভোটে তিনি তাঁর নিজের কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের বাইরে যাবেন না। মঙ্গলের আলোচনার মধ্য দিয়ে সেই 'বরফ' গলার কাজ শুরু হলে বলেই অনেকে মনে করছেন। অন্য দিকে, দলের অন্য একাংশের বক্তব্য, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকের মতামত না-নিয়ে এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনা না-করে রাজ্যসভার প্রার্থী চূড়ান্ত করতে চাননি দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা। যার মাধ্যমে তিনি অভিষেককেও 'বার্তা' দিলেন যে, দলীয় সংগঠনে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে মমতার পরে তিনিই দু'নম্বর। সে ক্ষেত্রে লোকসভা ভোটে অভিষেক রাজ্য জুড়ে 'সক্রিয়' হবেন। শুধু ডায়মন্ড হারবারে নিজেকে আবদ্ধ রাখবেন না। তবে এ সবই সময়ের গর্ভে। আপাতত মঙ্গলবারের আলোচনা নিয়েই জল্পনা চলছে। রাজ্যসভার মনোনয়ন পেশ করা শুরু শুক্রবার। চলবে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তার

পরে মনোনয়ন প্রত্যাহার করারও শেষ দিন ২০ ফেব্রুয়ারি। 'বারবেলাজনিত কারণে' সাধারণত বৃহস্পতিবার তৃণমূলের তরফে কোনও দলীয় কর্মসূচি নেওয়া হয় না। রইল পড়ে বুধবার। ফলে সে দিনই প্রার্থীদের নাম ঘোষণার সম্ভাবনা বেশি। যাঁরা রাজ্যসভায় প্রার্থী হবেন, তাঁদের নানাবিধ নথিপত্রের প্রয়োজন হয়। সে সব প্রস্তুত করারও বিষয় রয়েছে। একটি সূত্রের দাবি, প্রার্থীদের আগে থেকে নথিপত্র প্রস্তুত করতে বলে দেওয়া হয়েছে। একাধিক নাম নিয়ে জল্পনা চলছে। তবে সংখ্যালঘু এবং তফসিলি প্রার্থীদের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সপ্তাহ দেড়েক আগে বীরভূমের নেতাদের নিয়ে কালীঘাটের বাড়িতে বৈঠক করেছিলেন মমতা। সে দিন অভিষেক ওই বৈঠকে ছিলেন না। তিনি ছিলেন তাঁর ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে। সে দিন মমতা দলের নেতাদের জানিয়েছিলেন, অভিষেককে অনেক কিছু 'ড্রাফ্‌ট' করতে হচ্ছে, নথি তৈরি করতে হচ্ছে। তাই তিনি বৈঠকে ছিলেন না। বাংলা থেকে নির্বাচিত রাজ্যসভার পাঁচ সাংসদ শান্তনু সেন, নাদিমুল হক, আবিররঞ্জন বিশ্বাস, শুভাশিস চক্রবর্তী এবং অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির মেয়াদ ফুরোচ্ছে। কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের এখন যা সম্পর্ক, তাতে মনু সিঙ্ঘভির পুনরায় মনোনয়ন পাওয়ার সম্ভাবনা কম। আবার এ-ও ঠিক যে, মনু সিঙ্ঘভি সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার এবং অভিষেকের আইনজীবী। তবে এ বার একটি আসন বিজেপির জন্য নিশ্চিত। রেড রোডে তৃণমূলের ধর্নামঞ্চে অভিষেকের না থাকা নিয়ে শাসকদলের মধ্যে আলোচনা এবং জল্পনা রয়েছে। গত ২ ফেব্রুয়ারি থেকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে তৃণমূলের ধর্না শুরু হয়েছে। প্রথম দু'দিন মমতা সেই মঞ্চে ছিলেন। তার পর থেকে তৃণমূলের বিভিন্ন শাখা সংগঠন ধর্না চালাচ্ছে। কিন্তু মঙ্গলবার পর্যন্ত এক দিনও তৃণমূলের 'সেনাপতি'কে সেই মঞ্চে দেখা যায়নি। তার আগেই অবশ্য অভিষেক সংসদের বাজেট অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য দিল্লি চলে গিয়েছিলেন। বাজেটের দিন নতুন সংসদ ভবনে তৃণমূলের সংসদীয় দলের ঘরে সাংসদদের সঙ্গে দীর্ঘ ক্ষণ কথাও বলেছিলেন তিনি। তবে মমতার ধর্নামঞ্চে অভিষেকের অনুপস্থিতি নিয়ে শাসকদল তো বটেই, রাজনৈতিক মহলেও কৌতূহল তৈরি হয়েছে। যার নেপথ্যে রয়েছে গত কয়েক মাস ধরে চলা তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের 'মতানৈক্য'। গত ১ জানুয়ারি তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন দুই শিবিরের নেতাদের বাকযুদ্ধ সপ্তমে পৌঁছেছিল। বছর পয়লার দিনেও অভিষেকের সঙ্গে মমতা দীর্ঘ বৈঠক করেছিলেন কালীঘাটের বাড়িতে। তার পর কয়েকটি জেলার বৈঠকে মমতার বাড়িতে অভিষেক উপস্থিত ছিলেন। ২২ জানুয়ারি কলকাতায় মমতার ডাকা সংহতি মিছিলেও হেঁটেছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। পার্ক সার্কাসের মঞ্চে বক্তৃতাও করেছিলেন। যাকে অনেকেই বরফ গলার লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেছিলেন, সবটাই উপর উপর। মৌলিক যে যে বিষয় নিয়ে মতানৈক্য ছিল তা রয়েই গিয়েছে। তার পরে কিন্তু মমতার আহূত ধর্নায় অভিষেককে মঙ্গলবার পর্যন্ত দেখা যায়নি। তবে ওই কর্মসূচি চলবে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। যদি তার মধ্যে অভিষেক কোনও একদিন ধর্নামঞ্চে যান, তা হলে ঘটনার মোড় ঘুরে যাবে।

এজি'র কাছে ক্ষমা চাইলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ এজলাসে বসেই হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেল তথা 'বন্ধু' কিশোর দত্তর কাছে ক্ষমা চাইলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। নিজে থেকেই বললেন, ''রাগের মাথায় অনেক কথা বলে দিয়েছি। বন্ধু কিশোর এর (কিশোর দত্ত) কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।'' এরপরই এজি কিশোর দত্তর উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, ''আই এম ভেরি সরি। আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।'' প্রত্যুত্তরে এজিও বলেন, ''না, না, আপনি, যা শুনেছেন তাই বলেছেন। তবে আমি যা বলেছিলাম রাগ করে।'' কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তিতে ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র সংক্রান্ত মামলা চলছে। সম্প্রতি ওই মামলাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের অ্যাডভোকেট

জেনারেল ও বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। আদালত সূত্রের খবর, বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে বলেছিলেন, কার পাদুকালেহন করে তিনি দ্বিতীয়বার এজি হয়েছেন তা তিনি জানেন। ঘটনার জেরে বিচারপতি ও এজির পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে পড়ে। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় এদিন খোলামেলাভাবে সেদিনের ঘটনার জন্য এজির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার পর ওই বিতর্কের অবসান ঘটল বলেই মনে করছেন আইনজীবীরা। কোর্টপাড়ার খবর যারা রাখেন, তাঁরা জানেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যয় এবং অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত পরস্পরের ছোটবেলার বন্ধু। এদিন এজির উদ্দেশে এজলাসে বসেই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''কয়েক দিন আগে আমি আপনাকে অনেক কিছু বলেছি। আমি আপনাকে অনেক বছর ধরে চিনি। প্রায় ৩৭ বছর।'' ভারী গলায় বিচারপতি আরও বলেন, ''আমি রাগের মাথায় অনেক কিছু বলেছি। বারের সকলের জানা উচিত। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'' মুহূর্তে অভিমান দূরে সরিয়ে এজিকেও বলতে শোনা যায়, ''আমিও ওই দিন অনেক কিছু বলেছিলাম।'' তাঁকে থামিয়ে বিচারপতিও বলেন, ''আপনি, যা শুনেছেন তাই বলেছেন। তবে আমি যা বলেছিলাম রাগ করে।'' এরপরই এজলাসে উপস্থিত সকলের উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, ''আপনারা জানেন না, কিশোর আমার কত উপকার করেছে। এমনও হয়েছে, কিশোর আর আমার আর এক বন্ধু না থাকলে আমি মরে যেতাম।''

'মমতাজি এখনও ইন্ডিয়া জোটের সদস্য'

ঝাড়খণ্ড, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ ঝাড়খণ্ডে ন্যায় যাত্রার দরুণ সাংবাদিক বৈঠক করেন কংগ্রেস রাহুল গান্ধি। সেখানে ইন্ডিয়া জোট সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ উঠে আসে। রাহুল তখন জানান, ''আপনি যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য ভালভাবে শোনেন, তাহলে বুঝবেন উনি ভীষণভাবেই ইন্ডিয়া জোটের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।'' 'ইন্ডিয়া' জোট ছেড়ে অনেকেই বেরিয়ে গেছেন বলে দাবি করা হচ্ছে বিভিন্ন মহলে। এই প্রসঙ্গে রাহুল বলেন, ''যাঁরা এই জোটে ছিলেন, তাঁরা আছেন। শুধুমাত্র নীতীশ কুমার বেরিয়ে গেছেন। তিনি কী কারণে বিজেপিতে গেছেন সেটাও সকলে আন্দাজ করতে পারছেন। তাই আমি এই ব্যাপারে একমত নই যে অনেকে জোট ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। আমরা ইন্ডিয়া জোট হিসেবেই ঝাড়খণ্ডে বা অন্য জায়গায় লড়ব।''

‘১০০ দিনে’ চোর ধরতে ইডির তল্লাশি

টাকা দেওয়ার আগে নবান্নের চোদ্দ গণ্ডা ছাঁকনি, চাপে বিডিওরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ একশ দিনের কাজ প্রকল্পে অনিয়ম ও চুরির অভিযোগে রাজ্য জুড়ে তল্লাশি অভিযানে নেমেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ওই প্রকল্প খাতে বাংলার কমবেশি ২১ লক্ষ শ্রমিকের মজুরি বাবদ ২৮০০ কোটি টাকা এখনও আটকে রেখেছে কেন্দ্র। সেই টাকা এবার রাজ্য সরকার দিয়ে দেবে বলে যেই ঘোষণা করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার, ঘটনাচক্রে তার পরই শুরু হয়েছে এই তল্লাশি অভিযান। এহেন পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের বকেয়া টাকা মেটানোর ব্যাপারে খুব সতর্ক হয়ে গেল নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন, ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ওই বকেয়া টাকা পাঠাবে রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, ওই টাকা পাঠানোর ব্যাপারে এসওপি, তথা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর তৈরি করেছে পঞ্চায়েত দফতর। সব জেলা শাসক, বিডিও ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে ওই এসওপি পাঠানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি মেটানোর ক্ষেত্রে ষোল আনা স্বচ্ছতা রাখতে হবে। ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারদের প্রথমে খতিয়ে দেখতে হবে, প্রকৃতপক্ষে কাদের টাকা বকেয়া রয়েছে। যাদের টাকা বকেয়া রয়েছে, তাদের জব কার্ড রয়েছে, নাকি বাতিল হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি শ্রমিকের নামের পাশে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর রয়েছে কিনা দেখতে হবে। সেই অ্যাকাউন্ট অ্যাকটিভ না ডরমেন্ট তাও খতিয়ে দেখতে হবে। কোনও শ্রমিক ইতিমধ্যে মারা গেলে তাঁর নামের পাশে নোট রাখতে হবে। বিডিও যে লিস্ট তৈরি করবেন, সেই তালিকা এর পর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে পাঠাতে হবে। ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওই তালিকা ভেরিফাই করবেন। কারও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বদল হয়ে থাকলে তাও লিপিবদ্ধ করতে হবে। এভাবে ১৮ তারিখের মধ্যে ওয়েজ পেমেন্ট লিস্ট চূড়ান্ত করতে হবে। ১৯ তারিখের মধ্যে ব্যাঙ্ক ওয়াড়ি পেমেন্ট অ্যাডভাইজ তৈরি করে ফেলতে হবে বিডিওদের। তার পর ২১ তারিখ টাকা রিলিজ করা হবে। অনেকের মতে, সন্দেহ নেই এ ঘটনায় গ্রাম পঞ্চায়েত বিশেষ করে বিডিওদের উপর বড় চাপ তৈরি হল। কারণ, তালিকায় সামান্যতম ভুল ভ্রান্তি হলে তারাই দায়ী থাকবেন। তবে নবান্ন সূত্রে বলা হচ্ছে, গ্রাম-পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিসের স্তরে কোনও ভুলভ্রান্তি হচ্ছে কিনা তার উপর নজর রাখার দায়িত্ব থাকবে মহকুমা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক ও জেলা শাসকদের উপর। তাঁর যে কোনও মুহূর্তে স্যাম্পেল ভেরিফাই করতে পারেন। সব মিলিয়ে কমবেশি ২১ লক্ষ শ্রমিককে বকেয়া মেটাতে এখন যুদ্ধকালীন তৎপরতা শুরু হয়েছে নবান্নে। জেলা শাসকদের নিয়ে ইতিমধ্যে একবার ওরিয়েন্টেশন মিটিং করেছেন পঞ্চায়েত সচিব। বুধবার জেলা শাসকরা সমস্ত বিডিও ও গ্রাম পঞ্চায়েত ও অন্যান্য কর্মীদের নিয়ে ওরিয়েন্টেশন মিটিং করবেন। ৮ তারিখ থেকে খসড়া মজুরি তালিকা তৈরি করে ফেলতে হবে বিডিওদের।

রাতের অন্ধকারে ধরনা মঞ্চের সামনে পৌঁছল পুলিশ, ডিএ আন্দোলনকারীদের অবস্থান তোলার নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ কেন্দ্রের হারে রাজ্যে ডিএর দাবিতে শহিদ মিনারের সামনে ধরনা-অনশনে সংগ্রামী যৌথমঞ্চ। সোমবার রাতে সেখানেই হাজির হয় ময়দান থানার পুলিশ। অভিযোগ, পুলিশ গিয়ে জানায় এখান থেকে আন্দোলনকারীদের সরে যেতে হবে। রাতে এখানে অবস্থান করা যাবে না। এদিকে অনড় যৌথমঞ্চের সদস্যরাও। কারণ তাঁদের সঙ্গে রয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ। এই নিয়ে কিছুটা উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ও চলে। যদিও পরে পুলিশ চলে যায়। রাতভর চলে ডিএর দাবিতে অবস্থান। আন্দোলনকারীদের দাবি, ময়দান থানার পুলিশ একটা নোটিস নিয়ে গতকাল রাতে হাজির হয় ডিএ পাঠিয়ে আন্দোলন তোলার চেষ্টা চলছে। সংগ্রামী যৌথমঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, ''এক বছর পর ময়দান থানার মনে হয়েছে হাইকোর্ট যে অর্ডার দিয়েছে, সেই অনুযায়ী আমরা রাতে এখানে বসে থাকতে পারি না। সেনা নাকি তাদের বলেছে, অস্থায়ী যে পরিকাঠামো তৈরি করে আমরা বসে আছি, তার কোনও নির্দেশ নেই। যদিও সেনার চিঠি পুলিশ দেখাতে পারেনি। তিনজন অনশনকারী ১৭ দিন ধরে অনশনে থাকার পর পুলিশের এটা মনে হল কেন সেটাই আমাদের প্রশ্ন।'' ভাস্কর জানান, লিখিতভাবে পুলিশকে তাঁরা জানিয়েছেন, হাইকোর্টের নির্দেশে কোথাও কোনও সময়ের উল্লেখ নেই। তাই উঠে যাওয়ার কোনও প্রশ্নও নেই।

আন্দোলনকারীদের ধরনামঞ্চের সামনে। আর্মির আপত্তি রয়েছে বলে জানায় পুলিশ। পাল্টা আন্দোলনকারীরা জানান, সেনার আপত্তি থাকলে তা নিয়ে তাঁরা কথা বলবেন। সেনার তরফে আপত্তি জানানো হয়েছে, সেই কাগজ কোথায়, জানতে চান আন্দোলনকারীরা। পুলিশ তা দেখাতে পারেনি বলেই আন্দোলনকারীদের দাবি। বরং সংগ্রামী যৌথমঞ্চের কাছে আদালতের যে নির্দেশ আছে, তাঁরা তা পুলিশকে দেখায়। একইসঙ্গে একটি চিঠিও দেওয়া হয় আন্দোলনকারীদের তরফে। পুলিশ তা গ্রহণ করে। আন্দোলনকারীদের দাবি, ১৭ দিন ধরে অনশন চলছে। ক্রমাগত শরীর খারাপ হচ্ছে তাঁদের। তা নিয়ে কোনও সদর্থক পদক্ষেপ নেই রাজ্যের। উল্টে রাতে পুলিশ কর্মীদের বেতন দেওয়ার নাম করে অর্থ নিয়ে রাজ্য সরকার মিথ্যাচার করে দূর্নীতিতে যুক্ত রয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়ে সরকারি কর্মচারীদের যৌথ সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা ষষ্ঠদশ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান নির্মলা সীতারামনকে আজ চিঠি দিয়েছে। সংগঠনের তরফে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ক্ষেত্রে প্রায় ছয় লক্ষ পদ শূন্য থাকলেও রাজ্য সরকার সেই পদ সহ ১০ লক্ষ কর্মীর বেতন দেওয়ার জন্য অর্থ বরাদ্দর আবেদন জানিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের কাছ থেকে টাকার ছাড়পত্র নিয়েছে বলে চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে। যে পরিমান অর্থের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে তার সঠিক অডিট করার জন্য সংগঠনের তরফে মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

'রাজ্যের পর্যটনে ক্ষতি হবে', দিঘার ঘটনায় আশঙ্কা প্রকাশ সুকান্তর

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘায় যুবতীকে ধর্ষণের ঘটনায় তোলপাড় রাজনৈতিক মহল। প্রেমিককে গাছে বেঁধে তাঁর সামনেই বান্ধবীকে ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে। এই নিয়ে বুধবার পথে নামতে চলছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি দিঘার ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। আজ দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয় বিজেপি-রাজ্য সভাপতি। দিঘার ধর্ষণের ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে তিনি রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অভিযোগ করেন। পাশাপাশি দিঘার ঘটনায় রাজ্যের পর্যটনের ক্ষতি হবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। বিজেপি সাংসদ বলেন, ''দিঘা অন্যতম উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্থল আমাদের রাজ্যে। ওইখান থেকে রাজ্য মূলধন লাভ করে। এই সব হলে আগামী দিনে রাজ্য সরকারের ক্ষতি হবে। রাজ্যের কোষাগারের ক্ষতি হবে। সাধারণ মানুষের ক্ষতি হবে।'' উল্লেখ্য, রবিবার এক প্রেমিক ও প্রেমিকা দিঘায় বেড়াতে আসেন। রাত্রিবেলা বাইকে চড়ে আসা দুই যুবক তাঁদের কম দামে হোটেলের রুম বুক করে দেওয়ার কথা বলেন। যুগল তাঁদের সেই কথায় রাজি হয়ে যায়। অভিযোগ, দিঘাশ্রীর কাছে নিয়ে গিয়ে একটি জঙ্গলে প্রথমে যুবককে গাছের সঙ্গে বেঁধে মারধর করা হয়। তারপর প্রেমিকের সামনেই মেয়েটিকে ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে। দুই অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করে দিঘা থানার পুলিশ। সোমবার অভিযুক্তদের কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তার জামিন নাকচ করে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি ধর্ষিতা যুবতীর গোপন জবানবন্দি গ্রহণ করেন কাঁথি আদালতের বিচারক। এই ঘটনায় বাম নেতা ঝাড়েস্বর বেরা বলেন, ''বাংলায় নারী নির্যাতন বাড়ছে। দিঘা বা চন্ডিপুর নয় সর্বত্রই বাড়ছে খুন ধর্ষণের পালা। নামেই শুধু এগিয়ে বাংলা বলা হচ্ছে কিন্তু বাংলা পিছিয়ে যাচ্ছে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকার পরও।'' কাঁথি সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতৃত্ব শান্তি রঞ্জন জানা বলেন, ''বাংলায় নারী সুরক্ষা বলে কিছু নেই। বাংলায় কোথাও মহিলারা নিরাপদে বাড়ির বাইরে বেরোতে পারেন না। এই ঘটনা শুধু দিঘা নয়,সারা বাংলার লজ্জা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে মহিলারা নিরাপদ নয়। রামনগর ১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা নিতাই চরণ সার বলেন, ''খুবই নক্কারজনক ঘটনা। পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সমিতি নজর রাখব আগামী দিনে। আজ বিকেলে পর্ষদ প্রশাসন সহ হোটেল, হকার, রিকশাচালক সকলকে নিয়ে বিশেষ বৈঠকে বসছি বিকেলে। দিঘা থানার নৈশ্য প্রহরী থাকে। দিঘা খানার পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি, দোষীরা যাতে কঠোরতম শাস্তি পায় তার ব্যবস্থা করবে বলেই আশ্বাস দিয়েছে।''

সবাই ছাড়া পেয়ে যাবে, ইডি কিছুই হাতে পাবে না!

নিয়োগ মামলার তদন্তে হতাশ হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় ইডির তদন্ত নিয়ে হতাশা জাহির করল খোদ কলকাতা হাইকোর্ট। কেন্দ্রীয় এজেন্সি যে গতিতে তদন্ত করছে তাতে কোনও ফলাফল বেরোবে না বলেই মত আদালতের। যদিও এর পাল্টা যুক্তি দিয়েছে ইডি। কিন্তু তাতেও অসন্তুষ্ট বিচারপতি অমৃতা সিনহা। কলকাতা হাইকোর্টে ইডি মঙ্গলবার জানিয়েছে, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানির আরও কিছু সম্পত্তি চিহ্নিত করা হয়েছে। তা বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হবে। এছাড়া কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, তার রিপোর্ট আসবে, তাই সময় লাগছে। এই প্রেক্ষিতেই হাইকোর্টের বিচারপতি ক্ষোভ প্রকাশ করে ইডির উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, ''আপনারা কি ভেবেছিলেন সবকিছু খুব মসৃণ হবে? যে গতিতে তদন্ত হচ্ছে, তাতে সবাই ছাড়া পেয়ে যাবে, কিছুই আর হাতে পাওয়া যাবে না।'' তবে আদালতে ইডির দাবি, প্রতি মুহূর্তে মামলা করা হচ্ছে যাতে তদন্তের গতি কমে যায়। বিভিন্নভাবে তদন্ত ব্যাহত করার চেষ্টা চলছে। যাই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, তাতে নতুন মামলা। এতেই তদন্তে ব্যাঘাত ঘটছে। আগামী ১২ মার্চ এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

২ লক্ষ কোটি চুরির হিসাব চাই, বিধানসভায় ধুন্ধুমার বিজেপির, 'মিথ্যা প্রচার' বলছে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করে কলকাতায় ফিরে শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, 'অ্যাকশন হবে।' ঘটনাচক্রে তার পর মঙ্গলবার সকাল থেকে গোটা রাজ্যে মোট ৬ জায়গায় অভিযানে নেমে পড়েছে ইডি। মূলত, একশ দিনের কাজে চুরির অভিযোগ নিয়ে এই তল্লাশি চলছে বলে খবর। ইডির সেই অভিযান চলাকালীন আবার রাজ্য বিধানসভায় ধুন্ধুমার ফেলে দিল বিজেপি। তাঁদের দাবি, ২ লক্ষ কোটি টাকা চুরি নিয়ে আলোচনা করতে দিতে হবে বিধানসভায়। রাজনীতিতে ধারণাই সব। একদা ক্যাগ রিপোর্টকে হাতিয়ার করে কেন্দ্রে মনমোহন সরকারের বিরুদ্ধে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। পরে যদিও সেই দুর্নীতি প্রমাণ করা যায়নি। সাম্প্রতিক ক্যাগ রিপোর্টকে অস্ত্র করে এবার বাংলাতেও অনেকটা সেই কায়দাতেই চুরির অভিযোগ তুলতে শুরু করেছেন শুভেন্দুরা। ওই ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে ইতিমধ্যে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও কড়া ভাষায় চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু কৌশলগত ভাবেই বিষয়টি এবার বিধানসভায় এনে ফেলল বিজেপি। কিছুদিন আগে স্টেট ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টে ক্যাগ (কম্প্রট্রোলার অ্যান্ড অডিটরস জেনারেল- ক্যাগ) জানিয়েছে, ২০০২-০৩ আর্থিক বছর থেকে

২০২০-২১ আর্থিক বছর পর্যন্ত ২ লক্ষ ২৯ হাজার কোটি টাকা খরচের হিসাব তারা পায়নি। অর্থাৎ কেন্দ্র বিভিন্ন খাতে যে অর্থ বরাদ্দ করেছে, তার খরচের যথাযথ হিসাব রাজ্য সরকার এই স্বশাসিত রাষ্ট্রীয় অডিট সংস্থাকে দেয়নি। যে সময়ের কথা বলছে ক্যাগ, তার মধ্যে বাম জমানার বছর রয়েছে। তার পর ছিল তৃণমূল সরকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, বাম জমানার খরচের হিসাব নিয়ে এখন কেন প্রশ্ন তুলছে ক্যাগ। দুই, তাঁর সরকার সমস্ত ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিয়েছে। নইলে বিভিন্ন প্রকল্প খাতে একের পর কিস্তির টাকা এল কী করে! ক্যাগের এই রিপোর্টের নেপথ্যে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে মত শাসক দলের। কিন্তু বিজেপি এদিন স্থির করেই রেখেছিল যে বিধানসভায় বিষয়টি তোলা হবে। অধিবেশন শুরু হতেই বিধানসভায় এ নিয়ে তুলকালাম ফেলে দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি বিধায়করা। তাঁদের দাবি, এই বিষয়টি বিধানসভায় মুলতবি প্রস্তাব এনে আলোচনা করতে হবে। তাতে অনুমতি দেননি স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিধানসভার অন্দরেই 'চোর চোর' স্লোগান তোলেন বিরোধী বিধায়করা। কিন্তু স্পিকার বলেন, ''রাজ্যসভা লোকসভার মতো আমি কাউকে সাসপেন্ড করব না।'' গত বছর সংসদে শীতকালীন অধিবেশনে হট্টগোলের জেরে দুই কক্ষ মিলিয়ে সাসপেনশনের মুখে পড়েন মোট ১৪১ জন বিরোধী সাংসদ। তার পর স্লোগান তুলতে তুলতে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান বিজেপি বিধায়করা। বিধানসভার সিঁড়িতে বসে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এদিন বিরোধী দলনেতা বলেন, ''আমরা চাই ক্যাগের রিপোর্ট নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হোক।' তিনি জানান চলতি অধিবেশনে আরও দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা দাবি জানাবেন তাঁরা। দিঘায় পর্যটক ধর্ষণের ঘটনা এবং চা শ্রমিকদের পাট্টা নয়, জমির অধিকার দিতে হবে। এ ব্যাপারে শাসক দলের উপ মুখ্য সচেতক তাপস রায় বলেন, ''ওঁরা মিথ্যা প্রচার দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। এ হল বিজেপির টিপিকাল কৌশল। ক্যাগের এই রিপোর্টও পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।''

কুকুরের পাত থেকে বিস্কুট তুলে কংগ্রেস কর্মীকে দিয়ে দিলেন রাহুল? ভিডিয়ো নিয়ে আসরে নেমেছে বিজেপি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাহুল গান্ধীর সঙ্গে হাত মেলাতে চেয়েছিলেন কংগ্রেস কর্মী। কিন্তু করমর্দন তো দূর, উলটে নিজের পোষ্য কুকুরের প্লেট থেকে একটি বিস্কুট ধরিয়ে দিলেন ওয়ান।রে সাংসদ। গোটা ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হতেই তুমুল সমালোচনা নেটদুনিয়ায়। রাহুলের আচরণকে তোপ দেগে বিজেপির মত, যে দল নিজের কর্মীদের কুকুরের মতো দেখে তারা তো হারিয়ে যাবেই।অমিত মালবীয়র পোস্ট করা এই ভিডিয়ো নিয়ে আসরে নামে বিজেপি। এমনকি অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাও ভিডিয়ো নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। টেনে এনেছেন ' প্রসঙ্গও। যা এই বিতর্ককে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, একটি লাল রঙের হুডখোলা গাড়িতে চড়ে যাচ্ছেন রাহুল। সঙ্গে আছেন অনেকে। তাঁদের মধ্যে ছিল একটি লোমশ কুকুরও। তার সামনে রাখা বিস্কুট ভর্তি প্লেট। ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদ সেই কুকুরকে প্যাকেট থেকে বিস্কুট খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন, কিন্তু কুকুরটি তা খেতে চাইছে না। মাথা নেড়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তখন সেই বিস্কুটই গাড়িতে থাকা অন্য এক কংগ্রেস কর্মীর হাতে দেন রাহুল! বিজেপির তরফে দাবি করা হচ্ছে, ঘটনাটি রাহুলের ' জোড়ো ন্যায় যাত্রা'র সময়কার।অমিত মালবীয় লেখেন, ' কয়েক দিন আগে কংগ্রেস সভাপতি খড়্গেজি দলীয় বুথ এজেন্টদের কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এখানে রাহুল গান্ধী তাঁর সফরের সময় একটি কুকুরকে বিস্কুট খাওয়াচ্ছেন। তবে যখন কুকুরটি বিস্কুট খায়নি, তখন তিনি সেটা তাঁর দলের কর্মীকেই দিয়েছেন।'' এখানেই থেমে থাকেননি অমিত। তিনি আরও লেখেন, ' দলের সভাপতি এবং ' যদি তাঁর দলের কর্মীদের কুকুর ভেবে সেই রকম আচরণ করেন, তবে সেই দলের বিলুপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক।''বিজেপি নেত্রী পল্লবী সিটি আবার গান্ধী পরিবারকে ' বলে কটাক্ষ করেছেন। সেই সঙ্গে প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা তথা অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। তিনি বলেন, ' সময় হিমন্ত বিশ্বশর্মাকেও রাহুল গান্ধী তাঁর পোষা কুকুর পিডি-র প্লেটে বিস্কুট খেতে বাধ্য করেছিলেন।''এখানেই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন হিমন্ত। তিনি লেখেন, শুধু রাহুল গান্ধী নন, পরিবারের কেউই আমাকে সেই বিস্কুট খাওয়াতে পারেনি। আমি কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছিলাম।'' যদিও এখনও পর্যন্ত এই ভিডিয়ো প্রসঙ্গে কংগ্রেসের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

রামময় হয়ে উঠল হাওড়া স্টেশন

হাওড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃহাওড়া স্টেশনের নতুন কমপ্লেক্স সোমবার সন্ধ্যায়.হয়ে উঠল রামময়। জয় শ্রী রাম ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে গোটা স্টেশন চত্বর, এই আনন্দের মুহূর্তের মধ্যেই রামভক্তদের নিয়ে হাওড়া থেকে রামনগরী অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দিল দু'টি অযোধ্যাধাম আস্থা স্পেশাল ট্রেন। একটি ট্রেন হাওড়া স্টেশনের নিউ কমপ্লেক্সের ২২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছেড়েছিল, অন্য আস্থা স্পেশাল ট্রেনটি হাওড়া স্টেশনের ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এই উপলক্ষ্যে রেলের পক্ষ থেকে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়, প্ল্যাটফর্মে বিপুল সংখ্যক রেল পুলিশ কর্মীও উপস্থিত ছিলেন।বিশ্ব হিংদু পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ মন্ত্রী স্বপন কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, সংঘ পরিবারের সাথে যুক্ত এই রামভক্তরা ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি অযোধ্যায় থাকবেন এবং ৮ ফেব্রুয়ারি একই ট্রেনে ফিরে আসবেন। তিনি আরও জানান, সোমবার উত্তরবঙ্গ থেকে একটি আস্থা বিশেষ ট্রেনও অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। এই তিনটি ট্রেনে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভক্ত রামলালার দর্শন পেতে রওনা হয়েছেন। তিনি আরও বলেন, সকল ভক্তরা নিজস্ব খরচ বহন করেছেন। রাম ভক্তদের পক্ষ থেকে ভারতীয় রেল এবং আইআরসিটিসি-কে এই যাত্রার ব্যবস্থা করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন স্বপন কুমার মুখোপাধ্যায়।

শুভেন্দুর প্ররোচনায় কেন্দ্রীয় এজেন্সি সক্রিয় ঃশশী পাঁজা

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার সকাল থেকেই দুর্নীতির খোঁজে নেমেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। বাংলা জুড়ে চলছে তল্লাশি অভিযান। ঝাড়গ্রাম, বিধাননগর, হুগলি-সহ একাধিক জায়গায় সদলবলে পৌঁছে গিয়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। কেন্দ্রীয় এজেন্সির এই সক্রিয়তা নিয়ে মুখ

জনস্বার্থে দ্রুততার সঙ্গে কাজ চলবেঃচম্পই সোরেন, মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ নিয়েও প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রীর

রাঁচি,৬ ফেব্রুয়ারি ঃআস্থাভোটে জিতে আত্মবিশ্বাস আরও বাড়ল ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী চম্পই সোরেনের। সোমবার বিধানসভায় আস্থাভোটে জয়লাভের পর মুখ্যমন্ত্রী চম্পই সোরেন বলেছেন, হেমন্ত সোরেনের তৈরি পরিকল্পনার ব্লুপ্রিন্টে দ্রুত কাজ করা হবে, আমরা জনগণের স্বার্থে ভালোভাবে কাজ করব। বিজেপি

নেতারা বলছেন, কয়েকজন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার বিধায়করা দল ছাড়বেন, এ প্রসঙ্গে চম্পই বলেছেন, মহারাষ্ট্র এবং অন্যান্য জায়গার পর থেকে এটি তাঁদের অভ্যাস। আমরা সেই ঐতিহ্য, সেই সংস্কৃতি থেকে দূরে। মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, খুব শীঘ্রই, ২-৩ দিনের মধ্যে।আস্থাভোটে জয়ের পর ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী আলমগীর আলম বলেছেন, আস্থাভোটে যা হয়েছে, তাই আমরা ভেবেছিলাম। আমরা প্রথম দিনেই সমর্থনপত্র নিয়ে রাজ্যপালের কাছে গিয়েছিলাম। আমরা তাঁকে বলেছিলাম, ৪৩ জন এতে স্বাক্ষর করেছেন এবং আমাদের কাছে ৪৭ জন বিধায়কের শক্তি রয়েছে, সেটাই আজ প্রমাণিত হল। মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ প্রসঙ্গেও তিনিও বলেছেন, ''খুব শ্রীঘ্রই হবে।

নতুন প্রধানমন্ত্রী পেল ইয়েমেন, দেশের শীর্ষ পদে নিযুক্ত আহমেদ আওয়াদ বিন মুবারক

সানা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ইয়েমেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হলেন আহমেদ আওয়াদ বিন মুবারক। তিনি ইয়েমেনের বিদেশমন্ত্রীর পদ সামলাচ্ছিলেন। বর্তমানে হাউতিদের লোহিত সাগরে অভিযানের জেরে মার্কিন এবং ব্রিটেনের কাছে হামলার শিকার হতে হচ্ছে ইয়েমেনকে। মইন আব্দুল মালিক সইদের স্থলভাষিক্ত হয়েছেন তিনি। যদিও কেন তাঁকে পরিবর্তন

করা হল, সে বিষয়ে কোনও তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইয়েমেনের দূত হিসেবে এর আগে নিযুক্ত ছিলেন তিনি। হাউতিদের চরমতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পরিচিত এই আহমেদ আওয়াদ বিন মুবারক।২০১৮ সালে ইয়েমেনের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন বিন মুবারক। সম্প্রতি হাউতিদের পক্ষ থেকে লোহিত সাগরে হামলা চালানো হয়। গাজায় ইজরায়েলের অত্যাচার বন্ধের দাবিতে লোহিত সাগরে জাহাজগুলিতে অবরোধ করে তারা। ক্ষেপণাস্ত্র হামলাও চালানো হয়। এরই পাল্টা হিসেবে মার্কিন ও ব্রিটিশের পক্ষ থেকে পাল্টা হাউতিদের ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। বেশ কয়েকবার পাল্টা হামলা চালিয়েছে মার্কিন ও ব্রিটেন জুটি। যে কারণে যুদ্ধের আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যের আরও অন্যান্য অংশগুলিতে।

বীরভূমে ট্রাকের চাকায় পিষে মৃত্যু ৪ মহিলা শ্রমিকের, আহত কমপক্ষে ১১ জন

রামপুরহাট, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃবীরভূমের রামপুরহাটে জাতীয় সড়কের ওপর ট্রাকের ধাক্কায় টেম্পো উল্টে, সেই ট্রাকের চাকায় পিষে মৃত্যু হল ৪ মহিলা শ্রমিকের। আহত হয়েছেন টেম্পোর চালক-সহ ১১ জন। ধান পোঁতার জন্য ১৫ জন শ্রমিক টেম্পোয় চড়ে রামপুরহাটের চিতুরি গ্রাম থেকে মাড়গ্রামে যাচ্ছিলেন। মঙ্গলবার ভোররাত সাড়ে তিনটে নাগাদ ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের মনসুবা মোড়ে টেম্পোয় ধাক্কা মারে বেপরোয়া ট্রাক। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টেম্পো উল্টে যায়, এরপর ট্রাকের চাকায় পিষে ৪ মহিলা শ্রমিকের মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘাতক ট্রাকের সন্ধান চালাচ্ছে রামপুরহাট থানার পুলিশ।পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোররাত সাড়ে তিনটে নাগাদ রামপুরহাট ১ ব্লকের চিতুরি গ্রাম থেকে শ্রমিকরা বেড়িয়েছিলেন মাড়গ্রামের উদ্দেশে। সেখানে তাঁরা ধান রোপণের কাজ করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আসেন। অন্যান্য দিনের মতো এদিনও ১৫ জন শ্রমিক মিলে ১৪ নম্বর জাতীয় সা।ক ধরে মা।গ্রাম যাচ্ছিল। ভোরের আলো তখনও ভালোভাবে ফোটেনি। মেঘলা ও কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ। ভ্যানের আলো না থাকায় দৃশ্যমানতা অতি কম ছিল। অন্যদিকে, মল্লারপুরের দিক থেকে জাতীয় সড়ক ধরে আসছিল ৬-চাকার একটি ট্রাক। আচমকাই তা টেম্পোকে ধাক্কা দেয়। সকলে ছিটকে পড়ে যান। এর পর তিন মহিলাকে পিষে দিয়ে যায় ট্রাকটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে রাসমনি সর্দার, লীলা লেট ও রাখি সর্দারের। এছাড়া একজনের মৃত্যু হয়েছে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। জখম হয়ে ১১ জন সেখানে ভর্তি।

ইডি-র অভিযানে ক্ষুব্ধ অতিশী, দিল্লির মন্ত্রী বললেন ২ বছর ধরে দলীয় নেতাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির প্রায় ১০টি স্থানে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর অভিযান প্রসঙ্গে এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী। তিনি বলেছেন, বিগত ২ বছর ধরে আমাদের দলীয় নেতাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে দিল্লির প্রায় ১০টি স্থানে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ইডি। সূত্রের খবর, অর্থ তছরুপ মামলার তদন্তের অংশ হিসাবে আম আদমি পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যক্তিদের ঠিকানায় তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি। এর মধ্যে রয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ব্যক্তিগত সচিবের বাসভবনও।এই তল্লাশি প্রসঙ্গে এদিন সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দিল্লির মন্ত্রী অতিশী বলেছেন, আম আদমি পার্টির নেতা এবং দলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ইডির অভিযান চলছে। এএপি কোষাধ্যক্ষ এবং সাংসদ এন ডি গুপ্তা, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পিএ এবং অন্যান্যদের বাড়িতে অভিযান চলছে। বিজেপি কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির মাধ্যমে আমাদের দলকে দমন করতে চায়, কিন্তু আমি তাঁদের বলতে চাই আমরা ভয় পাব না।অতিশী আরও বলেছেন, বিগত দুই বছর ধরে আমাদের দলের নেতাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই তথাকথিত আবগারি কেলেঙ্কারির নামে কারও বাড়িতে হানা দেওয়া হচ্ছে, কাউকে সমন পাঠানো হচ্ছে, আবার কাউকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। দুই বছরে শত শত অভিযানের পরেও ইডি একটি টাকাও উদ্ধার করতে পারেনি। এমনকি দু'বছর পেরিয়ে গেলেও ইডি কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ খুঁজে পায়নি এবং আদালতও বারবার প্রমাণ উপস্থাপন করতে বলেছে।

১০০ দিনের কাজের ' দুর্নীতি'খুঁজতে ভুল ঠিকানায় ইডি !

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ তদন্তের নামে অতি সক্রিয়তার জেরে ফের ' ইডির (ED)। এবার ভুল ঠিকানায় পৌঁছে গেলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকরা। মঙ্গলবার সকালে ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির তদন্তে হুগলির (Hooghly) চুঁচুড়ার ব্যবসায়ী সন্দীপ সাধুখাঁর বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের। সন্দীপ সাধুখাঁর বাড়িতেই তাঁরা পৌঁছলেন। সেই ঠিকানায় গিয়ে সন্দীপের সন্ধানও পান তদন্তকারীরা। কিন্তু তল্লাশি শুরু হওয়ার আগেই ইডি আধিকারিকেরা বুঝতে পারেন, তাঁরা যে সন্দীপকে খুঁজছেন, ইনি সেই সন্দীপ নন। নাম আর পদবি হুবহু এক হওয়াতেই এই বিভ্রান্তি বলে ইডি সূত্রে জানা যায়। ভুল ভাঙতেই গাড়ি ঘুরিয়ে ' সন্দীপের ঠিকানায় রওনা দেন তদন্তকারীরা। সন্দীপ সাধুখাঁর ছেলে শুভদীপ সাধুখাঁ জানান, সকালে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে সিআরপিএফ দেখে তিনি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। পরে ইডি আধিকারিকেরা জানান, তাঁদের ভুল হয়েছে। ইডির এই ভুলের জন্য তাঁদের সামাজিক সম্মান নষ্ট হয়েছে বলে দাবি করেছেন সন্দীপ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ' সন্দীপে খোঁজে হুগলি জেলারই ধনেখালির উদ্দেশে রওনা দিয়েছে ইডি। মাঝে রাস্তায় সিঙ্গুরের কাছে গাড়ি থেকে নেমে চা খান ইডি আধিকারিকেরা।মঙ্গলবার সকালে একসঙ্গে রাজ্যের চার জায়গায় হানা দেয় ইডি। তল্লাশি শুরু হয় সল্টলেকের একটি আবাসন, ঝাড়গ্রামের একটি সরকারি আবাসন, মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে এক পঞ্চায়েত কর্তার বাড়ি এবং হুগলির এই সন্দীপ সাধুখাঁর বাড়িতে। ইডি সূত্রে জানা যায়, ১০০ দিনের কাজের ' তদন্তে এই তল্লাশি অভিযান চলছে। ওই সূত্র মারফত আরও জানা যায়, আগেই এই দুর্নীতির বিষয়ে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানায় দু'টি এবং হুগলির ধনেখালি থানায় একটি এফআইআর দায়ের হয়েছিল। তা ছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য থানায় দু'টি এফআইআর দায়ের হয়। মোট পাঁচটি এফআইআর-এর ভিত্তিতে ইসিআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করে ইডি। প্রসঙ্গত, এই প্রথম এই বিষয়ের তদন্তে নামল কেন্দ্রীর তদন্তকারী সংস্থাটি।

বিধানসভায় ইউসিসি বিল পেশ করলেন পুষ্কর সিং ধামি, উঠল বন্দোমাতরম ধ্বনি

দেহরাদূন, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরাখণ্ড বিধানসভায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) উত্তরাখণ্ড ২০২৪ বিল পেশ করলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী ধামি যখন ইউসিসি বেল পেশ করেন, তখন 'বন্দোমাতরম', 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় বিধানসভায়। এই বিল পেশ হওয়ার পর বিধানসভার অধিবেশন দুপুর দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায়।কার্য উপদেষ্টা কমিটি গতকাল বিধানসভায় বিলটি উত্থাপনের অনুমতি দেয়। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি ইউসিসির খসড়া নিয়ে আলোচনা এবং মতামত দেওয়ার জন্য বিরোধী দলের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এর আগে গত রবিবার উত্তরাখন্ড মন্ত্রিসভা অভিন্ন দেওয়ানি বিধির খসড়া বিলে

' ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে ৫০ শতাংশের বেশি সংরক্ষণ করব'লোকসভায় জাতপাতের ' তাস'রাহুলের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী প্রতিশ্রুতি দিলেন, আগামী লোকসভা ভোটে জিতে বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করলে জাতভিত্তিক সংরক্ষণ ৫০ শতাংশেরও বেশি বাড়ানোর বন্দোবস্ত করা হবে।সোমবার সংসদে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার প্রাক্কালে ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা-র সমাবেশ থেকে জাতিগত সমীক্ষা ও উপজাতিদের অধিকারের প্রসঙ্গ তুলে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে তোপ দাগেন রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, জাতিগত সমীক্ষা, ওবিসি, দলিত ও উপজাতিদের অধিকারের দাবি উঠলেই বলা হয়, কোনও পৃথক জাতি নেই। আর ভোটের সময় এলেই জাতির কথা উঠে আসে।দলিত, ওবিসি, উপজাতিরা ন্যায্য অধিকার পাচ্ছে না বলেও তোপ দাগেন রাহুল গান্ধী। তিনি জানান তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং ওবিসিদের সঙ্গে বহু যুগ ধরে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের মতো ব্যবহার করা হয়। দেশের বড় শিল্পসংস্থা, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ এবং আদালতে এখনও তাঁদের প্রতিনিধিত্ব কম বলে দাবি রাহুলের। এরপরই গ্যারান্টি দিয়ে রাগা বলেন, আমরা ক্ষমতায় এলে সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষেরা তাদের ন্যায্য অধিকার পাবে। সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে তাঁদের জন্য ৫০ শতাংশের বেশি সংরক্ষণ চালু করব। এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করারও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।রাঁচিতে ' ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'-র ফাঁকে সোমবার সদ্য প্রাক্তন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বাড়িতেও যান রাহুল গান্ধী। দুর্নীতির অভিযোগে সম্প্রতি ইডি-র হাতে গ্রেফতার হয়েছেন হেমন্ত সোরেন। তাঁর পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে হেমন্ত সোরেনের স্ত্রী কল্পনা সোরেনের সঙ্গে দেখা করেন রাহুল গান্ধী।

' জয় শ্রীরাম' স্লোগানের উত্তরাখণ্ড বিধানসভায় পেশ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দেশে প্রথমবার বিধানসভায় পেশ হল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল । মঙ্গলবার উত্তরাখণ্ডের বিধানসভায় পেশ হল বিতর্কিত বিলটি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামি নিজেই বিধানসভায় বিল পেশ করেন। তবে বিল পেশের পরেই দীর্ঘ সময়ের জন্য মুলতুবি হয়ে যায় উত্তরাখণ্ড বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন। বেলা দুটো পর্যন্ত অধিবেশন বন্ধ রাখা হয়েছে। ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে, রাজ্যে এই বিধি চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। ক্ষমতায় ফেরার পরই রাজ্যে এই আইন চালু করার প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের পথ, এদিন অনেকটাই এগিয়ে গেল রাজ্যের বিজেপি সরকার।ভারতের সংবিধানেরএকটি প্রতিলিপি হাতে নিয়ে তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে বর হন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তার আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, দেবভূমি উত্তরাখণ্ডের নাগরিকদের সমান অধিকার দেওয়ার লক্ষ্যে, আজ বিধানসভায়.অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল পেশ করা হবে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে দেশের প্রথম রাজ্য হিসাবে আমরা পরিচিত হব। এটা রাজ্যের সকল মানুষের জন্য গর্বের মুহূর্ত। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি রিপোর্ট হাতে বিধানসভায় উপস্থিত হয়ে তিনি বলেন, আজ আমাদের অপেক্ষা শেষ হতে চলেছে। উত্তরাখণ্ড থেকে দেশের নাগরিকদের সমান অধিকার দেওয়ার কাজ শুরু হচ্ছে।২০২২-এর ২৭ মে, সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার সচিবের দাযিত্ব নিলেন সঞ্জয় জাজু

নয়াদিল্লি,৬ ফেব্রুয়ারি ঃকেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব হিসাবে দাযিত্ব নিয়েছেন আইএএস অফিসার সঞ্জয় জাজু। গত সোমবার তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সঞ্জয় জাজু একজন ১৯৯২ ব্যাচের আইএএস অফিসার।এই পদে আগে কর্মরত অপূর্ব চন্দ্রকে স্বাস্থ্য সচিবের দাযিত্ব দেওয়া হয়েছিল। অপূর্ব চন্দ্র মহারাষ্ট্র ক্যাডারের ১৯৮৮ ব্যাচের ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস (আইএএস)-এর আধিকারিক।

ঝাড়গ্রামে অভিযান ইডি-র, ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতিতে চুঁচুড়াতেও হানা

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃফের তৎপর হয়ে উঠল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। মঙ্গলবার সকালে ঝাড়গ্রামে হানা দিল কেন্দ্রীয় বাহিনী ইডি। এদিন সকাল ৮টা নাগাদ বাছুরডোবায় সরকারি আবাসনে পৌঁছয় ইডি-র ৬ সদস্যের দল। আবাসনের ব্লক বি-র দোতলায় সরকারি অফিসার ও সংখ্যালঘু সেলের আধিকারিক শুভ্রাংশু মণ্ডলের ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। আবাসন ঘিরে রেখেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।অন্যদিকে, হুগলি জেলার চুঁচুড়াতেও হানা দিয়েছে ইডি। ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি-মামলায় অভিযান চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ইডি সূত্রে খবর, একশো দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগে এফআইআর দায়ের হয়। ধনেখালি ও মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় এফআইআর দায়ের হয়। তার ভিত্তিতেই এদিন তল্লাশি চলছে। সাতসকালে চুঁচুড়া স্টেশন লাগোয়া ময়নাডাঙায় ব্যবসায়ী সন্দীপ সাধুখাঁ-র বাড়িতে হানা দিয়েছে ইডি।

বিধ্বংসী ও ভয়াবহ দাবানলে জ্বলছে চিলি, প্রাণহানির সংখ্যা বেড়ে ১২২

সান্তিয়াগো, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বিধ্বংসী দাবানলে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে চিলির জঙ্গল, চিলির দাবানলে এখনও পর্যন্ত ১২২ জন মারা গিয়েছেন। মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আগুন নেভাতে হেলিকপ্টার এবং বহু দমকল কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ১৬০০টি বাড়ি ইতিমধ্যেই ধ্বংস হয়েছে।মধ্য চিলির শান্ত সৈকত শহর ভিনিয়া দেল মার। এখানকার বিখ্যাত মিউজিক ফেস্টিভ্যালের সময় ছাড়াও সারা বছরই পর্যটকের আনাগোনা লেগে থাকে। সম্প্রতি চিলির সেই শান্ত শহর জ্বলছে দাবানলে। চিলিতে ভয়াবহ দাবানলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১২২। কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। ধ্বংস হয়েছে প্রায় অসংখ্য বাড়ি। উপদ্রুত এলাকা থেকে সরানো হয়েছে মানুষজনকে।

চাঁচলের পর এবার হবিবপুর, মালদহে ফের সোনার দোকানে ডাকাতি

মালদহ, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ চাঁচলের পর এবার হবিবপুর। ফের মালদহে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটল। অভিযোগ, সোমবার রাত দেড়টা নাগাদ হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডী বাজারে অরুণা মার্কেটে হানা দেয় ৬-৭ জনের সশস্ত্র ডাকাতদল। বাজারের এক বস্ত্র ব্যবসায়ী সেই সময় তাঁর দোকানে ছিলেন। অভিযোগ, তাঁর মুখ-হাত বেঁধে রেখে, খুনের হুমকি দিয়ে সোনার দোকানের শাটারের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে লুঠপাট চালায় ডাকাতরা।এরপর দুষ্কৃতীরা বোমা ছুড়তে ছুড়তে পালায় বলে অভিযোগ। স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দাবি, কয়েক লক্ষ টাকার সোনা-রুপো চুরি করে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। দুষ্কৃতীদের সন্ধান চালাচ্ছে হবিবপুর থানার পুলিশ। উল্লেখ্য, গত বছর বড়দিনের সন্ধ্যায় চাঁচলে একটি সোনার দোকানে ডাকাতি হয়। ওই ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মাস দেড়েকের মধ্যে এবার হবিবপুরে একই ঘটনা ঘটল। বারবার ডাকাতির ঘটনায় আতঙ্কে মালদহের ব্যবসায়ীরা।

দুর্নীতির অভিযোগে চাকরি গিয়েছিল,সেই পঞ্চায়েত কর্মীর বাড়িতে হানা দিল ইডি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ শিক্ষক নিয়োগ, পুরসভায় দুর্নীতি পর ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগের কিনারা করতে মরিয়া ইডি (ED)। মঙ্গলবার সকাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তেড়েফুঁড়ে তল্লাশিতে নামলেন কেংদ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। মুর্শিদাবাদের (Murshidabad) বহরমপুর, হুগলির ধনেখালি, কলকাতার সল্টলেকে (Salt Lake) একযোগে হানা দিয়েছেন তদন্তকারী দল। এর মধ্যে এক WBCS অফিসারের বাড়িতেও তল্লাশি চলে বলে ইডি সূত্রে খবর।বাড়ির সামনে প্রহরায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। ভিতরে একটি ঘরে প্রাক্তন পঞ্চায়েত কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন ইডির আধিকারিকেরা। অন্য একটি ঘরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় পরিবারের বাকি সদস্যদের। জমির দলিল থেকে বাড়ির সবার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য, পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা। বস্তুত, ১০০ দিনের কাজে ' তদন্ত নেমে হয়ত এই প্রথম বার কোনও পঞ্চায়েত কর্মীর (প্রাক্তন) বাড়িতে হানা দিয়েছে ইডি। এ নিয়ে মঙ্গলবার শোরগোল শুরু হয়েছে মুর্শিদাবাদের নওদায়। মঙ্গলবার সকাল ৯টা নাগাদ বহরমপুর শহরের বিষ্ণুপুর রোড এলাকায় রথীন দে নামে এক জনের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে মুড়ে ফেলা হয় গোটা বাড়ি। সূত্রের খবর, নওদা পঞ্চায়েতের কর্মী হিসাবে দীর্ঘ দিন কাজ করেছেন রথীন। নির্মাণ সহায়ক রথীনের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। স্থানীয় একটি সূত্র বলছে, বছর দুয়েক আগে রথীনের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প থেকে প্রায় ৪ কোটি টাকা আত্মসা করে নিজের এবং পরিবারের এক সদস্যের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করেছিলেন তিনি। পরে সাসপেন্ডও হন। সেই রথীনের গাড়ির চালক থেকে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে ইডির পাঁচ আধিকারিক জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।একশো দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ অনেক দিন আগেই তুলেছিল বিরোধীরা। এরপর কেন্দ্রের পক্ষ থেকে একশো দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বস্তুত, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ সালে বেলডাঙায় দু'টি, ধনিয়াখালিতে ১টি, এছড়াও অন্যান্য ২ টি থানায় মামলা দায়ের হয়। মোট ৫ টি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ইসিআইআর দায়ের করে ইডি। তারপরই মঙ্গলবার সকাল হতে না হতেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশিতে নামেন গোয়েন্দারা।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION

Municipal Secretary invites quotation, for the following work :
Name of the Work : **Logistic arrangement for the programme I.C.W. inauguration of renovated Manmatha Nath Nandan Boys and Girls English Medium School Kansaripara, Bhowanipore in Ward-71 to be attended by Hon'ble Chief Minister (Govt. of West Bengal)**. Estimated Amount : **Rs. 9,00,000/- (plus GST)**. Earnest Money : **Rs: 18,000/-**. Last date and time of submission of quotation : **09.02.2024 at 12 noon**. Quotation submission on and from : **07.02.2024 at 12 noon**.
1400/23-24

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৭ফেব্রুয়ারি ঃবুধবার, ২৩মাঘ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৩ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৩মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৩মাঘ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৩মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদ্য় আজঃ ৬ টা ১৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃএমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন।সংসারে শান্তি হবে।
বৃষভ রাশিঃআপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন
মিথুন রাশিঃআজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ শুধু বসে থাকার পরিবর্তে- কেন এমন কিছুতে নিযুক্ত হচ্ছেন না- যা আপনার উপার্জন ক্ষমতা উন্নত করবে।
কর্কট রাশিঃআপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে।
সিংহরাশিঃযদি আপনি সাম্প্রতিককালে হতাশ বোধ করে থাকেন-তাহলে আপনার মনে রাখা উচিত যে আজ সঠিক কাজ
কন্যারাশিঃবয়স্করা তাঁদের বাড়তি শক্তি কোনো ইতিবাচক কাজে লাগালে শুভ ফল পাবেন।
তুলারাশিঃস্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃ আপনার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যবহার আপনাকে দু ঃখিত এবং অবসাদগ্রস্থ করতে পারে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন
মকর রাশিঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আপনি আজ আপনার অর্থ সঙ্গীর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করতে
কুম্ভ রাশিঃআপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না। আপনি যদি কোনও ঋণ নিতে চলে
মীন রাশিঃমানসিক চর্চার জন্য আকর্ষণীয় কিছু পুন। আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তবে আপনার মূল্যবান জিনিসগুলির বিশেষ যত্ন নিন। অযত্নে অভিনয.করা আপনার আইটেমগুলি চুরি বা অপসারণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। কোন প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া আপনার মেজাজ খারাপ করতে পারে। কিন্তু

‘শ্রমিকদের মজুরি মেটানোর ক্ষেত্রে সব ধরনের স্বচ্ছতা মানতে হবে’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ একশো দিনের কাজ প্রকল্পে শ্রমিকদের মজুরির বকেয়া টাকা মেটানোর ক্ষেত্রে সব ধরনের স্বচ্ছতা মানতে হবে বলে রাজ্য সরকার সব জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে। এই জন্য ইতিমধ্যেই একটি মান্য কার্যবিধি তৈরি করা হয়েছে বলে পঞ্চায়েত এবং গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। মুখ্য সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলার প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কাদের টাকা বকেয়া রয়েছে এবং তাদের এখনো জব কার্ড রয়েছে কিনা বিডিওদের তা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। কোন শ্রমিক মারা গেলে তালিকায় তার নামের পাশে নোট রাখতে বলা হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে খসড়া মজুরি তালিকা তৈরীর কাজ শুরু করে শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কার্যকরী রয়েছে কিনা তা দেখে বিডিওদের ১৫ ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে সেই তালিকা পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপরে পঞ্চায়েতের কর্মীরা সেই দিন থেকেই শ্রমিকদের বাড়ি গিয়ে তালিকা খতিয়ে দেখবেন। ১৮ তারিখের মধ্যে বিডিও দের মজুরির চূড়ান্ত বকেয়া তালিকা তৈরি করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। ২১ তারিখ থেকে শ্রমিকদের ব্যাংক একাউন্টে টাকা পাঠানোর কাজ শুরু হবে। উল্লেখ্য এর আগে তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রের ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে রাজ্যের ২১ লক্ষ শ্রমিকের বকেয়া প্রায় ২ হাজার ৮০০ কোটি টাকা রাজ্য সরকার একুশে ফেব্রুয়ারি মিটিয়ে দেবে বলে জানিয়েছিলেন।

রুম ঠিক করে দেওয়ার নাম করে টাকা ছিনতাই, পরে মহিলাকে ধর্ষন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ দিঘাতে এক মহিলা তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিলেন। হোটেলের রুম ঠিক করে দেওয়ার নাম করে তাদেরকে নিয়ে যায় একদল দুস্কৃতী। সেই দুস্কৃতকারীদের সাথে একটি বাইকে ছিলেন পর্যটক মহিলা। অপর একটি বইকে ছিলেন তাঁর সঙ্গী। এরপর একটি ফাঁকা জায়গায় আটকে জোরপূর্বক তাদের টাকা-পয়সা ও সোনা দানা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তার পরে জোরপূর্বক মুখে চাপা দিয়ে আরো নির্জন জায়গায় পর্যটক মহিলাকে টেনে নিয়ে যায়। তার পর যুবককে গাছে বেঁধে বেধরক মারধর করার পাশাপাশি মহিলাকে জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে এক যুবক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে এমনটাই প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। আর এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সৈকত নগরী দীঘায়।

ধর্ষিতা মহিলা পর্যটকের বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে। মহিলার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে দীঘা থানার পুলিশ রাতভর অভিযান চালিয়ে দুজনকে দীঘা লাগোয়া রতনপুর গ্রাম থেকে গ্রেফতার করেছে। আরো একজন ফেরার। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। সৈকত শহরে এই ধরনের ঘটনা ঘটায় জনমানসে মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে নানান প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সর্বশিক্ষা মিশন খাতে কেন্দ্রের কাছে বকেয়া রয়েছে ১ হাজার ৪০০ কোটি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ সর্বশিক্ষা মিশন খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্যের ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আজ বিধানসভায় প্রশ্ন উত্তর পর্বে বলেন এই খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্যের ১ হাজার ৭৫০ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা বকেয়া থাকলেও কেন্দ্রের তরফে সম্প্রতি ৩১৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

ভোটের প্রস্তুতিতে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ আসতে চলেছে রাজ্যে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী লোকসভা ভোটের প্রস্তুতিতে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ রাজ্যে আসতে চলেছে। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এবং দুই নির্বাচন কমিশনার অনুপচন্দ্র পাণ্ডে এবং অরুণ গোয়েল রাজ্যে এসে ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন বলে নির্বাচন কমিসন সূত্রে জানা গেছে। মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তার আগে কমিশনের ফুল বেঞ্চের রাজ্য সফর তাৎপর্যপূর্ণ। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর ১লা মার্চ বিকেলেই কমিশনের ফুল বেঞ্চ রাজ্যে আসবে। সন্ধ্যাবেলায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকসহ দফতরের অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁরা বৈঠকে বসবেন। ২রা মার্চ সকাল দশটা থেকে রাজ্যের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করে তাদের বক্তব্য, অভাব-অভিযোগ শোনা হবে। এরপর প্রত্যেক জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপার দের সঙ্গেও বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে। পরের দিন অর্থাৎ ৩রা মার্চ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে প্রথমে বৈঠকে বসবে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। এরপরে কলকাতা পুলিশ কমিশনার, রাজ্য পুলিশের ডিজি, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং মুখ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠক করে তাঁদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হবে। সব শেষে সাংবাদিক বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে। এর পরেই কমিশনের ফুল বেঞ্চ দিল্লি ফিরে যাবে।

সাঁত্রাগাছি থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ আজ বুধবার বিকেল নাগাদ হাওড়ার সাঁত্রাগাছি থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও পরিষেবা প্রদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাঁত্রাগাছি বাস টার্মিনালে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সূত্রের খবর, আমতা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ভার্চুয়াল উদ্বোধন, বেলুড়ের জগন্নাথ ঘাট থেকে কাশীপুর ঘাট পর্যন্ত ফেরি চলাচলের কাজ সহ একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। এদিন উপভোক্তাদের হাতে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবাও তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের আগে মঙ্গলবার সভাস্থল ঘুরে দেখেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, জেলাশাসক পি দীপাপ প্রিয়া সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

পিডব্লিউডির জায়গা দখল করে নির্মানের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৬ ফেব্রুয়ারীঃ জিটি রোডের পাশে পিডব্লিউডির জায়গা দখলের অভিযোগ বর্ধমানের মেমারির দেবীপুর এলাকায়। অভিযোগ দেবীপুর এলাকার স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি জিটি রোডের পাশে পড়ে থাকা পিডব্লিউডি-র জায়গা জোরপূর্বক দখল করে এবং বেশ কিছু জন সেই জায়গার উপর অবৈধ নির্মানও করে, আবার কয়েকজন সরকারি জায়গা টাকার বিনিময়ে বিক্রিও করে দেয়। এর ফলে জিটি রোডের পাশে যে সকল চাষের জমি আছে সেখানে চাষ করতে সমস্যায় পড়ছেন এলাকার চাষীরা।এমনটাই অভিযোগ এলাকার চাষীদের। এই বিষয়ের স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গেছে চাষীদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পরই বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের বিষয়টি জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তাই সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে গাফিলতিরও অভিযোগ আনছেন এলাকার চাষীরা। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের দাবি, তাদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা।

কেরালায় মাছ ধরতে গিয়ে বাংলার মৎস্যজীবীর মৃত্যু, শোকের ছায়া

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ গত দেড় মাস আগে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে কেরালায় রওনা দিয়েছিলেন কাকদ্বীপের এক মৎস্যজীবী । ওই মৎ্যজীবীর নাম হরি দাস বয়স আনুমানিক (৪৮)। বাড়ি কাকদ্বীপ বিধানসভার অন্তর্গত আট নম্বর কালিনগর পশ্চিম গঙ্গাধরপুরে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকালে পরিবারের কাছে খবর আসে হরিদাস মাছ ধরার সময় ট্রলার থেকে পড়ে মারা গেছেন। এরপর গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা পরিবার সহ এলাকায়।

মঙ্গলবার সকালে পরিবারের কাছে হরি দাসের নিথর দেহ এসে পৌঁছালে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। হরিদাস একমাত্র পরিবারের রোজগেরে ছিল। পরিবারের সদস্যরা জানান তার দুই মেয়ে ও এক ছেলে । এই বছরই ছেলে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে।

প্রকাশ হল ২০০৯-এর চাকরি প্রার্থীদের প্যানেল, মঙ্গলেই নিয়োগপত্র

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২০০৯ সালে চাকরি প্রার্থীদের প্যানেল প্রকাশ করা হল। মঙ্গলবার মোট ৩৬৪ জনের প্যানেল এদিন প্রকাশ করা হয়। একইসঙ্গে এদিনই নিয়োগপত্র ইস্যু করা হবে বলেও জানান হয়েছে। এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডিপিএসসি চেয়ারম্যান অজিত নায়েক বলেন, আমরা কনভার্টেড প্যানেল ও ৫ শতাংশ অ্যাডিশনাল প্যানেল সেটা আমরা আজ প্রকাশ করছি। স্কুল শিক্ষা দফতর সেটার অনুমোদন দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর স্বদিচ্ছায় এটা অনেক তাড়াতাড়ি সম্ভব হল। অজিত নায়েক জানান, কনভার্টেড প্যানেলে ২৮৮ জনের নাম রয়েছে। আর ঠিকানা চিহ্নিত কার যায়নি এমন আরও ২৬ জন রয়েছেন। তাঁদের সমস্ত নথি থাকলেও বাড়ির ঠিকানা নেই। সেটা এদিনই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানান হবে বলে জানান ডিপিএসসি-র চেয়ারম্যান। তাঁরাও এর মধ্যে অনর্ভুক্ত হবেন। ফলে সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ৩১৪ জনে। এছাড়া অ্যাডিশনাল প্যানেলে রয়েছে ৫০ জনের নাম। তাদের নামও এদিনই প্রকাশ করা হয়। প্রত্যেকের নিয়োগ পত্র আজই ইস্যু করা হবে বলেও জানান তিনি। এদিন অনশনকারীদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার অনুরোধও জানান ডিপিএসসি-র চেয়ারম্যান। এদিকে প্যানেল প্রকাশের পর এক দেবাশিস বিশ্বাস নামে আন্দোলনকারীরা বলেন, ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ ছিল এই প্যানেল মেরিট অনুযায়ী হবে। এই প্যানেল মেরিট অনুযায়ী হয়েছে কি না সেটা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। আমার মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে দেখা করার জন্য ১০ বছর ধরে চেষ্টা করছি। কিন্তু ১ মিনিটের জন্যও দেখা করতে পারিনি। এদিন অনশন মঞ্চে গিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করেন কুণাল ঘোষ। গত সপ্তাহের শুক্রবার থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাথমিক শিক্ষা সদর দফতরের সামনে আমরণ অনশনেরর ডাক দেন ২০০৯-এর চাকরি প্রার্থীরা। মোট ১৮৩৪ জনের প্যানেল প্রকাশের দাবিতে, আমরণ অনশনে বসেন তাঁরা। পরপর কয়েকজন মস্তক মুণ্ডনও করেন।

ডিপিএসসি ভবনের ঠিক উলটো দিকে, অনশন মঞ্চে বসে মাথা কামিয়ে প্রতিবাদ জানান তাঁরা।তবে এই জট কাটার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল সোমবারই। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ সোমবার সন্ধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর উদ্যোগে নিয়োগে জট কেটে গিয়েছে। মঙ্গলবার চাকরি প্রার্থীদের কাছে নিয়োগপত্র যাওয়া শুরু হবে। তারপরেই দেখা গেল এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে প্যানেল প্রকাশ করা হল।

> কনভার্টেড প্যানেলে ২৮৮ জনের নাম রয়েছে। আর ঠিকানা চিহ্নিত কার যায়নি এমন আরও ২৬ জন রয়েছেন। তাঁদের সমস্ত নথি থাকলেও বাড়ির ঠিকানা নেই।
>
> “
>
> দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডিপিএসসি চেয়ারম্যান অজিত নায়েক

সোমবার সাতসকালে ভুল ঠিকানায় পা রাখে ইডি আধিকারিকরা

কয়েক ঘন্টা জেলায় ঘুরে চন্দননগরে সন্দীপ সাধুখাঁর বাড়িতে শুরু হয় তল্লাশি

প্রীতম সাধুখাঁ, হুগলী, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ সোমবার সকাল থেকেই জেলায় ঘুরতে থাকে ইডি আধিকারিকরা। প্রথমে হানা দেয় চুঁচুড়ায় ময়নাডাঙ্গা এলাকার ব্যবসায়ীর বাড়িতে। সেই ব্যবসায়ীর নাম সন্দীপ সাধুখাঁ হওয়ায় ভুল করে সেই বাড়িতে হানা দেয় ইডি। এরপরে সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেশ কিছুটা জেলার অন্যত্র ঘুরে আবার বেলা বারোটা নাগাদ চন্দননগরের হরিদ্রডাঙ্গার নির্মাণ সহায়ক সন্দীপ সাধুখাঁর বাড়িতে হানা দেয় ইডি আধিকারিকরা। সন্দীপের স্ত্রী মৌসুমীর কাছ থেকে ফোন নম্বর নিয়ে তাকে ফোন করে এক ইডি আধিকারিক। সন্দীপ তখন তার বর্তমান কর্মস্থল খানাকুলের জগতপুর -১ গ্রাম পঞ্চায়েতে ছিলেন। তিনি দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন প্রায় চারটে কুড়ি নাগাদ বাড়িতে পৌঁছন। তার আসার আগে ইডি তার স্ত্রী মা কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে এবং নথির খোঁজে তল্লাশি চালায়। অপেক্ষায় ছিলেন সন্দীপ সাধুখাঁ কখন বাড়ি ফিরবেন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। জানা গেছে

২০১৮ সালের পর থেকে ১০০ দিনের কাজের দুর্নীতি নিয়ে কয়েকটি অভিযোগ দায়ের হয় রাজ্যের বিভিন্ন থানায় তার মধ্যে ধনিয়াখালী থানাতে একটি অভিযোগ হয়। সেই এফ আই আর এনফোর্সমেন্ট কেস ইনফরমেশন রিপোর্ট বা ইসিআইআর করে তার তদন্তে নামে ইডি। ১০০ দিনের কাজের দুর্নীতি হয়েছে এই অভিযোগ এই অনেক আগে থেকে উঠলেও এই প্রথম ইডি তার তদন্তে নামল। তাদের টার্গেট পঞ্চায়েতের কর্মী এবং ডব্লিউবিসিএস অফিসাররা। আজ একযোগে ছয় জায়গায় ইডির তল্লাসী অভিযানে সেটাই দেখা গেছে।

সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল ১০০ দিনের কাজ খতিয়ে দেখতে একাধিকবার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে যায়। তারপরেই হুগলিতে প্রায় ২ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ সামনে আসে। কোথাও কাজ না করে টাকা তুলে নেওয়া, ভুয়ো জব কার্ড দেখিয়ে টাকা তোলা, কোথাও আবার ভুয়ো বিল তৈরি করে টাকা তছরুপের অভিযোগ ওঠে। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে বাঁধ রাস্তার নির্মাণ হয়েছে খাতায়-কলমে অথচ বাস্তবে তার অস্তিত্ব মেলেনি এমন অভিযোগও ওঠে। যেহেতু ১০০ দিনের কাজের দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছেন নির্মাণ সহায়করা তারা পঞ্চায়েতের কর্মীও বটে। তাই এই দুর্নীতির তদন্তে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ইডি। ধনিয়াখালীর বেলমুড়ি পঞ্চায়েতে এই ধরনের একটি অভিযোগ সামনে আসে সে সময় ওই পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক ছিলেন সন্দীপ সাধুখাঁ।

তৎকালীন ধনিয়াখালি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে এফ আই আর হয় পরে ই সি আই আর করে তদন্তে নামে ইডি। মঙ্গলবার চন্দননগরে হরিদ্রা ডাঙ্গায় সেই সন্দীপ সাধুখাঁর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। সন্দীপ সাধুখাঁর বাবা অমল সাধুখাঁ ২০০৮ সালে প্রয়াত হন। তিনি পূর্ব রেলের প্রাক্তন কর্মী ছিলেন। অবসরের পর তিনি বাড়িতে একটি তেল মিল খুলেছিলেন । যদিও সন্দীপ চাকরি পাওয়ার পর সেই তেলমিল বন্ধ হয়ে যায়। সন্দীপের প্রতিবেশীদের বক্তব্য তারা নির্বিবাদী লোক পাড়ার সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রয়েছে। তার বাড়িতে ইডি হানা দেওয়ায় অবাক হয়েছেন প্রতিবেশীরাও।সন্দীপের কাকা বিমান সাধুখাঁ বলেন, ভাইপো এমন কিছু কাজ করতে পারে বলে আমার মনে হয় না। ইডি তার বাড়িতে এসেছে বলে আমি এলাম। বাড়িতে তার স্ত্রী ও মা রয়েছে। দিদি আধিকারিকরা আমার সামনেই তাদের বাড়িতে তল্লাশি করে। যদিও তারা কিছু পায়নি। অন্যদিকে বেলমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান অসিত মুদি বলেন, যে সময়কার ঘটনা তখন আমি প্রধান ছিলাম না। কি হয়েছে বলতে পারবো না তবে ইরি যদি তদন্তে আসে আমরা তাদের সাহায্য করবো।

সাড়ে সাত ঘন্টা ম্যারাথন তল্লাশির পর চন্দননগরের সন্দীপ সাধুখাঁর বাড়ি থেকে বেরোন ইডি অধিকারীরা। পঞ্চায়েত কর্মীকে আগামী সোমবার ১২ই ফেব্রুয়ারি সিজিও কমপ্লেক্স এ তলব করা হয়েছে।

প্রেমিকের সাথে বান্ধবীর অন্তরঙ্গ ভিডিও তুলে ব্ল্যাকমেল, ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, নরেন্দ্রপুর, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ নিজের প্রেমিকের সাথে বান্ধবীর অন্তরঙ্গ ভিডিও তুলে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক স্কুল শিক্ষিকা। ঘটনায় গ্রেপ্তার ধৃত স্কুল শিক্ষিকার কলকাতা মেট্রোতে কর্মরত প্রেমিকও । ঘটনায় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ফোন। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ । পঞ্চসায়র থানা এলাকার বাসিন্দা একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা সুদীপ্তা মিত্রের সাথে একই সাথে একটি স্কুলে পড়াতেন নির্যাতিতা। তিনি সার্ভেপার্ক এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে । ধৃত সুদীপ্তা মিত্রের সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল কলকাতা মেট্রোরেলের কর্মী প্রসেনজিত রাউতের। যিনি নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার বাসিন্দা । সুদীপ্তার মাধ্যমে প্রসেনজিতের সাথে নির্যাতিতার আলাপ হয় । তিনজনেই মাঝেমধ্যে নানান জায়গায় ঘুরতে যেতেন ও খাওয়া দাওয়া করতেন । পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে সুদীপ্তার ইন্ধনে নির্যাতিতার সাথে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে প্রসেনজিত। নির্যাতিতাও প্রসেনজিতের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন।

নির্যাতিতার বাড়িতে একাই থাকতেন । তার বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়। প্রসেনজিত ও সুদীপ্তা দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। দুজনেই রাতে নির্যাতিতার বাড়িতে থেকে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। রাতে নির্যাতিতার সাথে প্রসেনজিত শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হলে তার ভিডিও করেন সুদীপ্তা।

সেই ভিডিও দেখিয়ে সুদীপ্তা ও প্রসেনজিত নির্যাতিতার কাছ থেকে ২০ লক্ষ টাকা নেন, এছাড়া সোনার গহনাও নেন বলে অভিযোগ। ২০ লক্ষ টাকা দেওয়ার পরেও ফের ব্ল্যাকমেল করে টাকা চাওয়ায় নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশের দারস্থ হন নির্যাতিতা। ঘটনার তদন্তে নেমে দুজনকেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সন্দেশখালি চক্রে কেন দ্রুত শুনানির সন্ধানে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকরা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ একমাস অতিক্রান্ত। এখনও বেপাত্তা সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ। এরই মাঝে গোপন ডেরা থেকেই নিজের আগাম জামিনের আবেদন করেছেন শাহজাহান। ইডির ভূমিকা নিয়ে আদালতে প্রশ্নও তুলেছেন ফেরার তৃণমূল নেতার আইনজীবী। ইডির দাবি, অন্তরালে থেকেই পেপারওয়ার্ক করে যাচ্ছেন শাহজাহান। তাই দ্রুত শাহজাহান মামলার শুনানির আর্জি জানিয়ে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের এজলাসে আবেদন জানাল ইডি।ইডি-র বক্তব্য ছিল, রাজ্য পুলিশ আগে একাধিক মামলায় সিবিআইয়ের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছে। এক্ষেত্রেও সেই আশঙ্কা রয়েছে তাই তদন্তভার দেওয়া হোক, শুধুমাত্র সিবিআইয়ের হাতে। কিন্তু সেই মামলা বেশ কয়েকদিন ধরে তালিকায় থাকলেও শুনানি হচ্ছে না। এদিন ইডির তরফে আইনজীবী ফের প্রধান বিচারপতিকে জানান, ১২ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর বেঞ্চে প্রাথমিক রিপোর্ট দেওয়ার কথা। কিন্তু তদন্ত থমকে রয়েছে। দ্রুত শুনানি করা হোক মামলার। প্রধান বিচারপতি আশ্বাস দিয়েছেন আগামীকাল তিনি মামলাটি শুনবেন।রেশন দুর্নীতিতে সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় তৃণমূল নেতা শেখ শাহাজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। প্রথম দিন শেখ শাহজাহানের বাড়ির দরজার তালা ভাঙার সময়ে বেনজির ঘটনার সাক্ষী থাকে বাংলা। হাজার হাজার গ্রামবাসী ইডি আধিকারিকদের দিকে সেদিন তেড়ে এসেছিলেন। ইট, লোহার রড, বাঁশ দিয়ে হামলা চালিয়েছিলেন। মাথা ফেটেছিল ২ ইডি আধিকারিকের। আক্রান্ত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও। রীতিমতো কলাবাগান দিয়ে দৌড়ে পালাতে হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ও ইডি আধিকারিকদের। সেদিন সেসময়ে ঘটনাস্থল থেকে ইডি আধিকারিকদের ল্যাপটপ খোয়া গিয়েছিল। সন্দেশখালির সেই মামলার দ্রুত শুনানি চায় ইডি।

পাগলা কুকুরের আতঙ্কে জেরবার হাওড়ার বেলেপ্রতাপপুরের বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ পাগলা কুকুরের আতঙ্কে জেরবার হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের বেলেপ্রতাপপুরের বাসিন্দারা। অভিযোগ, শুধু একদিনেই কুকুরের কামড়ে জখম হয়েছেন কমবেশি ১৬ জন। বুধবার ঘটনাটি ঘটে জগৎবল্লভপুরের বেলেপ্রতাপপুর এলাকায়। এই ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাস্তার একটি পাগলা কুকুর গত কয়েকদিন ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের কামড়াচ্ছে। এদিন সকাল থেকে ওই কুকুরের কামড়ে ১৬ জন জখম হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ৮ জনকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতার বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে। সেখানে তারা চিকিৎসাধীন।

এদিন বিকেল থেকে হঠাৎই ওই কুকুরটি এলাকার ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে অঅন্যান্যদের কামড়ায়। গ্রামবাসীরা আহত ৮ জনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জগৎবল্লভপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাদের জগৎবল্লভপুর গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসক কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। এই ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার মানুষ।

পুলিশের তৎপরতায় ঘুটিয়ারী শরিফ থেকে ১৫ লক্ষ টাকার হেরোইন সহ ধৃত এক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘুটিয়ারী শরিফ, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ পুলিশের তৎপরতায় বারুইপুর পুলিশ জেলার ঘুটিয়ারী শরীফ থেকে ১৫ লক্ষ টাকার হেরোইন সহ গ্রেফতার ১।পুলিশ সূত্রে জানা গেল, ঘুটিয়ারিশরীফ থেকে ৩৮৭ গ্রাম হিরোইন সহ গ্রেপ্তার এক। উদ্ধার হওয়া হিরোইনের বাজার মূল্য ১৫ লক্ষের বেশি টাকা বলে দাবী পুলিশের। সোমবার রাত্রি আটটা নাগাদ ঘুটিয়ারি শরীফ ফাঁড়ির অন্তর্গত ঘুটিয়ারি বাজারে এলাকা থেকে আরমান শেখ নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। এসডিপিও ক্যানিং দিবাকর দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী সন্ধ্যে থেকেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এলাকায় সাদা পোশাকে নজরদারি

করছিল। অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়ে আরমান। ধৃতকে ছয় দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন চেয়ে মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে তোলা হয়। এই হেরোইন কারবারের সাথে আরো কে বা কারা জড়িত রয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে ঘুটিয়ারিশরীফ ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতকে নিজের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ। যদিও আরমানের দাবি তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে।

অনেকেই মুক্ত বিশ্ব বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করছেন ঃ অখিল গিরি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যে সংশোধনাগারে কয়েদিদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহ বাড়ছে। অনেকেই মুক্ত বিশ্ব বিদ্যালয় ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করছেন বলে কারা মন্ত্রী অখিল গিরি জানিয়েছেন। এদিন বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে বিজেপি বিধায়ক বিশ্বনাথ কারকের প্রশ্নের উত্তরে কারামন্ত্রী জানান, রাজ্যের কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারগুলির যে আবাসিকরা পড়াশোনায় আগ্রহী, তাঁদের ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারকে আঞ্চলিক পরীক্ষাকেন্দ্র নির্বাচন করা হয়েছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, সংশোধনাগারে ২ জন আবাসিক স্নাতকোত্তর কোর্সের জন্য ভর্তি হয়েছিলেন। দু'জনেই পাশ করেছেন। এর পাশাপাশি স্নাতক স্তরে ভর্তি হয়েছিলেন ১১ জন

আবাসিক। তাঁদের মধ্যে ২ জন পাশ করে গিয়েছেন। বাকিদের মধ্যে ৮ জনের রেজাল্ট এখনও প্রকাশিত হয়নি। সার্টিফিকেট পাঠ্যক্রমেও অনেক আবাসিক ভর্তি হয়েছেন। এরকম ৪৪ জন আবাসিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ১৪ জন পরীক্ষার্থী ইতিমধ্যেই পাশ করে গিয়েছেন। বাকি ৩০ জন হয় ইতিমধ্যেই সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পেয়ে গিয়েছেন, কিংবা তাঁদের রেজাল্ট এখনও প্রকাশ হয়নি। সাম্প্রতিককালে জেলবন্দি আবাসিকদের মধ্যে পড়াশোনা এবং সংশোধনাগার থেকে মুক্তির পর নিজেদের জীবিকা নির্বাহের প্রসঙ্গে আগ্রহ অনেকটা বেড়েছে। আবাসিকদের কম্পিউটার শিক্ষার দিকেও আগ্রহ চোখে পড়ছে বলে কারা মন্ত্রী জানিয়েছেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৬৮ সংখ্যা, বুধবার, ২৩ মাঘ ১৪৩০

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ ব্যক্তিত্ব হিসাবে জওহরকে গড়ে তুললেন মতিলাল

রবীন্দ্র কুমার শীল

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু'র কথা বলতে গেলে মহাত্মা গান্ধি এবং সুভাষ চন্দ্র বোসের কথা এসে পড়বে। তবে পণ্ডিত নেহরু পিতা মতিলাল নেহরু ইচ্ছা ছিল তাঁর ছেলে একজন দেশ নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত লাভ করুক। গান্ধিজি জওহর লাল নেহরুকে বেশি পচ্ছন্দ করতেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তাঁর পিতা মতিলাল নেহরু গান্ধিজিকে খুবই পচ্ছন্দ করতেন এবং গান্ধিজির চলার পথকে তিনি অনুসরণ করার চেষ্টা করে গিয়েছেন আজীবন। পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৪ নভেম্বর ১৮৮৯ সালে মীরগঞ্জের ৭৭ নম্বর বাড়িতে। এটা এলাহাবাদের কাছেই অবস্থিত ছিল। এলাহাবাদ তখন যুক্ত প্রদেশের অধীন। একন উত্তরপ্রদেশের অধীন। প্রয়াগ এর সহেগ যুক্ত থেকে এই স্থানটিকে একেবারে মহিমাময় করে ফেলেছে। জওহরলালের পিতা মতিলাল নেহরু (১৮৬১-১৯৩১) তখন সিটি কোর্টের আইনজীবী ছিলেন। মাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বসবাস করতেন। এমনকী সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীও থাকতেন। তাঁর প্রথম স্ত্রী একটি সন্তানের জন্ম দিয়ে প্রয়াত হয়েছিলেন। তাঁর ভাই নন্দলাল এই পরিবারকে বড় করে তোলার চেষ্টা করেন। ১৮৫৭ সালে তাঁদের পিতা গঙ্গা ধর (১৮২৭-১৮৬১) দিল্লিতে চলে এসেছিলেন স্ত্রী, কন্যা এবং দুই পুত্র সন্তান বংশী ধর এবং নন্দ লালকে সঙ্গে নিয়ে। তখন মতিলালের জন্ম হয়নি। ৩৪ বছর বয়সে পিতা গঙ্গা ধর প্রয়াত হওয়ার সময়ে বংশী ধরের বয়স ছিল ১৯ এবং নন্দ লালের বয়স ছিল ১৬। মতিলাল জন্ম গ্রহণ করেন পিতার মৃত্যুর চার মাস পড়ে। গঙ্গা ধরের স্ত্রী তখন এলাকায় জিয়ামাজি বলে পরিচিত ছিলেন। পার্শি কবিতার ওপরে তাঁর খুব দখল ছিল। তিনি একেবারে ভেঙে পড়েননি। সংসারটাকে আগলে রেখে দিয়েছিলেন। বংশী ধর পরে আইন সংক্রান্ত কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে তিনি সংসারে সঙ্গ ত্যাগ করেন। নিজের পথ ধরে চলতে থাকেন। তিনি আবার জ্যোতিষচর্চায় বিশ্বাসী ছিলেন। পরে তিনি হিমাচল প্রদেশে বসবাস করতে থাকেন। নন্দ লাল সংসার দেখাশুনা করতে শুরু করলেন। তাঁদের মাকে সহযোগিতা করতে থাকেন। রাজপুতানার ক্ষেত্রী রাজ্যে দেওয়ান হয়েছিলেন। পরে তিনি আগ্রা আদালতের আইনজীবী হন। তারপরে এলাহাবাদে হাইকোর্টে আইনী কাজ করতে চলে আসলে সেখানে তিনি চলে আসেন। গঙ্গা ধরের পূর্ব পুরুষ কাশ্মীরের ব্রিজ বিহারা বসবাস করতো। তখন তারা কাউলা বলে সবার কাছে পরিচিত ছিল। কাউলা শব্দের অর্থ হল শক্তি। শক্তির দেবতা। তাঁর ঠাকুরদা রাজ কাউলা দিল্লিতে বসবাস করতেন যখন সম্রাট ফারুকশাহ (১৭১৬) ছিলেন সেই সময়ে একটি খালের কাছে জমি পেয়েছিলেন। তখন সেই খালকে 'নের' বলা হতো। তারপর থেকে স্থানীয় বসবাসকারীরা এই পরিবারকে 'নেহরু' বলতে শুরু করে। 'নের' শব্দ থেকেই 'নেহরু' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে গঙ্গা ধর ছিলেন কোতোয়াল দিল্লির। তখন ভারতের সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই সময়ে কাজী ফাইজুল্লাস, মুইনুদ্দিন হাসান খান, সৈয়দ মুবারক শাহ কোতোয়ালে কাজ করতে শুরু করে ছিলেন একের পর এক নিযুক্ত হয়ে। কেউ কিন্তু অশান্তিকে দমন করতে পারছিলেন না। গঙ্গা ধর খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি মোঘল কোর্টে চাপরাশি বা হাজিরাদার নিযুক্ত হন। স্বাধীনতার পরে রাম মনোহর লোহিয়া বলেছিলেন যে গঙ্গা ধরের সঙ্গে তাদের পরিবারের পরিচয় ছিল। গঙ্গা ধর দিল্লি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তার কারণ রয়েছে। মোঘল কোর্ট তখন বলতে গেলে অশান্ত। সম্রাট বাহাদুর শাহ এর প্রধানমন্ত্রী আহসানউল্লাহ খান এবং পচ্ছন্দের রানী জিনাত মহল রিটিসদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে শুরু করে গোপনে নিজেদের স্বার্থকে রক্ষা করতে। গঙ্গা ধরকে তাদের কাজে ঘুটি হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করে দিতেই তিনি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। মতিলাল নেহরু তারপরে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। আইনজীবী থেকে শুরু করে তিনি রাজনীতিবিদ হয়ে সক্ষম হয়েছিলেন। নন্দ লাল ভালো আইনজীবী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। মীরগঞ্জে বসবাস করার সময়ে মতিলাল খুবই শারীরিক দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তাঁর প্রথম বিবাহ হয়েছিল একটি জাশ্মীর মহিলার সঙ্গে তখন তিনি ওকালতি পরীক্ষায় ভালো ফল করেছিলেন ১৮৮৩ সালে। তারপরে তাঁর প্রথম স্ত্রী মারা গিয়েছিল একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়ে। তাঁর দ্বিতীয়

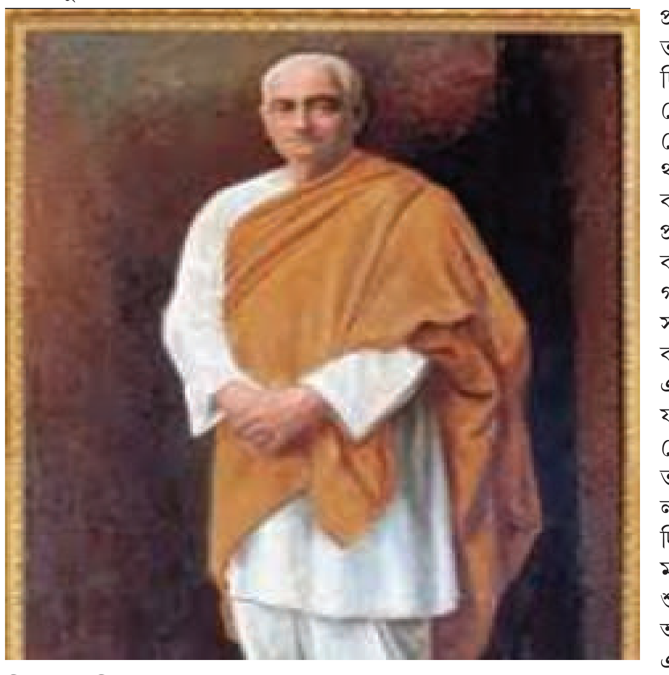

স্ত্রী স্বরূপরানী যার পারিবারিক ডাক নাম ছিল 'থুস্সু' তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মা। মুন্সী মুবারক আলি একজন মুসলমান ভদ্রালোক যিনি বাদাউন অঞ্চলের অভিজাত পরিবারের ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দুই ঘোড়ার গাড়ি করে প্রমোদ ভ্রমণ করতেন মীরগঞ্জ এলাকায়। আলি জওহরলালকে খুবই পচ্ছন্দ করতেন এবং তিনি ছিলেন পণ্ডিত নেহরুর দ্বিতীয় পিতা। তাঁর কাছ থেকেও পিতার মতো আচরণ এবং স্নেহ লাভ করেছেন। নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে মুবারক আলি তাঁকে আরব্য রজনীর গল্পগুলি শোনাতেন। ছোটবেলাকার দেখা মুন্সিজির স্মৃতিকে তিনি মনে ধরে রেখে পেরেছিলেন। ১৯০৫ সালে ২০ অক্টোবর মতিলাল নেহরু তাঁর ছেলে জওহরলাল যখন বিলাতের হ্যারো স্কুলের ছাত্র তখন তিনি লিখছেন যে তিনি চান তাঁর সন্তান একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি রূপে পরিগণিত হোক এবং মাথার উচ্চতা আকাশকে স্পর্শ করুক। জওহরলাল পিতার চিন্তার চেয়ে উঁচু স্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মতিলাল বিশ্বাস করতেন যে জনগণ তাঁর সন্তান জওহরলালকে প্রতিষ্ঠিত করবে। ১৮৮৩ সালে কানপুর জেলা কোর্টে মতিলাল আইনীজীবন শুরু করলেন উকিল পরীক্ষায় অধারণ দক্ষতা দেখিয়ে। এই আইনী ব্যবসায় তিনি বেশ ভাগ্যবান ছিলেন। তাঁর হাতে মামলা এলে সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে পারতেন এবং কোনও মক্কেলকে অসুবিধায় পড়তে হতো না। তার ফলে তাঁর আইনী ব্যবসার প্রসার ঘটতে থাকে। তিনি একটি মাদ্রাসা স্কুলে পড়ে শিক্ষা জীবন শুরু করেছিলেন। তারপরে আগ্রার একটি খ্রিস্টান স্কুলে ভর্তি হন। তারপরে তিনি এলাহাবাদ মুইর সেন্ট্রাল কলেজে স্নাতক ক্লাসে ভর্তি হন। সেখানে তিনি অর্ধেক ক্লাস করে কোনও সার্টিফিকেট না নিয়ে চলে আসেন। তারপরে তিনি কানপুর আদালতে আইনজীবী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমাজের বহু ব্যক্তিরা এবং প্রতিষ্ঠিত মহিলারা তাঁর প্রতি আকর্ষিত হতে দেখা গিয়েছে। তারপরে তিনি লাহোরে কাশ্মীরী পরিবারের একজন মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। সেই প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে তিনি আবার দ্বিতীয় বিবাহ করেন স্বরূপরানিকে (১৮৬৮-১৯৩৮) যিনি কাশ্মীর ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা ছিলেন। কাশ্মীরীদের সঙ্গে মতিলালের সময় থেকে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হতে দেখা যায়। সেই কারণে ভারতের রাজনীতিতে কাশ্মীরের ওপরে জওহরলাল নেহরুর একটি আবেগ কাজ করে গিয়েছে। যার ফলে কাশ্মীরের ব্যাপারে কোনও কড়া বা কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নারাজ ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। কাশ্মীরকে ভারতের মধ্যে রেখে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদাপূর্ণ রাজ্যে পরিণত করার প্রবল ইচ্ছা পোষন করতেন নেহরু তা তাঁর প্রতিটি পদক্ষেফের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। সেখানে পাকিস্তান নাক গলালেও কেন পণ্ডিত নেহরু নিরব হয়ে থাকতেন তার কারণ কেউ বিশ্লেষণ করতে পারেনি। নেহরুর কাশ্মীরের প্রতি দুর্বলাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান কাশ্মীরের ব্যাপারে অযথা নাক গলিয়েছে যার ফ.লে কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়নি। আজকে কাশ্মীরের ভুকৌশলগত রাজনীতি একটি বিশাল সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদিও তার আংশিক সমাধান করতে পেরেছে বর্তমান বিজেপি সরকার। তব সম্পূর্ণ সমাধান করতে বেশ সময় লাগবে বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা। মতিলাল ১৮৮৬ সালে ভাইয়ের কথা শুনে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আইনজীবী হিসাবে যোগদান করেন এবং এলাহাবাদে বসবাস করতে থাকেন। ঠিক সেই সময় তাঁর ভাই নন্দলাল প্রয়াত হলেন। তার ফলে পরিবারের সমস্ত দায়দায়িত্ব এসে পড়ে মতিলালের কাঁধে। মতিলাল নেহরুর মানসিক ছিল প্রবল। তিনি সমস্যার সঙ্গে লড়াই করতে ভয় পেতেন না। যার ফলে তিনি সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে তাকে সামাল দিতে পেরেছিলেন। তাঁর মানসিকতাটাই ছিল অভিজাত। তার ফলে উচ্চ সমাজের তাঁর অবাধ মেলামেশা বজায় ছিল। আইনী কাজে তিনি ভালো দক্ষতা ছিল। বিশেষ করে আদালতের আবেদন লেখা থেকে শুরু করে অভিযুক্তিদের জেরা করে আসল সত্যকে প্রকাশ করতে সক্ষম ছিলেন। বেশির ভাগ মামলায় তিনি জয়ী হতেন তাঁর সাওয়াল দিয়ে। পণ্ডিত নেহরুর দ্বিতীয় পিতা মুন্সি মুবারক আলি যেভাবে শান্ত হয়ে কথা বলা থেকে শুরু করে অপরজনের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার প্রকাশ করার প্রশিক্ষণ তাঁকে ছোটবেলায় দিয়ে গিয়েছিলেন তাকেই মতিলালের জীবনে পাথেয় করে জয়কে সুনিশ্চিত করে ফেলেছিল। মুন্সি আলি মতিলালের জীবনে গুরত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠেছিলেন। শুধু তাঁর জীবনে নয়, পণ্ডিত জওহরলালের জীবনকে গড়ে তোলার পিছনে আলির অকৃত্রিম অবদান রয়েছে। মতিলাল তাঁর সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করে তিনি এলাহাবাদের সম্পদশালী ব্যক্তিতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে মতিলাল এবং তাঁর পুত্র পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন এই ভদ্র ব্যবহারকে সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করে। মীরগঞ্জ থেকে বসতবাড়ি পরিবর্তন করলেন যখন মতিলালের পুত্রের বয়স মাত্র তিন বছর। এলাহাবাদের সিভিল লাইনে আলফ্রেড পার্কে (বর্তমানে চন্দ্রশেখর আজাদ পার্ক) এর পাশে ৯ নম্বর এলগিন রোডের একটি বাংলো ক্রয় করলেন। সেই রাস্তাটি এখন লালবাহাদুর শাস্ত্রী রোড নামে খ্যাত যিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ১৯৬৪ সালে পণ্ডিত নেহরুর পরলোকগমনের পরে। দুই তলা বিশিষ্ট এই বাংলোয় পণ্ডিত নেহরুর জীবনের অর্ধেক কাল কেটে গিয়েছিল। ১৯৩১ সালে এই বাংলোকে ভেঙে ফেলে এলাহাবাদ পুরসভা রাস্তা তৈরি করার জন্য। সেই সময়ে মতিলাল একটি বাড়ি কিনেছিলেন। তারপরে তিনি ১৮ বিঘার ওপরে একটি বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করলেন ১ চার্চ রোডে। মোরদাবাদের রাজা জয়কৃষ্ণ দাসের ছেলে কুনওয়ার পরমানন্দ এই বাড়ির মালিক ছিলেন। তিনি মতিলালের আইনী বন্ধু ছিলেন। (ক্রমশ)

(তথ্যসূচিঃ 'রাইভালরি দ্যাট কস্ট অব ইণ্ডিয়া', ডক্টর তপন চট্টোপাধ্যায়, এইচপি হ্যামিলটন লিমিটেড)

যুদ্ধবাজরা চুপ করে নেই

যুদ্ধবাজরা চুপ করে বসে নেই। তারা এখন রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ বেশ খানিকটা থমকে যাওয়ার ফলে অন্য দিকের তাকাতে শুরু করে দিয়েছে। চেষ্টা করছে দক্ষিণ এশিয়াতে যদি যুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কানাডার সঙ্গে ভারতের উত্তাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। এদিকে মলদ্বীপের সঙ্গে ভারতের সদ্ভাব নেই। সেখানে চিন ভাগ বসাতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের ওপরে চিন নজর রাখতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের ওপরে চিন ছড়ি ঘোরাতে পারলে অতি সহজেই ভারতের মধ্যে প্রবেশ করে যেতে পারে চিন সেনারা। অরুণাচল প্রদেশে যেমন লুকিয়ে চিন সেনারা প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। যদিও তাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে ভারতীয় সেনারা। নেপালের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইন্ধন জুগিয়েছিল চিন। সেখানকার রাজারা ভারতের পক্ষে ছিলেন বলেই চিন গোপনে চিনাপন্থী দল তৈরি করে ফেলেছিল নেপালে। চিন এখন আর সরাসরি কোনও দেশ দখল করছে না। তারা দেশকে অধিকার করছে এবং সেখানে তাদের মনোপুত একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করে পরোক্ষভাবে ক্ষমতা ভোগ দখল করতে শুরু করেছে। ভারতকে বহুবার চিন দখল করা চেষ্টা করেছিল। সেটা সফল হয়নি। সেই কারণে চিন এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ভারতকে দখল না করে তার চারদিকে চিনের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করতে থাকবে। তিব্বত অধিকার করে নেওয়ার পরে এশিয়ার দিকে হাত বাড়াতে শুরু করে দিয়েছে। রাকিস্তান চিনের পক্ষে রয়েছে। ফলে চিনের এই দিকে চিনের কোনও অসুবিধা নয়। পাকিস্তান চিনকে কাশ্মীরের একটি ছোট অংশ দেওয়ার ফলে চিন এখন কাশ্মীরের রাজনীতিতে নাক গলাতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে ভারতের কাশ্মীর নীতিটা শুধু মাত্র পাকিস্তানের ওপরে নির্ভর করছে না। চিনও সেখানে উপস্থিত হচ্ছে। যদিও ভারত চিনের আর্থিক করিডর তৈরি করতে আপত্তি করেছে। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বললেও চিন কিন্তু আর্থিক করিডর তৈরি করা থেকে থেমে যায়নি। সেখানে চিনা সেনারা উপস্থিত হয়ে যাতে ভারতের কোনও রকম ঝামেলা না তৈরি করতে পারে। ভারতকে নিয়ে সবার মাথা ব্যথা। কেউ ভারতকে সহ্য করতে পারছে না। এদিকে ভারতের রাজনৈতিক দলের মধ্যে জাতীয়তাবোধের মনোভাব নেই। চিন আক্রমণ করলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা ভারতের তৎকালীন সরকারকে এর জন্য দায়ী করেছিল। তারা বলেছিল যে বর্তমান সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে চিনকে আক্রমণ করতে উস্কে দিয়েছিল। তার ফলে সেই সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বেশ খানিকটা ক্ষুব্দ হয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির ওপরে। রাশিয়া চিন আক্রমণের কোনও নিন্দা করেনি। তারা চুপ করে বসেছিল। এদিকে চিন রাশিয়ার সঙ্গে জোরদার মৈত্রী করে আমেরিকার দিকে বন্ধুত্ব করতে হাত প্রসারিত করেছে। বিশ্বের দুই সামরিক শক্তিশালী দেশকে পকেটস্থ করে চিন তার আগ্রাসন নীতি বজায় রাখতে শুরু করবে বলে মনে করতে শুরু করেছে। যুদ্ধবাজরা চুপ করে বসে নেই। তারা ফাঁক তৈরি করার চেষ্টা করছে যাতে করে আর একটি যুদ্ধ এলাকা তৈরি করা যেতে পারে। তবেই বিশ্ব যুদ্ধ ক্রান্ত হবে এবং তবেই ব্যবসা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। জ্বালানি থেকে শুরু করে খাদ্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাশাপাশি চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। মরবে সাধারণ মানুষ। করোনাতে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সাধারণ নাগরিকেরা মারা গিয়েছিল। এবারে যুদ্ধ শুরু হলে সেখানে মারা পড়বে সাধারণ মানুষ। লাভ হবে ব্যবসায়ীদের। তারা টাকার পাহাড় তৈরি করতে থাকবে। বিশ্ব জুড়ে সন্ত্রাস বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তারাও গোপন পরিকল্পনা তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। যুদ্ধবাজদের কৌশল সফল হবে। রাজনৈতিক সন্ত্রাস থেকে শুরু করে জঙ্গি সন্ত্রাস ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে ভারতের জনগণ তার মধ্যে জড়িয়ে পড়বে। সামনে লোকসভার নির্বাচন। এখন সতর্ক হয়ে থাকা উচিত সবার।

ইউক্রেন যুদ্ধ ও পরিবেশ

রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হও.ার ফলে বিশ্ব পরিবেশ ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে পড়তে শুরু করেছে। তার ওপরে এসে পড়েছে হামাস ইজরায়েল যুদ্ধ। এই যুদ্ধগুলি শুরু হওয়ার ফলে বিশ্বের সব দেশ সঙ্কটে ভুগতে শুরু করে দিয়েছে। করোনা সংক্রমণ থেকে বের হয়ে যে যখন বিশ্বের পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক হতে শুরু করে দিয়েছিল তখন দেখা দিল রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ। তারপরই দেখা গেল হামাস ইজরায়েল যুদ্ধ। এর ফলে বিশ্ব পরিবেশ ক্রমশ বিষাক্ত হতে শুরু করেছে। যুদ্ধবাজরা চিন্তা করতে শুরু করেছে আর একটি তৃতীয় ফ্রন্ট খুলতে। তাদের নজর এবারে এশিয়া। এটা যদি হয় তাহলে কিন্তু বিশ্বকে রক্ষা করাটা মুশকিল হবে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল। সেই ক্ষতিকে পূরণ করতে গিয়ে বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়। বহু দেশ আর্থিক দিক দিয়ে অগ্রসর হতে পারেনি। ধুঁকতে শুরু করে দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত এখনও শুকিয়ে যায়নি। তারপরে আবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে দুনিয়া। তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ কি তাহলে ইউক্রেন রুশ ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ দিয়ে শুরু হবে? তা নিয়ে সবাই প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। এদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জ যদি শক্তহাতে হাল না ধরে তাহলে কিন্তু বিশ্বের সমানে বড় বিপদ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া মুশকিল। কীভাবে যুদ্ধকে থামানো যায় তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ রাশিয়া ইউক্রেন এবং হামাস ইজরায়েল যুদ্ধ থামাতে পারছে না সেখানে যুদ্ধবাজ এরা একা কতখানি সফল হবে। সবাই তো অস্ত্র বিক্রি করা করতে চায়। আমেরিকান অস্ত্রের পরীক্ষাগার ছিল আফগানিস্তান। এবারে নিষিদ্ধ অস্ত্র পরীক্ষাগার ইউক্রেন, প্যালেস্টাইন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মা নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা সবার কছে থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

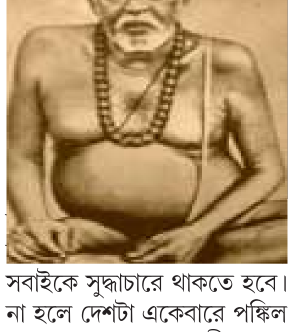

সবাইকে সুদ্ধাচার থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শক্তি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করতে হবে।

মলদ্বীপের ব্যাপারে ভারত এখন কোনও কড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে না বললেন বিদেশ মন্ত্রী

বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর এখনই মলদ্বীপ নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন না। তিনি এখনও সমঝোতার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছেন। তবে মলদ্বীপের প্রেসিডেন্টে মুইজ্জুর যেভাবে ভারত বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছেন তাতে তিনি দেশের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের সম্মুখীন। এবারে মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মুইজ্জুর বেজিং সফর করেছেন। তিনি চিন দেশের সফর করে পর্যটক চেয়েছেন। চিনা পযটক যদি মলদ্বীপে সফর করে তাহলে তাদের আর্থিক উন্নতি সাধন হতে পারে। এদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর ভারত গড়ার পদক্ষেপ থেকে সরে আসছেন না। তিনি লক্ষদ্বীপকে একটি পর্যটক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে ইজরায়েলের একটি বিজ্ঞানী দল সেই স্থান পরিদর্শন করেছেন। পানীয় দল পরিশুদ্ধ করতে একটি প্ল্যান্ট বসানোর করতে তারা সহযোগিতা করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে কোনও রাখঢাক না করে প্রেসিডেন্ট মুইজ্জুর সসেদ ঘোষণা করলেন ভারতীয় সেনাদের মার্চ মাসের মধ্যে মলদ্বীপ ত্যাগ করতে হবে। এদিকে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে এখনই মলদ্বীপ সম্পর্কে ভারত কোনও কড়া সিদ্ধান্তগ্রহণ করছে না। ধৈর্য হারাচ্ছে না। খুব ধীর গতিতে মলদ্বীপের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। মলদ্বীপের সঙ্গে ভারতে যেসব ব্যবসা ছিল তা চলতে থাকবে। সেখানে কোনও রকম বাধা থাকছে না। মলদ্বীপের সঙ্গে ভারত এখন কেনও কূটনৈতিক সম্পর্ক ত্যাগ করতে চায় না। বিদেশে মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন মলদ্বীপের ব্যাপারে ধীর শান্ত হয়ে চলবে। কোনও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। এ ব্যাপারে জয়শঙ্করে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে প্রত্যেক দেশের নিজস্ব রাজনীতি রয়েছে। সেই রাজনীতির ওপরে অবস্থান করে অনেক সময়ে বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করতে হয়। এটাই বাস্তব। এখন দেখতে হবে আমরা কীভাবে এর মোাদ্ধকবিলা করছি। চিন ভারতকে ঘিরে ফেলার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে তা দিকে ভারত লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছে। বেজিং মলদ্বীপকে এখন পরিচালনা করতে শুরু করেছে। আসলে চিন এখনপাহাড় ও সমুদ্র পথকে অধিকার করার চেষ্টা করছে। প্রতিটি দেশের সঙ্গে চিন বন্ধুত্ব পাতিয়ে সমুদ্র পথকে অধিকারে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগরে চিনা জাহাজ যাতে স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে চিন এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। সেই কারণে চিন এখন পাকিস্তান, বাংলাদেশ. নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কা, তাইওয়ান, এখন মলদ্বীপের ওপরে অধিকার বিস্তার করার চেষ্টা করছে। চিন এখন হিমালয় এবং সমুদ্র পথকে নিজের দখলে রাখার চেষ্টা করছে। তিব্বত নেওয়ার পর থেকেই চিন এই কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এদিকে শ্রীলঙ্কার বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে ভারতের যুদ্ধ সাবমেরিন আইএনএস কারাঞ্জ। এমন সময়ে শ্রীলঙ্কার এই সাবমেরিন ভারত

পাঠালো যখন মলদ্বীরে চিনের একটি গুপ্তচর জাহাজ এসে উপস্থিত হয়েছে। চিন এখন আকাশে গুপ্তচর বেলুন থেকে শুরু করে গুপ্তচর জাহাজ পাঠাতে শুরু করেছে। এই সব গুপ্তচর বেলুন এবং জাহাজগুলির লক্ষ্য হল প্রতিবেশী দেশগুলির সামরিক শক্তি খবর নেওয়া। এদিকে চিনের সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ভারত তার জন্য সেনা সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে এবং চিনের আগ্রাসন নীতির দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছে। চিনের মূল লক্ষ হল ভারতের অগ্রগতিকে একেবারে স্তব্ধ করে দেওয়া। এই সিদ্ধান্ত থেকে চিন একপাও পিছু হটতে রাজি নয়। ১০ মার্চের মধ্যে মলদ্বীপ থেকে ভারতকে নৌ সেনা সরিয়ে নিতে হবে। ভারত সেই সব দিকগুলি খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে। এদিকে লক্ষ দ্বীপে নৌ সামরিক ঘাঁটি করা যায় কিনা তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে ভারতের নৌ সেনা কর্তারা। তারা ইতিমধ্যে লক্ষদ্বীপ পরিদর্শন করেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। চিন যদি মলদ্বীপে অস্থায়ী বা স্থায়ী নৌ ঘাঁটি তৈরি করে তাহলে ভারত লক্ষদ্বীপে নৌ সেনা ঘাঁটি করতে উদ্যোগী হবে এটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে। তবে মলদ্বীপ এবং লক্ষদ্বীপ এলাকায় সামরিক উত্তেজনা যাতে বৃদ্ধি না পায় তার দিকে লক্ষ রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। এদিকে মলদ্বীপের বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা ভারত বিরোধী সিদ্ধান্তকে দেশ বিরোধী বলে আখ্যা দিতে শুরু করেছেন। তারা ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট মুইজ্জুর বিরুদ্ধে মিছিল থেকে শুরু করে জনসভা করতে শুরু করে দিয়েছে। যদিও সংসদে প্রেসিডেন্ট মুইজ্জুর বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ দেখা যায়নি। তবে এদিকে ভারত মলদ্বীপের ব্যাপারে হাত গুলিয়ে বসে নেই। ভারত মলদ্বীপের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছে এবং বৈদেশিক সম্পর্ক সঠিক করে রাখতে সমর্থ হয়েছে। লক্ষদ্বীপকে উন্নত করতে ভারত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আগামি দিনে লক্ষদ্বপীকে একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে ভারত গড়ে তোলার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে জানা গিয়েছে।

উপাসনাস্থল আইন পরিবর্তন করা উচিত

অযোধ্যার পরে এবারে কাশী এবং মথুরার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। ইতিমধ্যে কাশীতে জ্ঞানবাপী হিন্দুরা পুজো আরতি আর্চনা করতে পারবে বলে আদালত সিদ্ধান্ত দিয়েছে। তার ফলে শুরু হয়ে গিয়েছে সেখানে আরতি। তবে কারোর সঙ্গে বিরোধ করে নয়। সহবস্থানের মধ্যে ধর্ম্মের আচার পালন করতে শুরু করে দিয়েছে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা। এদিকে জানতে পারা গিয়েছে যে উপাসনা স্থল ১৯৯১ সালের আইন প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেই আইন তুলে দেওয়ার দাবি উঠতে শুরু করে দিয়েছে। সংসদে বিজেপি সাংসদেরা দাবি করতে শুরু করেছেন। মথুরা শাহ ইদগা সরানোর দাবি উঠতে শুরু করেছে। ঔরঙ্গজেব এই সব মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ তৈরি করে ছিলেন বলে বলতে শুরু করে দিয়েছে বহু লোকেরা। এদিকে জানতে পারা গিয়েছে যে অযাধ্যা এবং বাবরি মসজিদ মামলার সময়ে আইন করে বলা হয়েছিল যে কোনও ধর্মীয় স্থানের চরিত্রকে বদল করা যাবে না। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা সময়ে যে রকম ছিল তাই থাকবে। তার কোনও পরিবর্তন করা চলবে না। তবে একমাত্র অযোধ্যার রাম জন্মভূমি বাবরি মসজিদকে এর বাইরে রাখা হয়েছিল। উত্তর প্রদেশের বিজেপি সাংসদ হরনাথ যাদব দাবি করেছেন যে এই আইন তুলে দেওয়া হোক। এই আইন বৈষম্যমূলক। এতে অযৌক্তিকভাবে একটা বছর ঠিক করে দেওয়া হয়েছে যার ফলে আর কিছুই বদল করা যাবে না। এর ফলে হিন্দু জৈন বৌদ্ধরা বঞ্চিত হতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ শতাব্দী রায় বলেছেন যে বিজেপি সরকার এসে সব কিছুই পরিবর্তন করে দিচ্ছে। রাজনৈতিক ইতিহাসকে দুষতে শুরু করে দিয়েছে। ইতিহাসকে একেবারে বদলতে দিতে শুরু করে দিয়েছে সরকার। সব নাম বদলে দিতে শুরু করেছে। এমন একটি সময় আসবে যখন মোদি সরকারের নাম মুছে দেবে সবাই। এদিকেবিজেপি দলের নেতারা বলতে শুরু করেছেন রাম মন্দির মোদি নিজের একার জন্য তৈরি করেননি। তিনি রাম মন্দির নির্মাণ করেছেন সবার জন্য। রাম মন্দির মোদির ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। যখন ঔরঙ্গদেব হিন্দুদের ওপরে অত্যাচার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তখন শতাব্দী রায় কোথায় ছিলেন? তিনি তো একনও বিশ্বাস করতে চান না ভারতের মোঘল সম্রাটরা হিন্দুদের ওপরে অত্যাচার করেছেন। তিনি মনে করেন যে মোঘলরা হিন্দুদের ওপরে বিশ্বাস করেছিলেন। ভারতে ইসলাম ধর্মের কোনও প্রভাব ছিল না। বৈদিক ধর্মের পর হিন্দু ধর্ম বিরাজ করতে শুরু করেছিল। ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রসার হতে শুরু করেছে জোর করে ধর্মান্তরিত করার মধ্যে দিয়ে। কেউ কেউ আবার হিন্দুদের অত্যাচারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। হিন্দু মন্দিরগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছে

হেরিটেজ কথা ঃ ভারতের ঐতিহ্য

ভারতের যেসব প্রাচীন স্থাপত্য রয়েছে তার প্রত্নতত্ত্ব বিচার করে ইউনেস্কো সেগুলিকে হেরিটেজ তকমা দিতে শুরু করেছে। প্রথম স্থানে রয়েছে তাজমহল, এটি আগ্রায় অবস্থিত। দ্বিতীয় স্থানে আছে খাজুরাহো। মধ্য প্রদেশে গুহাচিত্র। তিন নম্বরে রয়েছে হাম্পি। এটি কর্ণাটকে অবস্থিত। চার নম্বরে রয়েছে অজন্তা গুহা। এটি মহারাষ্ট্রে অবস্থিত। পাঁচ নম্বরে আছে ইলোরা গুহা চিত্র।

এটি মহারাস্ট্রে অবস্থিত। ছয় নম্বরে আছে বোধগয়া। এটি বিহারে অবস্থিত। সাত নম্বরে আছে সূর্য মন্দির। কোনারক মন্দির। এটি ওড়িশাতে অবস্থিত। আট নম্বরে রয়েছে রেড ফোর্ট বা লাল কেল্লা। এটি নয়াদিল্লিতে অবস্থিত। নয় নম্বরে রয়েছে সাঁচি স্তুপ। এটি মধ্য প্রদেশে অবস্থিত। দশ নম্বরে আছে চোল মন্দির। এটি তামিলনাড়ুতে অবস্থিত। এরপরে রয়েছে কিজিরাঙ্গা, মহাবলীপুরম, সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান, হুমায়ুনের সমাধি, যন্তরমন্তর প্রভৃতি।

চিঠিপত্র ঃ রক্তদান বৈষম্য দূর করে

বিশ্ব দানের মধ্যে দিয়ে সামাজিক বৈষম্য দূর করা য়েতে পারে বলে বিশ্বাস করে সমাজবিদরা। তারা বলেছেন যত বেশি করে করে রক্তজান শিবির তৈরি হবে ততই সামাজিক এবং তাজিগত ভেদাবেধ দূর হতে থাকবে। সব ধর্মের মানুষ এক স্থানে উপস্থিত হয়ে মানব জীবন রক্ষায় ব্রতী হবে। রক্তের গ্রুপ আবিস্কার থেকে শুরু করে তার সংরক্ষণ সমস্ত কাজের নির্মাতা ছিলেন কার্ল ল্যাণ্ডস্টেইনার। তিনিই একমাত্র পুরুষ যিনি রক্তদান নিয়ে কাজ করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন ১৯৩০ সালে। তারপর থেকেই তাঁর জন্মদিনেই পালিত হচ্ছে সারা বিশ্ব জুড়ে রক্তদাতা দিবস হিসাবে। তবে এখনও পর্যন্ত রক্ত দেওয়া এবং নেওয়া নিয়ে কিছু কিছু সামাজিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এখনও বহু আদিবাসী সমাজ রক্তদান এবং রক্ত গ্রহণ করাকে মানসিকভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। তবে সাফল্য এসেছে বহু বন্ধুর পথকে অতিক্রম করে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে রক্ত এখন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পথ। মানুষের চিকিৎসা করতে গিয়ে রক্তের পরিমান যদি কম হয় তাহলে চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে রোগীকে রক্ত দিতে হবে। রক্তের কোনও জাত নেই। বর্ণ নেই। ধর্ম নেই। রক্ত বলতে পারবে না সে কোন জাতের রক্ত। রক্ত সবার প্রয়োজন। **সর্বানন্দ ভট্টাচার্য, বোলপুর, বীরভূম।**

এলাকাবাসীদের বিক্ষোভ, আটকে গেলো অমৃত ভারত রেল স্টেশনের কাজ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি স্টেশন অমৃত ভারত রেল প্রকল্পের অধীনে এসেছে। এই মুহূর্তে জলপাইগুড়ি স্টেশনের

রেল লাইন সম্প্রসারণের কাজ চলছে। শহরের ১ নং ঘুমটি সংলগ্ন ১০ নং ওয়ার্ড এলাকায় কিছু বাড়ি আছে যারা দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে রেল লাইন সংলগ্ন থাকে তাদের বাড়ির ড্রেনের জল ফেলে। প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের কাজের ফলে ওই খাল বন্ধ হয়ে গেছে। যার ফলে এলাকার প্রায় ৭০ টি পরিবারের নোংরা জল ওই খালে ফেলতে পারছে না। অভিযোগ কাজ শুরু হবার সময় তারা এই সমস্যা রেল দপ্তরকে জানিয়েছিল। কিন্তু আজও সেই সমস্যা না মেটায় আজ তারা কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে।ঘটনাস্থলে রেল পুলিশ ও রেলের আধিকারিকেরা গেলে তাদেরকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের সাফ বক্তব্য সমস্যা না মেটা পর্যন্ত কাজ বন্ধ থাকবে। এই বিষয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বোর্ড মেম্বার পার্থ রায় বলেন এই বিষয়টি আমার জানা নেই। অবশ্যই খোঁজ নিচ্ছি।এলাকাবাসীদের সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় তা অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে।

জল সমস্যা সমাধান করতে সৌর বিদ্যুৎ চালিত জল প্রকল্পের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নকশালবাড়ির নেহাল-দয়ারাম ও ঝাপুজোতে

গ্রামবাসীদের জল সমস্যা সমাধান করতে সৌর বিদ্যুৎ চালিত জল প্রকল্পের উদ্বোধন হল। সৌরচালিত পানীয় জলের উদ্বোধন করলেন মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ। এদিন জল খেয়ে জল প্রকল্পের সূচনা করেন মনিরাম প্রধান গৌতম ঘোষ ও উপপ্রধান রঞ্জন চিকবড়াইক। অনুমানিক ১১ লক্ষ টাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকায় দুই এলাকায় এই প্রকল্প। এই প্রকল্প সাধারণ মানুষের বিশুদ্ধ পানীয় জলের পরিষেবা প্রদান করবে বলে প্রধান জানান। মনিরামে এর আগেও ১০ টি সৌরচালিত পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। আরো ৬ টি প্রকল্পের কাজ চলছে। পরিশ্রুত পানীয় জল পেয়ে খুশি গ্রামবাসীরা।

জল সমস্যা, অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্ধমানের মেমারি এক নম্বর ব্লকের গোপগন্তার-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভের শামিল হলেন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাহাপপুর গ্রামের বাসিন্দারা। তাদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে ওই গ্রামে জলের সমস্যায় বারংবার পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বিভিন্ন মহলে জানিও কোন সুরাহা হয়নি। এক মাস আগে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এক মাসের মধ্যে টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা হবে । কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি এখনো পূরণ হয়নি। তাই অবিলম্বে বাহাবপুর গ্রামে পানীয় জলের বন্দোবস্ত করার দাবি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভে সামিল হন তারা।

পার্কিংয়ের জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন ক্যাটালগ নং : পার্ক-কেজিপি-২৪-০২ **তারিখ : ০২.০২.২০২৪**

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর ডিভিসন **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উল্লিখিতমতো **সুতেই বড়াগাঁও, টিকিয়াপাড়া, দেউলটি, সোরো, ভোগপুরে** ট্যু হুইলার পার্কিং এবং **দীঘা** রেলওয়ে স্টেশন পরিসরে মিশ্র পার্কিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন।

শ্রেণী	ক্যাটালগ নং	লটের সংখ্যা	অকশনের তারিখ	অকশন শুরুর সময়	অকশন বন্ধের তারিখ
দুই চাকা পার্কিং লট ও বাইক ভাড়া পরিষেবা সহ মিশ্র পার্কিং চুক্তি	পার্ক-কেজিপি-২৪-০২	০৬	১৯.০২.২৪	সকাল ১১টা	দুপুর ১২.২০

ইচ্ছুক পার্টি ও ঠিকাদাররা লক্ষ্য করবেন এবং ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সম্বন্ধিত বিস্তারিত বিবরণের জন্য উপরিল্লিখিত ওয়েবসাইট দেখবেন। কোনও জিজ্ঞাস্য/ স্পষ্টীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

(PR-1106) **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/খড়গপুর**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এনআইটি/০২/২৪/৭, তারিখঃ ০৫.০২.২০২৪। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত আইটেম সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; বিবরণ; ইএমডিঃ (১); ১০২৩২৪৮২বি;** লং লাইফ লোকো সাইড বাফার অ্যাসেম্বলী; ৬৫৯৩০ টাকা। **(২); ১২২৩৫৪১৬এ;** ট্র্যাক মেশিন স্পেয়ার্সের প্রাপ্যতা; ০ টাকা। **(৩); ১২২৩৫৪১৮;** ট্র্যাক মেশিন মেটিরিয়ালস্-এর প্রাপ্যতা; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২০.০২.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ১ থেকে ৩-এর জন্য)। **(৪); ০৮২৩১০২১;** পলিমাইড কভার্ড কপার কন্ডাক্টর ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৯৬৪৮০ টাকা। **(৫); ০৮২৩১০৯৬;** ওয়াটার রেজিং ৩-ফেজ ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৯৬১৮০ টাকা। **(৬); ১৫২৩৫০৯৪বি;** ইলেকট্রো ফিজিওলজি স্টাডি সিস্টেমের প্রাপ্যতা; ১৬০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২২.০২.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ৪ থেকে ৬-এর জন্য)। **(৭); ০৬২৩১৩২৪;** আইএসঃ ৬৬১২/১৯৭৯ অনুযায়ী অ্যাক্সল বক্স প্যাকিংয়ের জন্য ওয়েস্ট কটন হোয়াইট আনটিজড্-এর প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ৭১৯৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৩.০২.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৮); ২১২৩১০৫৭এ;** হাই ক্যাপাসিটি ড্রাফট্ গিয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট ইত্যাদি; ৯৫৬৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৬.০২.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৯); ১১২৩১১৪৭;** চ্যানেল প্রেসড্ ১৩৯x৫০x৫x২৫৫৫ লং ইত্যাদি; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৭.০২.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১০); ১০২৩১০৯৫;** ১/২" টি টাইপ এয়ার স্ট্রেনার ইত্যাদি ক্রয়; ১২৯৮২০ টাকা। **(১১); ১১২৩১৬১৬;** ফ্লেক্সিবল হোজ কানেকশন; ৫৫৫৬০ টাকা। **(১২); ১১২৩১৮৫১;** হেলথ্ ফসেটের প্রাপ্যতা; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৮.০২.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ১০ থেকে ১২-এর জন্য)। **(১৩); ০৮২৩১৬৩৩;** হ্যাচের জন্য প্যানেল ফিল্টারের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ৮১৮২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৯.০২.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৪); ১১২৩১১১০;** পুশ টাইপ ফ্লাশিং ভালভের প্রাপ্যতা; ৬৩৫৭০ টাকা। **(১৫); ২০২৩১০৭২এ;** এসকর্টস্ টাইপ ইভি ২০৮-৩ ভিটি, ১১০ ভোল্টস্ এসকর্ট পার্ট নং ৩এ ৮২৩৩৯ অথবা রোটেক্স পার্ট নং. ৩২৫৯ অথবা নর ব্রিমজ্ পার্ট নং. II ৮৬৪১৮/১১০ অনুযায়ী ইএমইউ-এর জন্য এসকর্টস্ ব্রেক ইক্যুইপমেন্টের ইপি ব্রেক ইউনিটের জন্য হোল্ডিং ম্যাগনেট ভালভ্; ১২১৯২০ টাকা। **(১৬); ২১২২১০২৩বি;** ক্যাসনাব ২২ ডব্লু বোগীর জন্য কাস্ট স্টিল বোলস্টারের জন্য বোলস্টার লাইনারের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ১৮৭৭৬০ টাকা। **(১৭); ২১২৪৫০০৪;** বি.জি. বিভিসিএম ওয়াগনের জন্য ফ্রিকশন ড্যাম্পিং অ্যারেঞ্জমেন্ট সহ ক্যাসনাব-২২ এইচএস কাস্ট স্টিল বোগীর প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ২০০০০০০ টাকা। **(১৮); ২২২৪৫০৫৬;** ইঞ্জে. র‍্যানিবিজুমাব ০.২৩ মিলি, ১০ এমজি/মিলি ভায়াল/পিএফএস; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০১.০৩.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ১৪ থেকে ১৮-এর জন্য)। **(১৯); ০৫২৩১১০০এ;** অয়েল শেল ডায়ালা ডিএক্স-এর প্রাপ্যতা; ৯৬২৪০ টাকা। **(২০); ০৮২৩১৬৭৮;** ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স মনিটরের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ০ টাকা। **(২১); ১০২৩১২১৪;** আর্মেচার শাফট্ ক্রয় ইত্যাদি; ১০২৫৪০ টাকা। **(২২); ২০২৪২১৪০;** ইএমইউ/এমইএমইউ মোটর কোচ, কেপিসি মেক এয়ার কম্প্রেশর টাইপ ৩এইচসি-৫৫, ৩৬ মাস ওভারহলিং কিট; ১৮১৯০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৪.০৩.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ১৯ থেকে ২২-এর জন্য)। **(২৩); ১০২৪১০৫৩;** ইলেকট্রো ভালভ্ এনার্জাইজড্ ইন লোকো ইত্যাদি; ৭৮৮৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৬.০৩.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৪); ১৫২৩৫১৭২;** অ্যানেক্সার/এইচডিটিএল/কেপিএ (রেফারেন্স স্পেসি নং. সিওএফএমওডব্লু/আইআর/এম/সিএল/২০১৯) অনুযায়ী হেভি ডিউটি টার্নিং লেদ সরবরাহ এবং চালুকরণ (টার্ণকি ভিত্তিতে); ৬৬০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৮.০৩.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৫); ২০২৩২০২৭;** ইএমইউ/এমইএমইউ মোটর কোচের জন্য সিজিএল মেক হাই ক্যাপাসিটি ট্র্যাকশন মোটর টাইপ সি১০০৫ টিএম-এর জন্য কার্বন ব্রাশ; ০ টাকা। **(২৬); ২০২৩২০৫৫;** ইএমইউ-এর জন্য প্যান্টো অপারেটিং ভালভ্; ৭৫৯১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৯.০৩.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ২৫ এবং ২৬-এর জন্য)। **(২৭); ১৫২৩৫১৬৫এ;** এয়ার কম্প্রেশর রোটারি স্ক্রু ইলেকট্রিক ড্রাইভেন ক্যাপাসিটি ৫০০ সিএফএম, ১০ কেজি/বর্গ সেমি. সরবরাহ এবং চালুকরণ (সংলগ্ন টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী); ৫৬৭০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৭.০৩.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৮); ২০২৩১০১৫;** এমইএমইউ/ডিএমসি-র বোগী বোলস্টার সাসপেনশনের জন্য হেলিক্যাল স্প্রিং (আউটার)-এর প্রাপ্যতা, আইসিএফ ড্রইং নং এমইএমইউ/ডিএমসি-০-৫-০০২, আইটেম-১ অল্ট জে (স্মল জে) ইত্যাদি; ০ টাকা। **(২৯); ২০২৩১৮২৭;** ট্র্যাকশন মোটর টাইপ ২৫৩ বিএক্স/বিডব্লু এবং ৪৬০১ এজেড-এর জন্য মাল্টিপল বন্ডেড স্যান্ডউইচ মাউন্টিং; ৯১৯০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০২.০৪.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ২৮ এবং ২৯-এর জন্য)। **(৩০); ১৫২৩৫১৯৬;** "অ্যানেক্সার/আইবি এম/সি/কেপিএ অনুযায়ী ইন্ডাকশন ব্রেজিং মেশিন সরবরাহ, চালুকরণ (টার্নকি ভিত্তিতে); ৫৪০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৮.০৪.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **টেন্ডার মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্রমিক নং ১ থেকে ৩০-এর জন্য)। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি হল ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-68/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করতে বর্ধমানে যাত্রা শুরু করল তালিশা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কমখরচে স্যাটিলাইট বানিয়ে মহাকাশ গবেষণা করা এবং মহাকাশ গবেষনায় ভারত কে বিশ্বের অন্যান্য দেশের থেকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করল পূর্ব বর্ধমানের বড়শুলের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'তালিশা'। জনা কয়েক ক্ষুদে বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় রবিবার থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে যাত্রা শুরু করল ওই সংস্থাটি। ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে এই নন প্রফিটেবল মহাকাশ গবেষণা সংস্থা তালিশা (TALISHA)-র উদ্বোধনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যোগদান করেছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী ও গবেষকরা। ওই ভার্চ্যুয়াল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন ডিপার্টমেন্ট অফ কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর অধ্যাপক ডঃ প্রমোদ কুমার পাল (বিসিইটি), ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলোজির সিনিয়র সাইনটিস্ট ডঃ মহুয়া হোম চৌধুরী, মোটিভেশনাল স্পীকার ডঃ রাখি রায়, রাধেশ্যাম পান্ডে, শিক্ষাবিদ মোবিন আহমেদ খান, নাসা শংসিত সিটিজেন সাইন্টিস্ট সঞ্চয়ন সরকার, তালিশা মহাকাশ গবেষনা সংস্থার ফাউন্ডার ও সেক্রেটারী তথা জুনিয়ার সাইন্টিস্ট আবীর ঘোষ ও তার সহকর্মী শ্রেয়া সরকার সহ অন্যান্যরা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা যুব সমাজকে মহাকাশ গবেষণার দিক থেকে আগ্রহী করে তোলা এবং বিভিন্ন ধরনের স্পেস প্রজেক্ট- এর দিকে তাদের আকর্ষণ বাড়ানোই হল এই মহাকাশ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য । এই মহাকাশ গবেষণাটি স্থাপন করেছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার আবীর ঘোষ জুনিয়ার সাইন্টিস্ট এবং তার সহকর্মী শ্রেয়া সরকার। এছাড়াও তাদের সঙ্গে সহযোগিতায় রয়েছেন শিখা চৌবে, অঙ্কন চক্রবর্তী, অলোক কুমার, হর্ষবর্ধন, আদিত্য কুমার, সুমিত চ্যাটার্জী, অমিত কুমার মন্ডল। এরা সকলেই দুর্গাপুর বেঙ্গল কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি কম্পিউটার সায়েন্স এ আই এন্ড এম এল এর ছাত্রছাত্রী। সংস্থার মূল উদ্যোক্তা তথা জুনিয়র সাইনটিস্ট আবীর ঘোষ জানিয়েছেন, তারা ভারত সরকারের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরোর সাথে একটি প্রজেক্টে সফল হয়েছেন। তাদের গবেষনা সংস্থায় ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড থেকে ১৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহন করেছে। এদের মধ্যে টেকনোলোজি, ফিজিক্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিজাইন সহ অন্যান্য বিষয়গুলি আলাদা আলাদা ভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তাদের লক্ষ্য হল মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতকে বিভিন্ন দেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং শক্তিশালী করে তোলা। আপাতত এই গবেষনার ল্যাবটি পূর্ব বর্ধমানের বড়শুলে তার বাড়িতেই তৈরী করা হয়েছে। তাছাড়া তার বাড়িতেই রকেট সায়েন্সের জন্য একটি আলাদা ল্যাবও তৈরী করা হয়েছে। পরবর্তীকালে আলাদা জায়গায় একটি বড় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র তৈরী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তারা রোবোটিক্স চ্যালেঞ্জ নিয়ে ইসরোর একটি প্রতিযোগিতায় প্রথম পর্বে সফলও হয়েছেন। আর্থিকভাবে দুর্বল মেধাবী ছাত্রছাত্রী যারা মহাকাশ গবেষণা নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের তালিশা তে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে আবীর। 'এফোর্ডেবল এন্ড রি-ইউজেবল স্পেস টেকনোলোজি' এর উপরে কাজ করে স্বল্প খরচে ছোট ছোট স্যাটিলাইট বানিয়ে মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করাই তাদের অন্যতম লক্ষ্য বলেও জানিয়েছে ওই জুনিয়র সায়েন্টিস্ট। সবকিছু ঠিকঠাক চললে চলতি বছরের ১৫ আগষ্ট মহাকাশ বেলুনের মাধ্যমে মাটি থেকে প্রায় ৩২ কিমি উপরে কিউব স্যাটিলাইট পাঠিয়ে পৃথিবীর তাপ, চাপ, রেডিয়েশন সহ বিভিন্ন তথ্য বা ডেটা সংগ্রহ করার পরিকল্পনা নিয়েছে তারা। এই পাইলট প্রোজেক্টের মাধ্যমে তাদের তৈরী স্যাটিলাইট ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করা হবে। তাদের এই উদ্যোগকে সাফল্যমন্ডিত করতে সাহায্য করায় দুর্গাপুর বেঙ্গল কলেজের প্রফেসর স্বরূপ কুমার হাজরা চৌধুরী ও ডক্টর অর্ণব চ্যাটার্জিকে ধন্যবাদ জানিয়েছে বর্ধমানের জুনিয়র সায়েন্টিস্ট তথা তালিশা মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের ফাউন্ডার আবীর ঘোষ।

ডিপিএসসি'র সামনে অবস্থানে চাকরি প্রার্থীরা

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের তালিকা প্রকাশের ছ'দিন পরও প্রকাশিত হয়নি উত্তর দিনাজপুর জেলার তালিকা। এখনো জানানো হয়নি কাউন্সিলিংয়ের দিনক্ষণ। প্রতিবাদে ডিপিএসসি'র সামনে অবস্থানে বসলো চাকরি প্রার্থীরা। অবিলম্বে তালিকা প্রকাশের দাবিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশন দ্বারা কাউন্সিলিংয়ের তথ্য জানতে চেয়ে ডিপিএসসি'র সামনে বিক্ষোভে সামিল চাকরি প্রার্থীরা। তাঁদের অভিযোগ ৩১ জানুয়ারি টেট উত্তীর্ণ ৯,৫৩৩ জনের তালিকা প্রকাশিত হয়। উত্তর দিনাজপুর জেলার DPSC তে অনেক জন উত্তীর্ণ প্রার্থীরা কাউন্সেলিং এর তথ্য নেওয়ার জন্য উপস্থিত হয় এদিন। তাদের অভিযোগ, DPSC তে এখন পর্যন্ত কোনো তথ্য তারা দিতে পারছেন না, এই উত্তর দিনাজপুর জেলার DPSC- এর কোন হেলদোল নেই অথচ বাইরের জেলার গুলোর এই কাউন্সেলিং এর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। যদিও এই বিষয় নিয়ে জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করা হলে কাউকে পাওয়া যায়নি।

হরিণ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ লোকালয় থেকে হরিণ উদ্ধার হল। মঙ্গলবার বিকালে ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মুজনাই এলাকায় চলে আসে একটি বার্কিং ডিয়ার। হরিণ ধরতে স্থানীয়রা ছোটাছুটি শুরু করে। অবশেষে হরিণটিকে ধরতে সক্ষম হয় বাসিন্দারা। দলগাঁও রেঞ্জের বন কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই হরিণটিকে উদ্ধার করে নিজেদের হেপাজতে নেয়।

NOTICE INVITING e-TENDER

NIT No. 17 of 2023-24/PO/BCW/JAL (Sl. No. 1 to 20) for twenty (20) nos. of works at different locations within the district of Jalpaiguri. For details, please visit the office of the undersigned on any working day or log-on to **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- P.O-cum-D.W.O.
BCW. Jalpaiguri

বিদ্যমান বিভিন্ন ক্রীড়া সুবিধাগুলির উন্নয়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ/১৩/২৩-২৪, তারিখ ঃ ০২-০২-২০২৪। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** মালিগাঁওয়ে- মালিগাঁও রেলওয়ে স্টেডিয়ামে বিদ্যমান বিভিন্ন ক্রীড়া সুবিধাগুলির উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭১,৩০,৯৯৫ টাকা। **বায়নার ধন ঃ** ১,৪২,৬০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ২৩-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in**-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

লিখামি কনসালটিং লিমিটেড

CIN: L45209WB1982PLC034808

রেজি. অফিস ঃ ৬২এ, ডঃ মেঘনাথ সাহা সরণী, রুম নং. ১, ২য় তল, সাউথর্দান এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০২৯, ভারত

ই-মেলঃ **info@likhamiconsulting.com**, ওয়েব সাইট ঃ **www.likhamiconsulting.com**

৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল

[সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত	৯ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩১.১২.২২ অনিরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয়	৭.০০০	২৮.৯১৯	২.০০০
২	মোট লাভ / (ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমের পূর্বে)	১.৩২৯	২.৫৩২	(৪.৭৫৩)
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি)করের পূর্বে, (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	১.৩২৯	২.৫৩২	(৪.৭৫৩)
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি)করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	১.৩২৯	২.৫৩২	(৪.৭৫৩)
৫	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) অন্যান্য সমন্বিত আয় (করের পরে)	১.৩২৯	২.৫৩২	(৪.৭৫৩)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৯৫.০০০	৯৯৫.০০০	৯৯৫.০০০
৭	রিসার্ভস(রেভালুয়েশান রিসার্ভস পূর্ব বছরের নিরিখে)	--	--	--
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০টাকা প্রতি) (অতিরিক্ত আইটেমের পরে) মূল ও মিশ্র	০.০১৩	০.০২৫	(০.০৪৮)

বিঃদ্রঃ
উপরেরটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস শেষ হওয়া অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস উপলব্ধ রয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে যেমন. www.bseindia.com এবং www.cse-india.com । একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায় www.likhamiconsulting.com

বোর্ডের আদেশানুসারে
লিখামি কনসালটিং লিমিটেড
বাবুলাল জৈন
সবসময়ের পরিচালক
DIN- 02467622

তারিখঃ ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

J R D FINANCE LIMITED

Reg. Off : 1/1A, Biplabi Anukul Chandra Street, 5th Floor, Room No. 5G, Kolkata - 700 072, Tel: + 91 33 4006 6062; Email Id: fin.jrd@gmail.com
Website : www.jrdfinance.com **CIN: L65999WB1993PLC058107**

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2023

(₹. in Lacs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2022 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2022 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from operations	74.95	77.04	98.25	226.72	225.97	310.31
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and /or extraordinary items)	1.55	1.85	2.84	6.86	8.11	7.77
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax(after exceptional and /or extraordinary items)	1.55	1.85	2.84	6.86	8.11	7.77
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax(after exceptional and /or extraordinary items)	1.55	1.41	2.13	5.56	6.80	3.74
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1.55	1.41	2.13	5.56	6.80	3.74
6	Equity Share Capital	272.03	272.03	272.03	272.03	272.03	272.03
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-			165.06
8.	Earning Per Share (of ₹10/-each) (for continuning and discontinuing operations)						
	Basic ₹	0.06	0.05	0.08	0.02	0.25	0.14
	Diluted ₹	0.06	0.05	0.08	0.02	0.25	0.14

Notes:
1. The above financial results which have been prepared in accordance with (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act , 2013 and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 5, 2016, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on February, 6, 2024. It has been subjected to limilted review by the statutory auditors of the company.
2. The Company is primarily engaged in NBFC activities.In terms of Ind AS 108 - 'Operating Segments', the company has one business segment i.e. Financing Activities and related products and all other activities revolve around the said business.
3. The full format of these financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.msei.in and the Company's website at www.jrdfinance.com.
4. Previous periods' figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

For J R D Finance Limited
Sd/-
Himangshu Mondal
Director
(DIN: 06984911)

Place : Kolkata
Date : 06.02.2024

পরিদর্শনে পর্ষদ সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার, মালদার পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শনে নামলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। সকালে পরীক্ষা শুরু হতেই ইংরেজবাজারে রায়গ্রাম হাই স্কুলে পরিদর্শনে আসেন। মাধ্যমিক শুরুর দিনেই রায়গ্রাম হাই স্কুলের পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ ওঠে। তিন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষাও বাতিল হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনের ইংরেজি পরীক্ষাতেও একই অভিযোগ উঠেছে। এদিন মাধ্যমিকের ভূগোল পরীক্ষা রয়েছে। পরীক্ষা শুরু হতেই কেন্দ্রগুলির সমস্ত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন পর্ষদ সভাপতি।

এন্টি গ্রাফিটি ক্লিয়ার কোটিঙের প্রয়োগ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিবিডব্লিউএস-এনআইইটি-১৮-২০২৩-২৪ তারিখঃ ০৩-০২-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের নামঃ** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. এমএগুসি/পিসিএন/১২৭/২০২০ (আরইভি-২.০) অনুসারে কোচসমূহের (এলএইচবি এবং আইসিএফ শ্রেণীর) বহির্ভাগের জন্যে এন্টি গ্রাফিটি ক্লিয়ার কোটিঙের প্রয়োগ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১২,৪১,৩৬০/- টাকা ১৮% জিএসটি সহিত। **বায়না রাশিঃ** ২৪,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়** ২৬-০২-২০২৪ তারিখের ১২.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ২৬-০২-২০২৪ তারিখের ১২.৩০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

সিডব্লিউএম, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, ডিব্রুগড়
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Office Of the Pingla Panchayat Samiti

Pingla ::: Paschim Medinipur

e- Tender

The Executive Officer, Pingla Panchyet Samiti, invites Tender.for 43Nos. Schemes under Pingla P.S.

Notice Inviting e- Tender No

NIT No.	No.of Scheme	Last Date of Application
Pingla/e-NIT /Pathashree-III/63/2023-24	43	20.02.2023 upto 09:00 hrs

Details of the Tender notice is available in website wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer,
Pingla Panchayat Samiti

বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল-সিওএন-এনএফআর-ওএইচই-ডি-কে-০১, তারিখঃ ৩১-০১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল-সিওএন-এনএফআর-ওএইচই-ডি-কে-০১। **কাজের নামঃ** এন. এফ. রেলওয়ের ডিমাপুর-কোহিমা প্রকল্পের নতুন লাইন প্রকল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত ধনসিরি-ফেরিমা নতুন সিঙ্গল লাইন সেকশনে ২৫ কেভি, ৫০ এইচজেড, সিঙ্গল ফেজ, এসি, বৈদ্যুতিকীকরণ কাজের ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রকিওরমেন্ট, নির্মাণ এবং কমিশনিং সহ এফওসিএস এবং আরওসিএস, সাথে সেকশনটির জন্য টিএসএস, এসসিএডিএ-এর সাপ্লাই, ইরেকশন, মোডিফিকেশন, টেস্টিং ও কমিশনিং-এর কাজ এবং সিএলএস (৪৪ আরকেএম/৫৭ টিকেএম)-এর ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬৮,৫৪,৯৪,৯৫১.৩২ টাকা; **বায়নার মূল্যঃ** ৩৫,৭৭,৫০০.০০ টাকা। টেন্ডার জমা করার তারিখ ও সময়ঃ **১৫-০৩-২০২৪** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ **২২-০৩-২০২৪** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা। ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি এবং সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার /কন-II, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-১১
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

উত্তর মধ্য রেলওয়েতে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেনের পথ পরিবর্তন

উত্তর মধ্য রেলওয়ের প্রয়াগরাজ ডিভিসনের প্রয়াগরাজ - পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় শাখায় ডিএফসি লিংক লাইনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে জিওনাথপুর (জেইপি) স্টেশনে ইয়ার্ড পুনর্গঠনের জন্য **২৭.০১.২০২৪ থেকে ১৬.০২.২০২৪** তারিখ পর্যন্ত চলমান নন-ইন্টারলকিং কাজের (বিপিএনআই - ২৭.০১.২০২৪ থেকে ০৬.০২.২০২৪, প্রি-এনআই - ০৭.০২.২০২৪ থেকে ০৮.০২.২০২৪, এনআই - ০৯.০২.২০২৪ থেকে ১২.০২.২০২৪ এবং পোস্ট এনআই - ১৩.০২.২০২৪ থেকে ১৬.০২.২০২৪ = ২১ দিন) পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নোক্তমতো পথ পরিবর্তন করে চলবে ঃ **(১) ১২৪৯৬ কলকাতা-বিকানীর প্রতাপ সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০২.২০২৪) পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় - মির্জাপুর - প্রয়াগরাজ জং. স্টেশনের পরিবর্তে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় - বারাণসী - প্রয়াগরাজ রামবাগ - প্রয়াগরাজ জং. স্টেশন হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে। **(২) ১২৩২৪ বারমের-হাওড়া সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০২.২০২৪) প্রয়াগরাজ জং. - মির্জাপুর - পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশনের পরিবর্তে প্রয়াগরাজ জং.- প্রয়াগ-জঙ্ঘাই - বারাণসী - পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশন হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে। **(৩) ১২৩৭৯ শিয়ালদহ-অমৃতসর জালিয়ানওয়ালাবাগ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০২.২০২৪) পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় - মির্জাপুর - প্রয়াগরাজ জং. - কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশনের পরিবর্তে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় - লখনৌ - কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশন হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে। **(৪) ১২৩৮০ অমৃতসর-শিয়ালদহ জালিয়ানওয়ালাবাগ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০২.২০২৪) কানপুর সেন্ট্রাল-প্রয়াগরাজ জং. - মির্জাপুর - পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশনের পরিবর্তে কানপুর সেন্ট্রাল - লখনৌ - পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশন হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মার্চ/২০২৪ মাসের জন্য ই-নিলাম প্রোগ্রাম

২০২৪ সালের মার্চ মাসের জন্য তিনসুকিয়া ডিভিশনের এক্তিয়ারের অধীনে রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম প্রোগ্রাম এতদ্বারা নিম্নরূপ স্থির করা হয়েছে:

ক্রম নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	মার্চ ২০২৪	০১-০৩-২০২৪, ০৬-০৩-২০২৪,১৩-০৩-২০২৪, ১৯-০৩-২০২৪, ২২-০৩-২০২৪ এবং ২৬-০৩-২০২৪

নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী দরদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের **(www.ireps.gov.in)** মাধ্যমে বিড করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সিনিয়র ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, ডিব্রুগড়

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of The Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity

SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER

1.e-Tender Reference No-P-I/04/165/EO/2023-24, Dated-03/02/2024
Tender ID: 2024_ZPHD_660418_1 to 13 has been floated Construction of (Litchpit, Silt Chember Tube well Platform) with grey water management system at Gopinathpur IMIS village at Nasratpur Gram Panchyat under Purbasthali-I Panchayat Samiti. Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.

Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

Office of the Purulia-II Panchayat Samiti

Vill. Bongabari, P.O: V.Nagar, Dist: Purulia (W.B), Phone No. 8373068635, E-mail ID: bdoeopurulia2@gmail.com

e-Tender is being invited by the Executive Officer, Purulia-II Panchayat Samiti of village: Bongabari, Post: V.Nagar, Dist: Purulia, for the various development works as follows E-Tendering Notice No. (1) WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 15/2023-24 2 nd Call, (2) WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 11/2023-24 2 nd Call, (3) WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 12/2023-24 2 nd Call, (4) WBPUR/BDO/P-II/NIT(e): 05/2023-24 2 nd Call. For more details, intending contractors may also visit www.wbtenders.gov.in and may follow the office notice board for further updates.

Sd/- Executive Officer
Purulia-II Panchayat Samiti

জনবিজ্ঞপ্তি
শেয়ার সার্টিফিকেটের হারানো

আমি নরেশ পচিসিয়া (**PAN-AEYPP3776Q**) প্রয়াত সুরেন্দ্র কুমার পচিসিয়ার ছেলে ২৯এ, বালিগঞ্জ পার্ক, বালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ। আমি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ৪০০ শেয়ারের একজন শেয়ারহোল্ডার, যার নিবন্ধিত অফিস রয়েছে, মেকার চেম্বার IV, ৩ য় তল, , ২২২ নরিমান পয়েন্ট, মুম্বই, মহারাষ্ট্র, ৪০০০২১ এবং ইকুইটি শেয়ার হোল্ড করুন, নীচে দেওয়া বিশদ অনুযায়ী-

এসএল নং	ফোলিও নং	সার্টিফিকেট নং	জেলা থেকে	জেলা থেকে	শেয়ারের সংখ্যা
১	০৪৯০৮২৭৩৮	৫৬৫৪৬০৬২	২৫১৯১৭৮৯৭	২৫১৯১৭৯১৬	২০
২		৫৬৫৪৬০৬২	২৫২২৯০৫৯৮	২৫২২৯০৬২৭	৩০
৩		৫৫১২৩০৩০	১৩৩৯৭৬৩০৫৩	১৩৩৯৭৬৩০৬৫	১৩
৪		৫৬৫৬১৪৫৮	১৩৩৯৭৬৩০৮৩	১৩৩৯৭৬৩০৮৯	৭
৫		৫৬৫১৫৫৮৬	১৩৭৫৪৫৪০০১	১৩৭৫৪৫৪০৩০	৩০
৬		৬২৫৮১২০৩	২২১৬৭২৩৪৭৫	২২১৬৭২৩৫৭৪	১০০
৭		৫৮৬৮৭২১৯	৩৮৩৮২৫৪২৩৬	৩৮৩৮২৫৪৩৩৫	১০০
৮		৬৭০৭০৫৬৮	৬৯০৯৪০৩২৯২	৬৯০৯৪০৩৩৯১	১০০
				মোট	৪০০

আমি এতদ্বারা নোটিশ দিচ্ছি যে উল্লিখিত শংসাপত্রগুলি হারিয়ে গেছে এবং আমি সদৃশ শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার জন্য কোম্পানির কাছে আবেদন করেছি। জনসাধারণকে এতদ্বারা উল্লিখিত শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি ক্রয় বা লেনদেনের বিরুদ্ধে সতর্ক করা হচ্ছে। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে কোম্পানির দ্বারা কোন আপত্তি না পেলে কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করতে পারে, যার পরে কোন দাবির অধিকার থাকবে না।

স্থান- কলকাতা
তারিখ- ০৭.০২.২০২৪

স্বা /-
শেয়ারহোল্ডারের নাম
নরেশ পচিসিয়া

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (O&M-III),GRWW, KMC invites e-Tender for the following works :-

1. NIT NO. : EE/O-M-III/76OF2023-24/34
Name of work : **Reconditioning, overhauling, testing and commissioning of Air Compressor No.3 at Back Wash Pump Room with allied works under WTP-1, GRWW.** Estimated Amount : **Rs.2,86,834.00.** Earnest Money : **Rs.5,737.00.**

2. NIT NO. : EE/O-M-III/75OF2023-24/33
Name of work : **Renovation and overhauling of Recirculation Pump No.2 with allied works under WTP-1, GRWW.** Estimated Amount : **Rs.2,83,105.00.** Earnest Money : **Rs.5,663.00.** Period of Completion : **14 Days (for Sl.No.1 & 2).** Last Date and Time of receipt/ opening of Tender (Online) : **21.02.2024 at 2 p.m./ 23.02.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details will be available shortly from the website : **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 1 & 2).**

The Deputy Chief Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following work :-

NIT NO. : KMC/DYCE(PS)/I/02/GYM/23-24R1 (2nd Call)
Name of work : **Installation of outdoor GYM equipment at the Park at 48, B.T. Road in Ward No.002, Br.-I.** Estimated Cost : **Quotation Invited (Amount to be quoted inclusive of all taxes).** Earnest Money : **Rs.5,600.00 (Actual amount to be calculated as 2% of the quoted amount).** Period of Completion : **30 Days.** Last date and time of submission of bid : **15.02.2024 at 1 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **07.02.2024 at 10 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (WS)/Br-XI, KMC invites e-tender for the following work. (Submission of Bid through online).

NIeT NO. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/89/2023-24 Date - 05.02.2024
Name of work : **Development of 100 MM Dia D.I. Pipe by providing 100 MM Dia Pipe at Brahmapur South End (Bhattacharjee Para) (Pre-No 107/12) in Ward No.-111, Br.-XI.** Estimated Amount **(including GST and Cess) : Rs.2,48,922.85.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Time of Completion : **21 Days.** Last Date and Time of Online Submission of Tender : **17.02.2024 at 5 p.m.** Technical Bid Open Date and Time (Online) : **20.02.2024 at 1 p.m.** For full and further details, please visit the websites **http://www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/ Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The Executive Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/EE_PS/VII/58/06/23-24 (1st Call)
Name of work : **Annual maintenance of Park and Play Ground at Manasha Math and Park & Garden at Barun Sengupta Sarani in Ward No.58, Br.-VII.** Estimated Cost : **Rs.2,98,053.53.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **365 Days.**

2. NIT NO. : KMC/EE_PS/III/31/02/23-24 (1st Call)
Name of work : **Priming & painting of A.P.C. Park in Ward No.31, Br.-III.** Estimated Cost : **Rs.4,95,123.96.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last date and time of submission of bid : **16.02.2024 at 1 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details shall be available on and from **07.02.2024 at 10 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The Dy. C.E. (SWM-I), KMC invites tender percentage rate two bid systems for following work :-

NIT NO. : SWM-I/C-V/SKP/120/2023-2024
Name of work : **Construction of B.O.H.D Shed along with other Ancillary Work in place of existing Vat at 2 No. Hossain Shah Road, in Ward No.78, under Br.-IX.** Estimated Amount : **Rs.2,51,839.00 (including GST & Cess but excluding contingency).** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **22 Days.** Bid submission start (online) date : **09.02.2024 at 2 p.m.** Bid submission closing (online) date : **17.02.2024 at 2 p.m.** Bid opening for technical proposal (online) date : **19.02.2024 at 2 p.m.** The tender documents will be available on and from **07.02.2024 at 6 p.m.** from the website **https://wbtender.gov.in and www.kmcgov.in**

The Executive Engineer (Water Supply), Br.-XVI, KMC invited e-Tender for the following work :-

NIT NO. : KMC/WS/JOKA/57/2023-24
Name of work : **Link connection of Bigdia Tube Well at Ghol Para Road near Bara Pukur in Ward.142.** Estimated Cost : **Rs.1,87,828.90.** Earnest Money : **Rs.3,760.00.** Period of Completion : **12 Days.** Last date of submission of bid : **21.02.2024 at 5 p.m.** Tender will be opened on : **24.02.2024 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **09.02.2024 at 5 p.m.** in the website **: https://wbtenders.gov.in**

The Ex.Engr./WS(South) invites tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT NO. : KMC/WS/EE/S/MAINS/2023-2024/42/1st Call
Name of work : **Leak repairing work on existing Water Pipe Line 600 MM Dia. PSC Jacketing Work at 148/2 N.S.C. Bose Road under Br.-X.** Estimated Cost : **Rs.1,55,257.04.** Earnest Money : **Rs.3,500.00.** Period of Completion : **10 Days.** Last date of Submission of Bid : **19.02.2024 at 2 p.m.** Tender will be opened on : **23.02.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **09.02.2024 at 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

1403 / 23-24

৪২-তম আগরতলা বইমেলার মূল ভাবনা 'ভব্য ভারত'

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ৪২-তম আগরতলা বইমেলা পরিচালন কমিটির সভা আজ মঙ্গলবার আগরতলা পুরনিগমের কনফারেন্স হল-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় জানানো হয়েছে, আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে। এবারের বইমেলার মূল ভাবনা 'ভব্য ভারত'। প্রতিদিন বেলা ২টা ৩০ মিনিট থেকে মেলা শুরু হয়ে চলবে রাত ৯টা পর্যন্ত। ছুটির দিনগুলিতে মেলা রাত ৯টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলবে। বইমেলার প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য জানান, এবারের বইমেলার জন্য ১টি আয়োজক ও ১টি পরিচালন কমিটি সহ ৮টি বিভিন্ন উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। এবারের বইমেলাতে স্টল খোলার জন্য এখন পর্যন্ত ১৪১টি আবেদনপত্র জমা প।ছে। এর মধ্যে ১৩২টি বইয়ের স্টল এবং

৯টি অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থার স্টলের আবেদনপত্র রয়েছে। স্টল বণ্টনের জন্য আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩টায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তার কার্যালয়ে লটারি অনুষ্ঠিত হবে। বইমেলার উদ্বোধনী এবং সমাপ্তি দিনে অনুষ্ঠানের মঞ্চকে যথাক্রমে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে উসর্গ করা হবে। উদ্বোধনী এবং সমাপ্তি দিন ছাড়া প্রতিদিন বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত আয়োজন করা হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এর মধ্যে মেলার ৮দিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলার জন্য ৪০ মিনিট করে সময় বরাদ্দ থাকবে। এদিনের সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য, বিধায়ক মীনারানি সরকার, আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত সহ বিভিন্ন স্বশাসিত সংস্থার চেয়ারম্যান, সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

জীবনাথপুর স্টেশনে ইয়ার্ড রিমডেলিং কাজের কারণে, নিচের ট্রেনগুলিকে সুবিধা মত ঘুরিয়ে দেওয়া হবে

গোরখপুর, ৬ ফেব্রুয়ারী ঃ রেলওয়ে প্রশাসনের অপারেশনাল সুবিধার জন্য, উত্তর মধ্য রেলওয়ের প্রয়াগরাজ ডিভিশনের প্রয়াগরাজ-প. দীনদয়াল উপাধ্যায় জ. সেকশনের জীবনাথপুর স্টেশনে ইয়ার্ড রিমডেলিং কাজের কারণে, নিচের ট্রেনগুলিকে নিচের মত ঘুরিয়ে দেওয়া হবে ও পরিবর্তন-- ১২১৬৭ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-বেনারস এক্সপ্রেস ০৮ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত লোকমান্য তিলক টার্মিনাস থেকে তার নির্ধারিত রুট মানিকপুর-প্রয়াগরাজ ছিভকির পরিবর্তে মানিকপুর-প্রয়াগরাজ জং.-প্রয়াগরাজ রামবাগ বাঁকানো রুট দিয়ে চালানো হবে। ফলস্বরূপ, এই সময়ের মধ্যে এই ট্রেনটি প্রয়াগরাজ ছিভকি, বারাণসীর পরিবর্তে প্রয়াগরাজ জংশনে পৌঁছেছিল। কিন্তু এটা বন্ধ হবে।- ১২১৬৮ বেনারস-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেস ০৯ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পর্যন্ত বেনারস থেকে চলার সময় তার নির্ধারিত রুট বেনারস-প্রয়াগরাজ ছিভকি-মানিকপুরের পরিবর্তে পরিবর্তিত রুট বেনারস-প্রয়াগরাজ রামবাগ-প্রয়াগরাজ জং-মানিকপুর দিয়ে চালানো হবে। ফলস্বরূপ, এই সময়ের মধ্যে এই ট্রেনটি প্রয়াগরাজ ছিভকি, বারাণসীর পরিবর্তে প্রয়াগরাজ জংশনে পৌঁছেছিল। কিন্তু এটা বন্ধ হবে।- ১৮২০১ দুর্গ-নৌতানওয়া এক্সপ্রেস ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে দুর্গ থেকে চলমান পরিবর্তিত রুট মানিকপুর-প্রয়াগরাজ জং-প্রয়াগরাজ রামবাগ-বারানসীর পরিবর্তে তার নির্ধারিত রুট মানিকপুর-প্রয়াগরাজ ছিভকি-বারাণসীর মাধ্যমে চালানো হবে। ফলস্বরূপ, এই সময়ের মধ্যে এই ট্রেনটি প্রয়াগরাজ ছিভকি, বিন্ধ্যাচাল, মির্জাপুর, চুনারের পরিবর্তে প্রয়াগরাজ জংশনে থাকবে। কিন্তু এটা বন্ধ হবে। - ১৮২০২ নওতানওয়া থেকে ০৯ এবং ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪-এ নৌতানওয়া-দুর্গ এক্সপ্রেসটি তার নির্ধারিত রুট বারাণসী-প্রয়াগরাজ ছিভকি-মানিকপুরের পরিবর্তে পরিবর্তিত রুট বারাণসী-প্রয়াগরাজ রামবাগ-প্রয়াগরাজ জং-মানিকপুর দিয়ে চালানো হবে।

কঠিন বর্জ্য পরিবহনের জন্য একজন উদ্যোক্তার আবেদনে পূর্ব রেলওয়ের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্রী অক্ষয় সাতনালিওয়ালা নামে একজন যাত্রী মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছে একটি সাধারণ টিস্যু পেপারে একটি আবেদন হস্তান্তর করেছেন যিনি ২.২.২০২৪-এর মধ্যরাতে দিল্লি থেকে কলকাতা পর্যন্ত একই ফ্লাইটে ভ্রমণ করছেন।কলকাতায় ফ্লাইটে নামার পর মধ্যরাতে ছয় মিনিটের মধ্যে, শ্রী সাতনালিওয়ালা ইস্টার্ন রেলওয়ে হেডকোয়ার্টারের জেনারেল ম্যানেজারের অফিস থেকে একটি কল পান। শ্রী মিলিন্দ কে দেউসকর, মহাব্যবস্থাপক, পূর্ব রেলওয়ে শ্রী সাতনালিওয়ালার সাথে একটি মিটিং স্থির করেছেন যিনি একটি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির পরিচালক, সংস্থা থেকে মালবাহী সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করার জন্য। তদনুসারে, পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক শ্রী মিলিন্দ কে দেউসকর এবং LYNQ ইস্টার্ন অর্গানিক ফার্টিলাইজার প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক শ্রী অক্ষয় সাতনালিওয়ালার মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আজ (৬.২.২০২৪) পূর্ব রেলওয়ে সদর দপ্তরে লি. বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শ্রী সৌমিত্র মজুমদার, প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শ্রী আর ডি মীনা, প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন ম্যানেজার,ইস্টার্ন রেলওয়ে।বৈঠকে, মহাব্যবস্থাপকের উপস্থিতিতে PCCM এবং PCOM উভয়ই গ্লচ্ছ্বগঘ ইস্টার্ন অর্গানিক ফার্টিলাইজার প্রাইভেট লিমিটেডের আধিকারিকদের নির্দেশনা দেন। শিয়ালদহ বিভাগের চিপুর ইয়ার্ড থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে লোড

করার নীতি ও সুবিধা সম্পর্কে লিমিটেড। বৈঠকের সময় পূর্ব রেলওয়ের এই উভয় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সংগঠনকে পূর্ব রেলওয়ে থেকে ট্রাফিক চলাচলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্টেশন থেকে শ্রী সাতনালিওয়ালা বিভিন্ন শিল্পে ইনপুট হিসাবে কঠিন বর্জ্যের পরিকল্পিত প্রবাহ এবং ছত্তিশগড়ের রায়পুর এবং ওড়িশার রাজগঙ্গাপুর এবং অন্যান্য ক্লাস্টারের মতো দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্ভাব্য ক্রেতার ব্যাখ্যা করেছিলেন। মহাব্যবস্থাপক, পূর্ব রেলওয়ে সংস্থার ব্যবসায়িক সম্ভাবনার প্রতি সাড়া দিয়ে পরিবহনের একটি সস্তা উপায় হিসাবে রেলপথের মাধ্যমে কঠিন এবং অন্যান্য বর্জ্য বহন করার জন্য নমনীয় শর্তাবলী অফার করেছে। রেলপথের মাধ্যমে কঠিন এবং প্লাস্টিক বর্জ্যের এই ধরনের প্রচুর পরিমাণে পরিবহন শুধুমাত্র কোম্পানির জন্যই উপকারী হবে না কিন্তু বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করতেও সাহায্য করবে যার ফলে একই সময়ে দূষণের মাত্রা হ্রাস পাবে। স্টেশন হার সুবিধার জন্য একটি আবেদন জমা দিতে বলেছিলেন। সংস্থাটি তাদের আনন্দ প্রকাশ করেছে যে রেলমন্ত্রী, একজন সহ-যাত্রীর কাছে একটি টিস্যু পেপারে একটি সাধারণ আবেদনে সাড়া দেওয়া, নতুন ব্যবসায়িক সম্পর্কের জন্য একটি বড় এবং কার্যকর পদ্ধতি ইস্টার্ন রেলওয়ে গ্রহণ করেছে যা একজন সাধারণ ব্যবসায়ীর কল্পনার বাইরে। তারা এই ধরনের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার জন্য রেলমন্ত্রী এবং পূর্ব রেলের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান এবং আশা করেন যে এই সরকার ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে যেখানে যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও সহায়তার জন্য এমনকি রেলমন্ত্রীর কাছে যেতে পারে।

রেলওয়ে নিরাপত্তার প্রধান কমিশনার দ্বিতীয়বার হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেডের লাইন পরিদর্শন করেছেন

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্রী জনক কুমার গর্গ, রেলওয়ে নিরাপত্তার প্রধান কমিশনার আজ টানা দ্বিতীয় দিনে অর্থা ০৬.০২.২০২৪ তারিখে হাওড়া ময়দান থেকে গ্রীন লাইনের এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত সমস্ত স্টেশন পরিদর্শন করেছেন। তিনি গতকাল অর্থাৎ ০৫.০২.২০২৪ তারিখে একটি ট্রলি পরিদর্শন হাতে নিয়ে হুগলি নদীর তলদেশে এই করিডোরের একই অংশ এবং টানেলগুলি পরিদর্শন করেছেন। এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত ছিল কারণ CCRS পরিদর্শন এবং অনুমোদন বাধ্যতামূলক এবং এই প্রসারিত অংশে বাণিজ্যিক পরিষেবা চালু এবং চালু করার জন্য আবশ্যক। শ্রী গর্গ আজ সকালে হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশন থেকে এই প্রসারিত স্টেশন পরিদর্শন শুরু করেন। তিনি হুগলি নদীর তলদেশে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত একটি মেট্রোতে ভ্রমণ করেছিলেন এবং প্রবেশ ও প্রস্থান গেটস, এএফসি-পিসি গেটস, টিকিট সিস্টেম, কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম, স্টেশন কণ্ট্রোল রুম, এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম, ট্র্যাকশন সাব-সিস্টেম, ব্যাক আপ কন্ট্রোল পরিদর্শন করেছেন। সিস্টেম, এসকেলেটর, লিফ্ট, সাইনেজ বোর্ড, ফায়ার ডিটেকশন

এবং সাপ্রেশন সিস্টেম, ফায়ার অ্যালার্মের দক্ষতা, ইমার্জেন্সি টক ব্যাক সিস্টেম, ব্লু লাইট সিস্টেম এবং প্রতিটি স্টেশনে যেমন হাওড়া ময়দান, হাওড়া, মহাকরণ এবং এসপ্ল্যানেডে প্রদত্ত অন্যান্য যাত্রী সুবিধা। হাওড়া স্টেশনে, শ্রী গর্গ পূর্ব রেলওয়ে এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সাথে যাত্রী বিনিময় পয়েন্ট গুলিও পরিদর্শন করেছেন কারণ এই স্টেশনটি কলকাতা মেট্রো এবং পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নেটওয়ার্কের একটি জংশন স্টেশন হতে চলেছে। আগামী দিনে লক্ষ লক্ষ যাত্রী তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য এই স্টেশনটি ব্যবহার করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। পরে, তার উপস্থিতিতে, CBTC সিগন্যালিং সিস্টেমও পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং অ্যান্টি-কলিশন টেস্টও পরিচালিত হয়েছিল। স্পিড ট্রায়ালও সন্ধ্যায় পরিচালিত হয়েছিল এবং এই ট্রায়ালের সময়, হাওড়া থেকে এসপ্ল্যানেড স্টেশন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৯১ কিলোমিটার গতিতে একটি রেক চালানো হয়েছিল। এই পরিদর্শনের সময়, শ্রী ভি কে শ্রীবাস্তব, প্রধান প্রধান প্রকৌশলী এবং অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) এবং মেট্রো রেলওয়ে এবং কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড (কেএমআরসিএল) এর অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা তাঁর সাথে ছিলেন।

লোকসভা নির্বাচনের আগেই সাহসী পদক্ষেপ মিমির, কোথায় পালালেন তিনি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ নতুন মিউজিক ভিডিয়ো ' না'র প্রচার নিয়ে বেজায় ব্যস্ত অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। এ ছাড়া ওয়েব সিরিজ, নতুন সিনেমার শুটিং তো

রয়েছেই। কিছু দিন আগেই ঘরোয়া আয়োজনে পালন করেছেন আদরের পোষ্যের জন্মদিন। তা ছাড়া যাদবপুরের সাংসদ হিসাবেও কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয় তাঁকে। তবে এর মাঝেই নিজের একটা শখ পূরণ করে ফেললেন নায়িকা।গেলেন স্কুবা ডাইভিং-এ। সম্প্রতি নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন স্কুবা ডাইভিং-এর ভিডিও। যা দেখে সবার অনুমান তিনি হয়তো আঃদামান ভ্রমণে গেছেন। বেশ অনেকগুলি ছবি, ভিডিও পোস্ট করেছেন সাংসদ। যেখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে স্পিড বোট থেকে উল্টোমুখী হয়ে জলে ঝাঁপাতে। প্রথমে অভিনেত্রীর চোখে মুখে আতঙ্ক দেখা দিলেও, তিনি যে দারুণ আনন্দ পেয়েছেন তাও বোঝা যায়। ভিডিও ছাড়াও গভীর সমুদ্রের মধ্যেও কয়েকটি ছবি তুলেছেন। ক্যাপশনে লিখেছেন, অনেকদিনের বাকেট লিস্ট এবার পূরণ হল। সবকিছু সেরে স্কুবা ডাইভিং শেষে যখন মিমি বোটে ফিরছেন, ওঁর ঠোঁটে তখন বিজয়ীর হাসি। স্কুবা ডাইভিং করে শংসাপত্রও পেয়েছেন মিমি। ঝিনুক দিয়ে সেই শংসাপত্র সাজিয়ে ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে মিমির গান 'ভাল্লাগেনা'। স্পষ্টবক্তা হিসেবেই বরাবর পরিচিত এই নায়িকা। ওঁর গানেও সেই পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সাংসদের মনে এখনও ভোটের দামামা বেজেছে বলে মনে হয় না। আপাতত নায়িকা ব্যস্ত সিনেমা, সিরিজের শুটিং নিয়েই।

গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে খোলা হলো রেল কোচ রেস্তোরাঁ

মালিগাঁও, ০৬ ফেব্রুয়ারিঃ যাত্রীদের এক অনন্য খাদ্যের সুবিধা করে দিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজস্ব অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত প্রধান প্রধান স্টেশন এবং প্রসিদ্ধ স্থানগুলিতে রেল কোচ রেস্তোরাঁ খুলেছে। রেল কোচ রেস্তোরাঁ চালু করার সাথে সাথেই গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে এক অভিনব খাদ্য অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দেখা গেছে। যে সমস্ত ভ্রমণকারী এক অনন্য রান্নাঘরের অভিজ্ঞতা নিতে চান তাঁদের আকর্ষিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন পেন্টিং দিয়ে সজ্জিত, উষ্ণ আলো এবং আরামদায়ক বসার ব্যবস্থা সহ গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে স্থাপন করা হয়েছে নতুন কোচ রেস্তোরাঁ, যেখানে আঞ্চলিক স্বাদ এবং অন্যান্য ভারতীয় খাদ্যসম্ভারের স্বাদ উপভোগ করা যাবে। অত্যাধুনিক পরিকাঠামো দিয়ে সুসজ্জিত নতুন কোচ রেস্তোরাঁ খাদ্য রসিকদের জন্য এক অনন্য পরিবেশ প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব সহ যাঁরা এই ট্রেন কোচ রেঁস্তোরাগুলিতে আহারের অভিজ্ঞতা নিতে আসবেন তারা প্রত্যেকেই এক নান্দনিক অনুভূতি উপভোগ করতে পারবেন। এই কোচ রেস্তোরাঁ থেকে খাবার, স্ন্যাক্স এবং পানীয় ক্রয়ের সুবিধাও থাকবে। এখনও পর্যন্ত সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ১২টি কোচ রেস্তোরাঁ চালু হয়েছে। কোচ রেস্তোরাঁ চালু করার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ৬২টি স্থানকে নির্বাচন করা হয়েছে।

গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন হলো উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যতম একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। যাত্রী ও জনগণের প্রয়োজন পূরণ করার পাশাপাশি রেলওয়ের জন্য ভাড়াহীন রাজস্ব উপন্ন করাই এই কোচ রেস্তোরাঁর লক্ষ্য। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এই পদক্ষেপ দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে বলেও প্রত্যাশা করা হয়েছে।

ক্যানসারে আক্রান্ত ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের চিকিৎসা শুরু , জানাল বাকিংহাম

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সিংহাসনে বসার ছ'মাসের মধ্যেই ক্যানসারে আক্রান্ত ব্রিটেনের রাজা চার্লস। হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষার সময় তাঁর শরীরে ক্যানসারের উপস্থিতি শনাক্ত হয়েছে বলে সোমবার বাকিংহাম প্রাসাদের তরফে জানানো হয়েছে। হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা শুরুর কথাও জানিয়েছে বাকিংহাম।বাকিংহাম প্রাসাদ জানিয়েছে, প্রস্টেট সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছিলেন চার্লস। এনিয়ে শারীরিক পরীক্ষার সময় শরীরে ক্যানসার ধরা পড়ে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছিল, প্রস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত চার্লস। কিন্তু ব্রিটিশ রাজপরিবারের তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তাঁর শরীরে ক্যানসারের বাসা বাঁধার ঘটনাটি ' সমস্যা'। তবে চার্লস ঠিক কোন ধরনের ক্যানসারে আক্রান্ত, সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি বিবৃতিতে।দুই ছেলে উইলিয়াম ও হ্যারিকে নিজেই এই খবর জানিয়েছেন রাজা চার্লস। এনিয়ে বাবার সঙ্গে কথাও বলেছেন ডিউক অফ সাসেক্স হ্যারি। রাজাকে দেখতে আমেরিকা থেকে ব্রিটেনে আসছেন তিনি। এদিকে, চার্লসের অনুপস্থিতিতে রাজকাজ কে চালাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এহেন পরিস্থিতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে সেদেশের সংবিধানে। কোনও কারণে রাজা অক্ষম হয়ে পড়লে তাঁর জায়গায় সাময়িকভাবে দায়িত্ব সামলাবেন 'কাউন্সেলরস অফ স্টেট' বা বিশেষ উপদেষ্টারা। রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পরে গত মে মাসে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রিটেনের সিংহাসনে বসেন তৃতীয় চার্লস। মাথায় 'সেন্ট এডওয়ার্ড'স ক্রাউন' পরে রাজ্যাভিষেক হওয়ার ছমাসের মধ্যেই ক্যানসারে আক্রান্ত হলেন তিনি।

লেনদেন সংক্রান্ত বিবাদ, শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হামলায় গুরুতর আহত লরি চালক

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন লরি চালক। ঘটনাটি ঘটেছে গোমতি জেলার উদয়পুরে। আহত লরি চালক বর্তমানে হাসপাতালে চিকিসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। জানা গিয়েছে, দীর্ঘ দিন ধরে উদযপুরে সরকারি কাজের জন্য রাজ্যের বাইরে থেকে জলের পাইপ নিয়ে আসছে রাজ্য কিংবা বহিঃরাজ্যের গাড়ি। সোমবার রাতে গুয়াহাটি থেকে টিআর ০১ ভি ৬৪১ নম্বরের একটি লরি নিয়ে চালক দিলীপ মিয়াঁ খাদিম উদয়পুরে পৌঁছেন। জলের পাইপ লরি থেকে নামানোর জন্য স্থানীয় শ্রমিকদের নিযুক্ত করেন তিনি। যথারীতি শ্রমিকরা মাল নামিয়ে দেন। গাড়ি চালক তাদেরকে ৬০০ টাকা দেন। শ্রমিকরা তা নিতে নারাজ। তাদের বক্তব্য, একহাজার টাকা দিতে হবে। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এক সময় শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে গাড়ি চালক দিলীপ মিয়াঁ খাদিমকে মারতে থাকেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। আহত গাড়ি চালক দিলীপ মিয়াঁ খাদিমকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে গাড়ি চালক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

বিকশিত ভারতের প্রতিশ্রুতি পূরণে দেশের নারীশক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে চলেছে

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন দেশে কেবলমাত্র কয়েকটি কর্মসূচির মধ্যেই মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন সীমাবদ্ধ নয়। দেশের উন্নয়নগাথাকে মজবুত করতে ও বিকশিত ভারতের স্বপ্ন পূরণ করতে নারী শক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীমতি স্মৃতি ইরানির একটি পোস্ট শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে এক্স বার্তায় বলা হয়েছে- মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের জন্য আমাদের সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'বিকসিত ভারত' এর স্বপ্ন পূরণে নারী শক্তি বহুমূল্যবান অবদান রাখতে চলেছে। স্মৃতি ইরানিজি তাঁর নিজের নিবন্ধে এই ভাবনাকেই পরিস্ফুট করেছেন।

নাম পরিবর্তন

আমি,Xavier Suprakash Rozario (পুরাতন নাম) পিতা Paul D Rozario, ঠিকানা-3rd Floor, Flat-301, Puspa Deep Apt. 89 Mahajati Road bye Lane, Nalta, Dumdum, Pin-700028, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 06.02.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Xavier Suprakash D Rozario (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Xavier Suprakash D Rozario (নতুন নাম) এবং Xavier Suprakash Rozario(পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Christopher Abhishek Rozario (পুরাতন নাম) পিতা Xavier Suprakash D Rozario, ঠিকানা-3rd Floor, Flat-301, Puspa Deep Apt. 89 Mahajati Road bye Lane, Nalta, Dumdum, Pin-700028, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক,Dated 06.02.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Christopher Rozario (নতুন নাম)নামে পরিচিত হলাম। Christopher Rozario(নতুন নাম) এবং Christopher Abhishek Rozario (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I SHYAMAL CHAKRABORTY, SON OF BHOWANI PRASAD CHAKRA BARTI, RESIDING AT FORTUNE SQUARE,BL-2,FLAT-B2,HATIARA ROYPARA, RAJARHAT GOPALPUR, NORTH 24 PARGANAS-700157,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHYAMAL KUMAR CHAKRABARTI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/02/2024. THAT SHYAMAL CHAKRABORTY AND SHYAMAL KUMAR CHAKRABARTI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I NARAYAN ADHIKARY,SON OF LATE DINO ADHIKARY, RESIDING AT DWARIK ROAD,RAJPUR GOVT. COLONY, PO-DAKSHIN JAGADDAL, PS-SONARPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700151,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NARAYAN CHANDRA ADHIKARY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/02/2024.THAT NARAYAN ADHIKARY AND NARAYAN CHANDRA ADHIKARY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি, Vinit Ray এবং Vineet Kumar Rai (পুরাতন নাম) পিতা Ram Bilash Ray, ঠিকানা-41, Sanchita Park, Steel Park Road, Bardhaman, Pin-713206, West Bengal, India, কলকাতায়. নোটারি পাবলিক,Dated 06..02..2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Vineet Kumar Ray (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম । Vineet Kumar Ray (নতুন নাম) এবং Vinit Ray এবং Vineet Kumar Rai (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I SUSIL KUMAR MONDAL,SON OF SUDHIR MONDAL, RESIDING AT DURGAPUR,PO-HARITALA,BAGULA,NADIA-741502,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSHIL MANDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/02/2024.THAT SUSIL KUMAR MONDAL AND SUSHIL MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I AMAR BACCHU DUTTA, S/O LATE BACCHU DUTTA, RESIDING AT 1NO DESHBANDHU NAGAR, BLOCK A, R.N.AVENUE, SODEPUR, KOLKATA 110, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMAR DUTTA, VIDE NOTARY PUBLIC AFFIDAVIT AT BARRACKPORE COURT ON 06/11/2023, THAT AMAR BACCHU DUTTA AND AMAR DUTTA IS THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I BARMESWAR SINGH & BARMESHWAR PD SINGH, S/O LATE RAM SWARUP SINGH, R/O HOUSE NO 1, NEAR SHITLA MANDIR, GUJRAT COLONY, CHAS, BOKARO, JHARKHAND, PIN-827013, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BARMESHWAR PRASAD SINGH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/02/2024, THAT BARMESWAR SINGH & BARMESHWAR PD SINGH AND BARMESHWAR PRASAD SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SREEJA DASS, W/O SUMANJIT DASS, R/O 7D, MYSORE ROAD, PS TOLLYGUNGE, KALIGHAT, KOLKATA -700026, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SREEJA SEN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/02/2024, THAT SREEJA SEN AND SREEJA DASS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ANINDITA AMAR DUTTA @ ANINDITA MIHIR PAUL WIFE OF AMAR DUTTA D/O MIHIR KANTI PAUL, RESIDING AT 1 NO DESHBANDHU NAGAR, BLOCK -A, R.N.AVENUE, SODEPUR, PS KHARDAH, KOLKATA -700110, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANINDITA PAUL, VIDE NOTARY PUBLIC AFFIDAVIT AT KOLKATA DATED-6/02/2024, THAT ANINDITA MIHIR PAUL, ANINDITA PAUL, ANINDITA AMAR DUTTA, ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I BEPTI DEVI, W/O SOMNATH BHAGAT, R/O NEW COLONY KURMIDIH KEBIN TOLA PO RAILWAY COLONY, PS BALIDIH, RADHANAGAR BOKARO JHARKHAND -827010, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIPTI DEVI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/02/2024, THAT BIPTI DEVI AND BEPTI DEVI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SK HAFIZUR RAHAMAN, S/O SK RAHAMAT ALI, R/O 22/1/H/9/1, BRIGHT STREET, PO CIRCUS AVENUE, PS KARAYA, DIST KOLKATA, PIN-700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK HAFIZ RAHAMAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT,KOLKATA ON 15/01/2024, THAT SK HAFIZUR RAHAMAN AND SK HAFIZ RAHAMAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SAMI MONDAL & SAMER MONDAL, S/O BIMAL MONDAL, R/O RAMNAGAR BERABERI RAJARHAT GOPALPUR, POST GOPALPUR RAJARHAT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700136, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMIR MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/02/2024, THAT SAMI MONDAL & SAMER MONDAL AND SAMIR MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ARATI RANI JANA, W/O LATE JHANTULAL JANA, R/O VILL CHUR KASWARGERYA, PO BONAI, PS SABANG, DIST PASCHIM MEDINIPUR, PIN-721467, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARATI JANA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD. JUDICIAL MAGISTRATE (1ST CLASS), AT MIDNAPORE ON 11/01/2024, THAT ARATI RANI JANA AND ARATI JANA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SK ROHAMAT HOSSAIN, S/O SEIKH AKHTER HOSSAIN, R/O 31/1, GOLAM JILANI KHAN ROAD, PO TILJALA, PS TILJALA, DIST KOLKATA, PIN-700039, WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEIKH ROHAMAT HOSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/02/2024, THAT SK ROHAMAT HOSSAIN AND SEIKH ROHAMAT HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RUNA CHOWDHURY & RUNA MAJUMDER (CHOUDHURY), W/O PRANAB KUMAR CHOUDHURY,R/O WARD NO 13, NEAR COLLEGE SQUAR, BELONIA NAGAR PANCHAYAT, SOUTH TRIPURA -799155, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUNA CHOWDHURI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/02/2024, THAT RUNA CHOWDHURY & RUNA MAJUMDER (CHOUDHURY), AND RUNA CHOWDHURI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SWAPAN KUMAR PRAMANIK, S/O BIPIN BIHARI PRAMANIK, R/O TALPUR, PO TALPUR, PS TARAKESWAR, HOOGHLY, PIN-712410, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAPAN PRAMANIK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/02/2024, THAT SWAPAN KUMAR PRAMANIK AND SWAPAN PRAMANIK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PRANAB CHOUDHURY, S/O LATE UPENDRA KUMAR CHOUDHURY, R/O WARD 13, NEAR COLLEGE SQUAR, BELONIA NAGAR PANCHAYAT SOUTH TRIPURA-799155, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRANAB KUMAR CHOUDHURY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/02/2024, THAT PRANAB KUMAR CHOUDHURY AND PRANAB CHOUDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I DEV(NAME) MANAKSIA AGRAWAL (SURNAME), SON OF VARUN AGRAWAL ,RESIDING AT 391 S.N. ROY ROAD, PO-SAHAPUR, KOLKATA- 700038, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEV MANAKSIA(NAME) AGRAWAL (SURNAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/02/2024.THAT DEV(NAME) MANAKSIA AGRAWAL (SURNAME) AND DEV MANAKSIA (NAME) AGRAWAL (SURNAME) ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MAN MOHAN RATHI, S/O GORDHAN DAS MUNDHRA, R/O 34B, B T ROAD, AVISHI TRIDENT, TOWER 2, FLAT 17D, PS COSSIPORE, KOLKATA -700002, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAN MOHAN MUNDHRA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/02/2024, THAT MAN MOHAN RATHI AND MAN MOHAN MUNDHRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I DIPANNITA JAISWAL, W/O RAHUL JAISWAL , R/O 14, BIPLABI BENOY BOSE ROAD, PS SURVEY PARK, KOLKATA - 700075, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPANNITA ROY CHOUDHURY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/02/2024, THAT DIPANNITA JAISWAL AND DIPANNITA ROY CHOUDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SHEIKH QAMRUDDIN, S/O SK SAMSUDDIN, R/O 6C, TOPSIA 2ND LANE, PO TILJALA, PS TILJALA, KOLKATA -700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK KAMRUDDIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/02/2024, THAT SHEIKH QAMRUDDIN AND SK KAMRUDDIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Baishnabi Saha (old name) D/O Late Adesh Saha, Residing at 31/C, Town Shend Road, P.O. & P.S.- Bhowanipore, Kolkata- 700025, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Vaishnavi Saha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/02/2024. Vaishnavi Saha (new name) and Baishnabi Saha (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Prasha Majumder Das (old name) W/O Sougata Majumder, Presently residing at 3 No Debigarh, Near Mira Furniture, P.O.- Madhyamgram, Dist- North 24 Pgs, Pin-700129, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Prasha Majumder (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/02/2024. Prasha Majumder (new name) and Prasha Majumder Das (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Nabanita Sarkar (old name) W/O Santosh Sarcar, Residing at 65A/H/20, Satin Sen Sarani, Kankurgachi, Kolkata- 700054, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nabanita Sarkar Dey (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/02/2024. Nabanita Sarkar Dey (new name) and Nabanita Sarkar (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Tarun kumar Dewari S/o Manojkrishna Deury R/o Vill- Chikanpara, P.O.-Thakurnagar, P.S.- Gaighata, Dist.- 24 Pgs (N), Pin-743287 shall henceforth be known as Tarun Kumar Deury. I declare that Tarun Kumar Deury and TarunkumarDewariis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-02-2024.

Name Change

I, Sk Hasibur Rahaman S/o SkSerajul R/o Kasbagola, P.O.-Kasbagola, P.S.- Egra, Purba Medinipur, Pin-721447, W.B., India shall henceforth be known as SkHabibur Rahaman. I declare that SkHabibur Rahamanand Sk Hasibur Rahamanis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-02-2024

Name Change

I, Supriya Mondal W/o Paritosh-Mandal R/o 39B, Beltala Road, P.O.- L.R Sarani, P.S.- Ballygunge,Dist- Kolkata-700020, W.B. shall henceforth be known as Supriya Mandal.I declare that SupriyaMandaland SupriyaMondalis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-02-2024.

Name Change

I, Raosanara Begam W/O Torab Mullick R/O- Dakshin Chitpukur, Purba Nawabpur, Krishnarampur, Hooghly , W.B, Pin-712705. Shall Henceforth Be Known As Raoshanara Mallik. I Declare That Raosanara Begam And Raoshanara Mallik Is Same And One Identical Person By Virtue Of Affidavit Sworn Before The Notary Public, Kolkata On 01-02-2024.

Name Change

I, Apurba Saha(Old Name) S/o Late Ramesh Chandra Saha Resident of 210/19/12, Old Calcutta Road, Muktapukur New Complex, Barrackpore(m), PO-Talpukur, PS-Titagarh, Dist-North 24 Parganas, Kolkata-700123 do hereby solemnly affirm and declaring my actual name APURBA KUMAR SAHA instead of APURBA SAHA, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class, Barrackpore, North 24 Parganas on 02.02.2024. APURBA SAHA and APURBA KUMAR SAHA both are same and one identical person.

Name Change

I, Previously Called JAMILA BEGUM (old name) w/o,Late Anwar Hussain Khan R/o, 27,Dent Mission Road, P.S.Ekbalpur, Kolkata-700023. Have Changed My Name as ZAMILA KHATOON (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on-06/02/2024. Therefore JAMILA BEGUM and ZAMILA KHATOON are same identical persons.

Name Change

I, Previously Called KAPIL DEO GUPTA (old name)S/o,Ram Kewal Gupta R/o, 44/A, Sanatan Mistry Lane, P.S.Golabari Howrah - 711106.Have Changed My Name as KAPIL DEV GUPTA (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on-06/02/2024. Tharefore KAPIL DEO GUPTA and KAPIL DEV GUPTA are same identical persons.

বিক্ষোভের নামে কার্যত বিদ্যালয়ের ভিতরে দাদাগিরি অভিভাবক সহ বহিরাগতের! ঘটনাস্থলে পুলিশ প্রশাসন

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ অতীতে একাধিক বিক্ষোভের সামিল থেকেছে বঙ্গবাসী। কখনও কোন কলকারখানা তো কখনো অনত্র, এমনকি কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও বিক্ষোভের সাক্ষী থেকেছে সকলে। এবার সন্তানদের বিদ্যালয়ে গিয়ে, অভিভাবকদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের সাক্ষী থাকলো নদীয়ার নবদ্বীপ শহর, আর এই বিক্ষোভকে, বিক্ষোভের নামে কার্যত দাদাগিরি বলছে সংশ্লিষ্ট মহল। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে নদীয়ার নবদ্বীপ শহরের নন্দীপাড়া বকুলতলা ফীডার ইন্সটিটিউশন (প্রাথমিক বিদ্যালয়ে) নামক বিদ্যালয়ে। জানা যায় এই বিদ্যালয়ের বর্তমানে টিচার ইনচার্জ পদে দীর্ঘদিন ধরে চাকরি করছেন গৌতম গড়াই নামে এক শিক্ষক। আর এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে সরকারি নির্দেশ পেয়েছেন কৌস্তুভ সরকার নামে এক শিক্ষক, যিনি বর্তমানে শহরের প্রনবানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। সূত্র মারফত জানা যায়, নবদ্বীপ শহর চক্রে মোট ৩৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, যেখানে ৩ টে বিদ্যালয়ে পূর্ব থেকেই প্রধান শিক্ষক ছিলো। বাকি ৩৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্যানেল তৈরী করে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। সূত্র মারফত আরও জানা যায় ওই ৩৩ টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫ টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেবার জন্য কেউ আবেদন করে নি। বাকি ২৮ টি বিদ্যালয়ের জন্য ২৮ জন শিক্ষক আবেদন করে। এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমতি ও নির্দেশ মতো ২৬ টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক রূপে ২৬ জন শিক্ষক ইতিমধ্যে তাদের দায়িত্ব গ্রহন করেছে। বর্তমানে এই বকুলতলা ফীডার ইন্সটিটিউট ও গৌতমবাবুর বদলি হওয়া স্কুলে এখনো প্রধান শিক্ষক হিসেবে কেউ দায়িত্ব গ্রহন করেনি। আর মঙ্গলবার সরকারি নিয়মানুযায়ী ও নির্দেশে বকুলতলা ফীডার ইন্সটিটিউট এ প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিতে হাজির হন শিক্ষক কৌস্তুভ সরকার, আর তাকে ঘিরে কার্যত বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ঐ বিদ্যালয়ের অভিভাবকেরা, পরিস্থিতি এমন জায়গায় গড়ায় কৌস্তুভবাবুকে কার্যত হেনস্তার শিকারও হতে হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ, পুলিশ গিয়ে শিক্ষক কৌস্তুভ সরকারকে উদ্ধার করে ঘটনাস্থল থেকে নিয়ে যায়। এদিন বিক্ষোভের সময় অভিভাবকদের পাশাপাশি ছোট ছোট পড়ুয়াদের হাত দেখা যায় শিক্ষক কৌস্তুভ সরকারের বিরুদ্ধে GO BAC লেখা পোস্টার। সাথে দেখা যায় অভিভাবকদের হাতে শিকল ও তালা। জানা যায় গত চার-পাঁচ দিন ধরে বকুলতলা ফীডার ইন্সটিটিউট এর সামনে এভাবেই বিক্ষোভ দেখানোর জন্য হাজির থাকতো অভিভাবকেরা। পাশাপাশি আরও জানা যায় গতকাল সোমবারও এই বিদ্যালয়ের গেটের বাইরে বিক্ষোভে সামিল হতে দেখা গিয়েছিল বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের। তাদের দাবি ছিলো এই স্কুলে বর্তমান টিচার ইনচার্জ গৌতম গড়াই এর বদলি করা চলবে না। আর বিগত কয়েক দিন ধরে বিদ্যালয় চত্বরের এহেন ঘটনা ঘটায় পুলিশ প্রশাসন ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও আঙুল তুলছে অভিভাবকদের একাংশ সহ স্থানীয়দের একাংশও ও শিক্ষক মহলও। আর এদিন কৌস্তুভ সরকার হাজির হলে বিক্ষোভের নামে কার্যত তার ওপর চড়াও হয় অভিভাবকেরা। পাশাপাশি অভিভাবকেরা তাদের দাবীতেই অনড় থাকে। ঘটনার প্রসঙ্গে শিক্ষক কৌস্তুভ সরকার বলেন আমি সরকারি আদেশ পালনে এখানে এসেছি, পাশাপাশি এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের তথ্যও তিনি উড়িয়ে বলেন আমি যেখানে চাকরি করবো তা নিয়ে কিছু বলবো না। সব মিলিয়ে বিদ্যালয়ের মতো এহেন সরকারি প্রতিষ্ঠানে অভিভাবকদের এহেন আচরণ, পড়ুয়াদের মনে যে একটা খারাপ প্রভাব পরতে পারে তা বলাই বাহুল্য। পাশাপাশি যোগ্যতা ও সরকারি দপ্তরের অনুমতি নিয়ে বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিতে গিয়ে এহেন ঘটনা যে ওই বিদ্যালয়ের সম্মানে আঘাত হানলো তাও বলাই বাহুল্য। সূত্র মারফত জানা যায় ঘটনার পরবর্তী সময়ে শিক্ষক কৌস্তুভ সরকার নবদ্বীপ শহরের সরকার পাড়াস্থিত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হাজির হয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণের যাবতীয় কাজ শেষ করেন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে এও জানা যায় সামগ্রিক ঘটনা তারাও তাদের উর্দ্ধতর কর্তৃপক্ষের কাছে জানাবেন ও এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করবেন।

১১ দিন ধরে নিখোঁজ বাবা ও তিন বছরের কন্যা সন্তান, পুলিশ সহযোগিতা করছে না বলে অভিযোগ পরিবারের

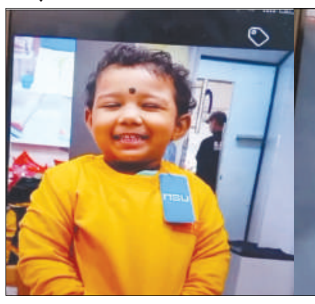

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আবারও নিখোঁজের ঘটনা মালদায়। ১১ দিন ধরে নিখোঁজ বাবা ও তিন বছরের কন্যা সন্তান। পিকনিক করতে যাবে বলে বাড়ি থেকে বেরানোর পর থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় বাবা ও মেয়ে। ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনে বাড়ি থেকে বের হয় বাবা ও মেয়ে তারপর তারা আজও নিখোঁজ রয়েছে। ইংরেজবাজার শহরের সানিপার্ক এলাকার বাসিন্দা ইন্দ্রজিত সরকার। তিনি একজন বেসরকারি ব্যাংকের কর্মী। স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে তিনি ভাড়া থাকতেন। তার স্ত্রী ঝুমা গোস্বামী ২৭ জানুয়ারি ইংরেজ বাজার থানায় তার স্বামী ও তার তিন বছরের কন্যা সন্তান নিখোঁজের বিষয় নিয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। ১১ দিন প্রায় হতে চলেছে এখনো পর্যন্ত তাদের কোন সন্ধান পায়নি পুলিশ। রীতিমতো চিন্তিত পরিবারের সদস্যরা। ঝুমা গোস্বামী জানান ২৬ তারিখ সকাল ১০.৩০ টার দিকে তার স্বামী তার তিন বছরের কন্যাকে নিয়ে পিকনিক করতে যাবে বলে বাড়ি থেকে বেরোয় তারপর সে আর বাড়ি ফিরে নি। ২৭ তারিখে এ বিষয়ে থানার অভিযোগ জানানো হয়। পুলিশ সেভাবে সহযোগিতা করছে না বলে অভিযোগ পরিবারের। প্রতিদিনই থানায় যাওয়া হচ্ছে। অবশেষে মালদা জেলা আদালত দ্বারস্থ হয়েছে পরিবার। শুধু তাই নয় স্বামী ও মেয়েকে ফিরে পাওয়ার বিষয় নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, এবং রাজ্যপাল কে লিখিত অভিযোগ স্পিড পোস্টের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। রীতিমতো চিন্তিত পরিবার। নিখোঁজের দিন থেকেই মোবাইলে সুইচ বন্ধ পাচ্ছেন তারা। কোথায় আছে কেমন আছে? কোন কিছু জানতে পারছেন না পরিবার। সম্প্রতি উত্তর বালুচরের ১০ বছরের নাবালিকার খুনের ঘটনা নিয়ে রীতিমতো তোলপাড় গোটা রাজ্য, গোটা জেলা। এই বিষয়েও রীতিমত চিন্তার মধ্যেই রয়েছেন ঝুমা গোস্বামী। স্বামী ও মেয়েকে পাওয়ার বিষয়ে হাত জোড় করে প্রার্থনা। বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ী জানান, একজন মহিলা গত ১১ দিন আগে তার স্বামী ও কন্যা সন্তানকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে পুলিশকে জানায়। কিন্তু পুলিশ এখনো অবধি কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না।। নিরাপত্তার অভাববোধ করছে পরিবার। পুলিশের দিক থেকে কোনরকম নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে না। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। মালদা জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি বাবলা সরকার জানান বিষয়টি জানা আছে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল কে জানিয়েছেন তিনি অভিযোগ জানাতে পারেন। তবে পুলিশ ঠিক কাজই করছে। এইসব বিষয় নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়।

গাড়ি ভাড়া করা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.-এর বিজ্ঞাপন.: ইএল/২৯/আরটি৩-২০২৩/জিইএম/কে/১০৮৬, তারিখ: ০২-০২-২০২৪। বিড নম্বর: জিইএম/২০২৪/বি/৪৫৪৮৩৫২; তারিখ: ০২-০২-২০২৪। কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনে - ০৩ বছরের জন্য এসএসই/ইলেক্ট/পি/আইসি/কাটিহার সেকশনে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির প্রতিদিনের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যর্থতার সময় জরুরী পুনঃস্থাপনের জন্য নিয়মিত রেলের সামগ্রী পরিবহনের জন্য ০১টি গাড়ি ভাড়া করা (মাসিক ভিত্তিক ক্যাব এবং ট্যাক্সি ভাড়া করা-এমইউভি)। কাজের আনুমানিক খরচ: ₹ ১৬,৮৫,২৩২/-; বায়না মূল্য: ₹ ৩৩,৭১০/-; বিডের শেষ তারিখ ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ২৬-০২-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের টেন্ডারের নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য ২৬-০২-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/জেন এবং সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সাময়িক রক্ষণাবেক্ষণ এবং এটেন্ডিং ফেইল্যারের সম্পাদন

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসএনটি-২৬-এলএমজি-২০২৩-২৪-আরটি তারিখঃ ০২-০২-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ কাজের নামঃ এবং স্থানঃ লামডিং মণ্ডলের চাপরমুখ শাখা সহিত জামগুড়ি-ঠেকেরাগুড়ি খণ্ডে ০১ (এক) বৎসরের জন্যে ৭৯ টি কির্লোস্কার মেক পরিবেশ অনুকূল ডিজি সেটের (১৫ কেভিএ ৬০ টি এবং ৭.৫/৫ কেভিএ ১৯ টি) সাময়িক রক্ষণাবেক্ষণ এবং এটেন্ডিং ফেইল্যারের সম্পাদন করা। টেণ্ডার রাশিঃ ৩০,৩১,৬৩০.৬১ টাকা। বায়না রাশিঃ ৬০,৬০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় ২৬-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৬-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

CHANDITALA GRAM PANCHAYAT
Vill-CHANDITALA PO-CHANDITALA Dist-Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of CHANDITALA Gram Panchayat under Chanditala-II Dev block, CHANDITALA Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work Si no 1:-NIT no-66/CGP dt 05.02.2024 Tenderid - 2024_ZPHD_660797_1 Publish Date- 05.02.2024 6.00 PM; Name of The Work- Construction of CC road from Mohon Ghosh to Sunil Ghosh UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT; Fund- 15TH FC UNTied ; TENDER Amount-Rs. 196578.00 NIT no-66/CGP dt 05.02.2024 Tenderid-2024_ZPHD_660797_2 Publish Date- 05.02.2024 6.00 PM; Name of The Work-CONSTRUCTION OF CONCRETE Road FROM H/O MANIK RAY TO SHITALA PUKUR VIA BAPPA GHOSH SUTUL GHOSH AT SANSAD 12 UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT; Fund- 15TH FC UNTied ; TENDER Amount- Rs. 197559.00 NIT no- 67/CGP dt 05.02.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_661318_1 Publish Date- 06.02.2024 9.00 AM; Name of The Work- Construction of Pucca drain from Panchayet drain to Palpara Mandir at SN 14 UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT; Fund- 15TH FC Tied ; TENDER Amount-Rs. 196430.00 NIT no-67/CGP dt 05.02.2024 Tenderid-2024_ZPHD_661318_2 Publish Date- 06.02.2024 9.00 AM; Name of The Work-CONSTRUCTION OF CONCRETE DRAIN FROM H/O TARAK GHOSH TO SHITALA MATA MONDIR AT SANSAD 10 UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT; Fund-15TH FC Tied ; TENDER Amount-Rs. 290446.00 Completion Time-15 days .Late Date of Online Submission of technical & Financial BID upto:- 14.02.2024, 10.20 AM, DATE of opening technical & Financial BID 16.02.2024 11.00AM For details visit website https://wbtenders.gov.in

আত্মা প্রকল্পে আদিবাসী মানুষদের সাহায্য প্রদান জামালপুরে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে জামালপুর ব্লক কৃষি অধিকরণ এর পক্ষ থেকে ব্লক অফিসে আত্মা প্রকল্পে ২৬ জন খেটে খাওয়া আদিবাসী মানুষদের হাতে মাঠে কাজ করার সরঞ্জাম হিসাবে দুটি ধামা, একটি করে কোদাল, টাঙ্গনা, কাস্তে, পাশী, লাঙ্গল তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন বিডিও পার্থ সারথী দে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, ব্লক কৃষি আধিকারিক সঞ্জীবুল ইসলাম, এস টি সেলের জেলা সভাপতি তারক টুডু, আত্মা কমিটির চেয়ারম্যান লালু হেমব্রম, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ জয়দেব দাস সহ অন্যান্যরা। মেহেমুদ খান বলেন মাঠে কাজ করার উপযোগী এই জিনিসগুলি এই মাঠে খেটে খাওয়া আদিবাসী মানুষগুলোর যথেষ্ট উপকার হবে। তিনি বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নজর সবার উপরই আছে। তাই বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অসহায় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান তিনি। উপভোক্তা এই মানুষগুলো এই

জিনিসগুলো পেয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T. No.-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-208/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-209/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-210/2023-24 & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-216/2023-24. Bid submission closing date (online)-16/02/2024 instead of 05/02/2024 and Bid submission opening date (online)-20/02/2024 instead of 08/02/2024. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e- tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

চিরাচরিত ঐতিহ্য মেনে হলো মাঘ মেলা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ চিরাচরিত ঐতিহ্য মেনে হলো মাঘমেলা ও শ্রীনিকেতনের বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন শান্তিনিকেতন আমার হৃদয় হলে, আমার দুটি বাহু শ্রীনিকেতন। চিরাচরিত এই মেলায় বরাবরই ভিড় জমান দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পর্যটকরা। এই মেলা চলে তিনদিন। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ থেকে একশো দুই বছর আগে অর্থাৎ ১৯২২ সাল থেকে কবিগুরু গ্রাম বাংলার মানুষদের নিয়ে শ্রীনিকেতনে কাজ শুরু করেন। নিজেকে প্রকাশিত করার মাধ্যম এই মেলা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রাম বাংলার কৃষিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে এই মেলার সূচনা করেন। সেই সময় কৃষকরা নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করতেন এই মেলায়। মেলার অন্যতম আকর্ষণ কৃষি প্রদর্শনী। শুধু বীরভূম জেলার নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের চাষ বাসের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করতো। সকালে শ্রী নিকেতনের কুঠি বাড়িতে চলতো মানুষের আনাগোনা। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। এবছর মাঘ মেলায় এলে দেখা যাবে প্রায় ১০ কেজি ওজনের লাউ, ১৫ কেজি ওজনের কুমড়ো এছাড়াও বিভিন্ন শাক সবজি। এই বছর প্রদর্শনীতে প্রায় ১৫০ জন চাষি অংশ গ্রহন করে। ১০২ তম মাঘ মেলার সূচনা করেন ICAR কলকাতা ডিরেক্টর ড. প্রদীপ দে , বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয় কুমার মল্লিক। শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্র- ছাত্রীদের নিদর্শন পত্র তুলে দেওয়া হয় অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে। শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন বিভাগ মেলায় তাদের নিজেদের তৈরি জিনিস নিয়ে হাজির হয়েছেন। বসেছে একটি ছোট আকারে মেলা যেখানে হরেক রকমের মাল বিকিকিনি হচ্ছে। বাউল ফকিররা হাজির হয়েছেন এই মেলায়। শান্তিনিকেতনের সমাবর্তন উৎসবে যেমন পড়ুয়াদের হাতে নিদর্শন পত্র তুলে দেওয়া হয় শ্রীনিকেতনের এই উৎসবে শিল্প সদনের পড়ুয়াদের হাতে তেমনি নিদর্শন পত্র তুলে দেওয়া হয়। শান্তিনিকেতনের ভাষায় এই উৎসব আদতে মিনি সমাবর্তন। এদিন উসব শুরু হওয়ায় আগে প্রতিটি ভবনের প্রধানরা বিভাগীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন। আর এই মেলাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষজন তাদের হাতের তৈরী জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবতীর

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্ধমানের গলসিতে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মঙ্গলবার প্রান গেল এক যুবতীর। মৃতের নাম নাদিয়া মল্লিক। বয়স আনুমানিক ২১ বছর। তিনি শক্তিগড় থানার মাঝের পাড়া গ্রামের বাসিন্দা। মৃত ওই যুবতী একটি বেসরকারী ফাইনান্স সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। এদিন সেই কাজে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। মর্মান্তিক ওই দুর্ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহ তুলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন তিনি দুইচাকা গাড়ি নিয়ে গলিগ্রামের কাছে একটি পেট্রোল পাম্পে ঢুকেছিলেন। সেখান থেকে বেড়িয়ে জাতীয় সড়ক ধরে তিলডাঁঙা গ্রামে তার অফিসের কাজে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় উঠে কয়েক মিটার যেতেই পিছন থেকে একটি গাড়ি তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। ঘটনায় তার মাথায় উপর দিকে গাড়ির চাকা চলে যায়। ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয় বলে জানান প্রত্যক্ষর্দশীরা। তাদের দাবী, জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জেরে রাস্তার ধারে লাগানো হয়েছে সিমেন্টের গার্ড ওয়াল। ফলে সংকীর্ণ হয়ে গেছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক। রাস্তার কাজ ধীরগতিতে হওয়ায় ওই দুর্ঘটনা। তারা রাস্তার কাজ দ্রুত করার আবেদন জানিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। তারা মৃতদেহ উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

গাড়ি ভাড়া

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/২৯/আরটি৪-২০২৩/জিইএম/কে/১০৮৭, তারিখঃ ০২-০২-২০২৪। (বিড নম্বর ঃ জিইএম/২০২৪/বি/৪৫৪৮৪৩৯, তারিখঃ ০২-০২-২০২৪)। নিম্নস্বাক্ষরকারীর পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশনেঃ ০৩ বছর সময়ের জন্য এসএসই /ইলেক্ট/পি/আইসি/মালদা টাউন সেকশনে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যর্থতার জরুরীকালীন পুনরুদ্ধারের জন্য নিয়মিতভাবে রেলওয়ে উপকরণ পরিবহণের জন্য ০১ টি গাড়ি (মাসিক ভিত্তিক ক্যাব ও ট্যাক্সি ভাড়া-এমইউভি) ভাড়া নেওয়া হবে। টেন্ডার মূল্যঃ ১৬,৮৫,২৩২ টাকা; বায়নার ধন ঃ ৩৩,৭১০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৬-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২৬-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৬-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/জিইএন অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Office of the Kapasharia Gram Panchayat
Notice Inviting E-Tender

Online Tenders are invited from experienced and resourceful bidders for the following: (1) NIT No. 180/E-NIT/KGP/2023-24 for INSTALLATION OF STREET LIGHT UNDER ALL SAMSAD OF KAPASHARIA GP. Last date of uploading of asking documents as per NIT(online) on or before 10/02/2024 up to 6 PM. Date of Opening of Tender (online)for Technical on 13/02/2024 at 11 A.M. & Financial at 2 P.M. For details please visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Kapasharia Gram Panchayat

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091

E-Tender Notice
Memo No-5217/WS/SD Dated-06/02/2024

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. WBMAD/C/HCM/WS/NIT2/2e/24 and Tender Id No-2024_MAD_661714_1 for Sinking of 200 x 300mm dia Tube well by Rig boring system at Antar Bagan in W- 23 under 15 th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: 22/02/2024 at 11:00 hrs. For more details and bidding online please visit website- https://wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড

CIN: L63040WB1986PLC040796
নিবন্ধিত অফিসঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০ ০০১
ই-মেইলঃ infotspiritualworld.com ওয়েবসাইটঃ www.tspiritualworld.com

৩য়-এর জন্য অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩-এ ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস শেষ হয়েছে
সেবি (লর্ড) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	কোয়ার্টার শেষ ৩১.১২.২০২৩	নয় মাস শেষ ৩১.১২.২০২৩	অনুরূপ কোয়ার্টার শেষ হয়েছে ৩১.১২.২০২২
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১।	অপারেশন থেকে মোট আয়	০.১৮০	০.৫৪০	-
২।	নিট মুনাফা (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৩.৪০৪)	(১৫.৬৮৮)	(২.৮১৭)
৩।	নিট লাভ (ক্ষতি) ট্যাক্সের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(৩.৪০৪)	(১৫.৬৮৮)	(২.৮১৭)
৪।	নিট মুনাফা (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(৩.৪০৪)	(১৫.৬৮৮)	(২.৮১৭)
৬।	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	২,০০০.২০০	২,০০০.২০০	২,০০০.২০০
৭।	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত যেমনটি নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো হয়েছেগত বছর)	-	-	-
৮।	শেয়ার প্রতি আয়(প্রতিটি ১০- টাকা) (বার্ষিক নয়) মৌলিক ও পাতলা	(০.০১৭)	(০.০৭৮)	(০.০১৪)

বিঃদ্র ঃ
উপরোক্তটি সেবি(লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক সমাপ্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টকে উপলব্ধ। এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেমন- www.bseindia.com, www.cse-india.com. একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় যেমন- www.tspiritualworld.com

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
T.Spiritual World Limited এর জন্য
নেত্র বাহাদুর রানাভাত
পুরো সময়ের পরিচালক
DIN :06716666

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

স্ত্রীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে ধৃত যুবক

দেবাশীষ কংশবণিক, নবদ্বীপ, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বধূ নির্যাতন ও খুনের চেষ্টার অভিযোগে প্রাচীন মায়াপুর থেকে গ্রেপ্তার যুবক। সোমবার বিকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রাচীন মায়াপুর বসাক পাড়া থেকে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পুলিস জানিয়েছে ধৃতের নাম শুভ্র শর্মা। তার বাড়ি নবদ্বীপ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাচীনমায়াপুর বসাক পাড়ায়। এদিন ধৃতকে নবদ্বীপ আদালতে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করা হলে, বিচারক অভিযুক্তকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে নবদ্বীপ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাচীনমায়াপুর বসাক পাড়ার বাসিন্দা শুভ্র শর্মার সঙ্গে পিঙ্কি কংশ বণিক (শর্মা) ভালবাসা করে বিয়ে হয়। অভিযুক্তের কর্মস্থল মহারাষ্ট্রের পুনেতে হওয়ায় বিয়ের কিছুদিন পরই দম্পতি সেখানে চলে যায়। নির্যাতিতার অভিযোগ, বিয়ের কয়েক মাস পর থেকেই তার স্বামী শারীরিক নির্যাতন চালাতে শুরু করে। স্বামীর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে সেখান থেকে নবদ্বীপের বাপের বাড়িতে চলে আসে ওই গৃহবধূ। নির্যাতিতার অভিযোগ বিয়ের পর থেকে বিভিন্ন কারণে তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাত অভিযুক্ত স্বামী শুভ্র। গত ৪ ফেব্রুয়ারি রাত ৯ টা নাগাদ অভিযুক্ত তার বাপের বাড়িতে ঢুকে প্রচন্ড মারধর করে। এমনকি শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টাও করে বলে অভিযোগ। সেই রাতেই নির্যাতিতা গৃহবধূ নবদ্বীপ থানার দ্বারস্থ হন। সোমবার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে বিকেলে অভিযুক্ত স্বামী শুভ্র শর্মাকে বসাকপাড়া থেকে গ্রেফতার করে।

জনসংযোগ কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে সমস্যা সমাধান এবং জনসংযোগ কর্মসূচিতে মালদায় প্রায় তিন লক্ষ মানুষ পরিষেবা প্রদানমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গত ২৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া জনসংযোগ কর্মসূচি ক্যাম্প থেকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের পরিষেবা প্রদান এবং সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন।

Tender

Nit No:-13/DGP/15 th (2 ND CALL)23-2024 dated 07/02/2024 Prodhan Duila Gram Panchayet invites Online tender related to devolopment work at Duila Gram Panchayat area. Last date & time limit of application to participate in tender 14/02/2024 upto 10:00 a.m Last date & time limit for receipt of tender upto 14/02/2024 10:00 a.m. For details visit office notice board and also www.wbtender.gov.in

SD/-
SRABANI BAG
Pradhan Duila Gram Panchayat

Office of The Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-TENDER

E-tenders are hereby invited by the undersigned for Construction of 4nos. Tubewell and 1 No Laying of Pavering blocks under Bishnupur I Panchayat Samity, derails of which as noted below:- 1. N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-38(05)/23-24, Date: 06.02.2024. 2. Tender ID: 2024_ZPHD_662167. 3. Bid submission start date: 07.02.2024 at 11:00 Hrs. 4. Bid submission closing date: 16.02.2024 at 15:00 Hrs. Details available from the website http://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas

DUDHORIA CONSTRUCTION CO. LTD.

CIN No. L45201WB1981PLC033825
Regd. Office : 53C, Mirza Ghalib Street, Kolkata - 700 016
Email: progressiveservicesindia@gmail.com

Statement of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter/Nine Months ended 31st December, 2023

PART- I (Rs. In Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2022 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2022 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1	**Revenue From Operations**						
	(a) Interest Income	24.12	24.06	14.13	72.11	38.10	61.45
	Total Revenue From Operations	24.12	24.06	14.13	72.11	38.10	61.45
2	Other Income	0.13	0.01	63.51	3.27	63.52	64.06
3	**Total Income**	**24.25**	**24.07**	**77.64**	**75.38**	**101.62**	**125.51**
4	**Expenses**						
	(a) Finance Costs	0.25	0.31	0.33	0.80	1.18	1.36
	(b) Purchase of Stock In Trade	-	3.00	-	9.00	9.00	9.00
	(c) Changes in Inventories of Work In Progress	(0.10)	(3.11)	(0.16)	(9.38)	(9.16)	(11.84)
	(d) Employees Benefit Expenses	1.90	1.69	1.66	5.28	5.44	7.11
	(e) Depreciation and Amortisation Expenses	2.93	2.93	2.15	7.94	6.35	8.45
	(f) Other Expenses	5.68	5.80	5.50	16.54	13.12	20.93
	Total Expenses	**10.66**	**10.62**	**9.48**	**30.18**	**25.93**	**35.01**
5	**Profit / (Loss) before tax (3-4)**	**13.59**	**13.45**	**68.16**	**45.20**	**75.69**	**90.50**
6	Tax Expenses						
	1) Current tax	-	-	-	-	-	7.45
	3) Deferred Tax	-	-	-	-	-	(3.07)
	Total Tax Epenses	-	-	-	-	-	4.38
7	**Profit/(Loss) for the period (5-6)**	**13.59**	**13.45**	**68.16**	**45.20**	**75.69**	**86.12**
8	Other Comprehensive Income	-	-	-	-	-	-
9	**Total Comprehensive Income (7-8)**	**13.59**	**13.45**	**68.16**	**45.20**	**75.69**	**86.12**
10	Paid Up Equity Share Capital (F. V. Rs. 10/- each)	142.68	142.68	142.68	142.68	142.68	142.68
11	Earning Per Share (F.V. Rs.10/- each) (not annualised)						
	1) Basic	0.95	0.94	4.78	3.17	5.30	6.04
	2) Diluted	0.95	0.94	4.78	3.17	5.30	6.04

Statement of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter/Nine ended 31st December, 2023

Notes:-
1 The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 6th February 2024. The Statutory Auditors have conducted a "Limited Review" of these results in terms of Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligation & Disclosures Requirements) Regulations 2015.
2 The Company operates mainly in one business segment i.e Investment & Finance and all other activities revolve around the main activity and as such there are no other reportable segment as identified by the Chief Operating Decision Maker of the company as required under Ind AS 108.
3 Provision for Income Tax will be accounted for at the end of the financial year.
4 No Investors Complaints were pending at the beginning of the quarter and none were received during the quarter.
5 Previous Year figures are regrouped / reclassified, to confirm to the current period classification.
6 As the company has no subsidiary Regulation 33(3)(b) of SEBI (LODR) (Amendment) Regulations, 2018 is not applicable on our Company.
7 Disclosures of Debt Service Coverage Ratio and Interest Service Coverage Ratio is not mandatory for NBFCs registered with RBI as exempted under Regulation 54(2) of SEBI (LODR), 2015. Hence, the same has not been disclosed by virtue of such exemption.

For and on behalf of Board of Directors
Sd/-
Rishabh Jain
Managing Director
DIN : 06663369

Place : Kolkata
Date : 06.02.2024

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Ex. Engr. (E)/Ltg./Z-I/Br.-III, KMC** invites E-Tender online percentage bid system for the following works:
(1) NIT No.: LTG/465/WD-33/BR-III/Z-1/23-24
Name of the Work: **Improvement of street lighting arrangement at Road Divider of Hemchandra Naskar Road (CIT More to Trikone Park) under Ward No.-33.** Estimated Amount: ₹ **1,99,771.94**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.**
(2) NIT No.: LTG/463/WD-35/BR-III/Z-1/23-24
Name of the Work: **Installation of street lighting arrangement by LED lights at C.I.T. Road (Phool Bagan More) under Ward No.-35.** Estimated Amount: ₹ **2,99,888.23**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **30 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: **16.02.2024 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **05.02.2024 (12 Noon)** (For Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Ex. Engr. (E)/Ltg./Z-III, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/676 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of street lighting system at Ashutosh Mukherjee Road under Ward No.-71, Br.-IX.** Estimated Amount: ₹ **4,47,963.28**. Earnest Money: ₹ **9,000.00.**
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/677 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of street lighting system at Sambhunath Pandit Street and Kansari Para Road under Ward No.-71, Br.-IX.** Estimated Amount: ₹ **2,53,172.66**. Earnest Money: ₹ **5,100.00.** Period of Completion : **30 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: **19.02.2024 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 & 2). Bid opening date for Technical Proposals (online): **19.02.2024 at 4 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **06.02.2024 (4 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Ex. Engr. (E)/Ltg./Z-IV/Br.-X, KMC** invites tender online, two part bid system for the following work:
NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/155/23-24
Name of the Work: **Development of street lighting arrangement by providing LED fittings at Netaji-nagar, Gandhi Colony and adjacent areas of Ward No.-98, Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **1,91,857.01**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion : **10 days**. Last date and time of completion of Bid: **16.02.2024 upto 12 Noon**. The bid forms and other details are available on and from **06.02.2024 from 2 p.m.** The website **https://etender.wb.nic.in**

The **Ex. Engr. (E)/Ltg. (Crm.), KMC** invites tender online, two bid system for following work:
NIT No.: KMC/NBG/LTG/CRM/e-36/23-24
Name of the Work: **Restoration of Furnace No.-8 and allied Brick ducts with Fire Bricks, Heating elements, Door Blanket, Bearing etc. in New Complex of Nimtala Burning Ghat.** Estimated Amount: ₹ **4,62,063.00**. Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion : **10 days**. Last date and time of submission of Bid: **16.02.2024 at 10 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **06.02.2024 at 10 a.m.** The website **https://etender.wb.nic.in**

The **Ex. Engr. (E)/Ltg. (CMO), KMC** invites tender online, two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/128/23-24
Name of the Work: **Improvement of illumination with energy efficient lighting system at the NUHM, Health Deptt., Room No.-254 of CMO Building.** Estimated Amount: **Open Quotation**. Earnest Money: ₹ **3,600.00.** Period of Completion : **7 days**. Last date and time of submission of Bid: **20.02.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **09.02.2024 (5 p.m.).** The website **https://wbtenders.gov.in**

The **Ex. Engr. (C)/Roads, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/438 (1st Call)
Name of the Work: **Laying seal coat over restored drainage trench (Western side), resetting of kerb and channel etc. at Ballygunge Circular Road and Gurusaday Road in Ward No.-69, Br.-VIII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,00,325.94**. Earnest Money: ₹ **8,100.00.** Period of Completion : **30 days**. Last date and time of submission of Bid: **22.02.2024 at 12 Noon.**
(2) NIT No.: KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/439 (1st Call)
Name of the Work: **Raising pit covers at Rajdanga Main Road, Rajdanga Chakraborty Para Road and its surrounding area under Br.-XII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,95,277.81** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days**. Last date and time of submission of Bid: **24.02.2024 at 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **12.02.2024 (12 Noon)** (For Sl. No. 1) & **16.02.2024 (12 Noon)** (For Sl. No. 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **D.G. (Roads)/Mech., KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: ASPH/PB/MH-03/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: **Development of road surface at Jagadish Nath Roy Lane in Ward No.-17, Br.-II under Roads Mechanical Department.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,19,650.19**. Earnest Money: ₹ **8,500.00.** Period of Completion : **12 days**.
(2) NIT No.: ASPH/GG/BS-02/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: **Development of road surface at Oxytown from Premises No. P-131 to P-58 with allied works, in Ward No.-127, Br.-XIV, under Roads Mechanical Department.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **3,88,831.23**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **10 days**. Last date and time of submission of Bid: **22.02.2024 at 11 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2).
(3) NIT No.: ASPH/GG/E-15/2023-24
Name of the Work: **Continuation of operation of the PLC operated Maruti Hot Mix Plant No.-2 at Asphaltum Goragacha.** Estimated Cost: ₹ **3,76,710.00**. Earnest Money: ₹ **7,600.00.** Period of Completion : **180 days**. Last date and time of submission of Bid: **22.02.2024 – 1 p.m.** Bid opening date for Technical Proposal: **24.02.2024 – 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **10.02.2024 after 6 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2) and **10.02.2024, 4 p.m.** (For Sl. No. 3) The website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 3). **(1405/23-24)**

বিশ্বকাপের পরই ফের টি২০ সিরিজ খেলতে জিম্বাবোয়ে যাবে ভারতীয় দল

হারারে, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ চলতি বছরে আইসিসির ইভেন্টগুলির মধ্যে অন্যতম পুরুষদের টি২০ বিশ্বকাপ। চলতি বছরের ৪-৩০ জুন হবে এই টুর্নামেন্ট। কিন্তু বিশ্বকাপের পরও টি২০-র রেশ কাটবে না ভারতীয় দলের জন্য। এমনিতেই বছর ভর ঠাসা ক্রীড়াসূচি রয়েছে রোহিত-বিরাটদের। তারমধ্যেই বিশ্বকাপের পরই আরও একটি দেশের সফরসূচি ঘোষিত হল। ২০২৪ সালে হবে টি২০ বিশ্বকাপ। আগামী বছরের জুন মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসতে চলেছে টি২০ বিশ্বকাপের আসর। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে এরআগেও আইসিসি ইভেন্ট হলেও, এই প্রথমবার মার্কিন মুলুকে কোনও আইসিসি ট্রফি হতে চলেছে। বিশ্বকাপের পরই জিম্বাবোয়ে সফরে যাবে ভারতীয় দল। মঙ্গলবার জিম্বাবোয়ে ক্রিকেট দলের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে সূচি ঘোষিত হল। জিম্বাবোয়ে সফরে ভারতীয় দল ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজে অংশগ্রহণ করবে। প্রথম ম্যাচটি ৬ জুলাই এবং শেষ ম্যাচটি ১৪ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে।

আগামী মরশুমের সূচিতে বড় বদল ফেডারেশনের

বদলে যাচ্ছে সুপার কাপও

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ ঘরোয়া ফুটবলের সূচিতে বড়সড় বদল আনল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। মঙ্গলবার এআইএফএফ-র পক্ষ থেকে ২০২৪-২৫ মরশুমের জন্য ঘরোয়া প্রতিযোগিতার ক্যালেন্ডার ঘোষণা করেছে। এবার মরশুম আরও কিছুটা এগিয়ে আসছে, আগস্ট নয় ঘরোয়া ফুটবল সিজন শুরু হয়ে যাবে জুলাই মাস থেকেই। ভারতীয় ফুটবল দলের অফিসিয়াল হ্যান্ডেল এক্স (আগের টুইটার) এ ঘোষণা করেছে যে আসন্ন ২০২৪-২৫ মরশুমের ঘরোয়া মরশুম জুলাই মাসে ডুরান্ড কাপ দিয়ে শুরু হবে। ২৬ জুলাই থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত হবে ঐতিহ্যবাহী এই ফুটবল প্রতিযোগিতা। আগেই জানা গিয়েছিল ১৫ বা ২০ দিনের জন্য সুপার কাপ হবে না, এই টুর্নামেন্টে বছরের অনেকটা সময় ধরে হবে। তাতেই সিলমোহর দিল ফেডারেশন। আসন্ন মরশুমে সারা বছর ধরে সুপার কাপ খেলানোর জন্য সমস্তরকমের পরিকল্পনা করা হচ্ছে এফএ কাপের মতো। ফুটবলারদের জাতীয় দলের সঙ্গে ক্লাব ফুটবল খেলার সূচিকে মাথায়

রেখে সবরকমের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ঠিক করা হয়েছে ফেডারেশনের বৈঠকে। ২০২৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে সুপার কাপ চালু হবে এই টুর্নামেন্ট চলেব ২০২৫ সালের ১৫ মে পর্যন্ত। এখনও আইএসএলের সূচি ঘোষণা হয়নি। তবে ফেডারেশনের ঘোষণাটি নিশ্চিত করেছে যে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল), আই-লিগ এবং সুপার কাপ পরের মরশুম থেকে একযোগে চলবে। বর্তমানে আই লিগ দেশের দ্বিতীয় সারির লিগে পরিণত হয়েছে। এই লিগের চ্যাম্পিয়ন দল আইএসএলে খেলার সুযোগ পায়। আগামী মরশুমে আই লিগ শুরু হবে ১৯ অক্টোবর ২০২৪ থেকে, তা চলবে ৩০ এপ্রিল ২০২৫ সাল পর্যন্ত। এছাড়াও এআইএফএফ যুব লিগ অনূর্ধ্ব ১৩, অনূর্ধ্ব ১৫, অনূর্ধ্ব ১৭-এর জন্য নয় মাসের উইন্ডো ঘোষণা করেছে। প্রিমিয়ার ঘরোয়া মহিলা টুর্নামেন্ট, ইন্ডিয়ান উইমেনস লিগও ২০২৪-২৫ মরশুমে ছয় মাসের উইন্ডো পেয়েছে। শুধু মাত্র সিনিয়র পুরুষ দলের খেলাই নয় একইসঙ্গে মহিলা এবং বয়স ভিত্তিক ফুটবল লিগকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছে ফেডারেশন। মহিলা প্রিমিয়ার লিগ শুরু হবে চলতি বছরের ৩০ অক্টোবর থেকে শেষ হবে ২০২৫ সালের ৩০ এপ্রিল। এছাড়াও মরশুম জুড়ে চলবে বয়স ভিত্তিক ফুটবল লিগ গুলি। চলতি মরশুমে ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মোহনবাগান এসজি, সুপার কাপ জিতে ১২ বছর পর সর্বভারতীয় ট্রফি ঘরে তুলেছে ইস্টবেঙ্গল। আই লিগে বর্তমানে ভালো জায়গায় আছে মহমেডানও।

ভারতীয় হকি তারকার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিশ্বাসভঙ্গ

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ ভারতীয় হকি তারকা বরুণ কুমারের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। তিনি বেঙ্গালুরুর এক দলিত কিশোরীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিনের পর দিন ধরে ধর্ষণ করে গিয়েছেন। তারপর বিয়ে করতে অস্বীকার করছেন। এই নিয়ে ওই কিশোরীর অভিযোগের ভিত্তিতে বরুণের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। ওই কিশোরীর অভিযোগ, তাঁর বয়স যখন ১৭ বছর, সেইসময় সোশ্যাল মিডিয়ায় হকি তারকার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ওই দলিত মহিলার অভিযোগ, বরুণ প্রেমের অভিনয় করে তাঁকে গত পাঁচবছর ধরে নিয়মিত ধর্ষণ করেছেন। বরুণ বেঙ্গালুরু সাইতে

প্র্যাকটিস করেন। প্র্যাকটিসে যাওয়ার সময় ফাঁকা বাড়িতে ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। বরুণের আদি বাড়ি হিমাচল প্রদেশে। তবে পাঞ্জাবের জলন্ধরে তাঁর একটি দামি ফ্ল্যাট রয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে বরুণের খোঁজ চালানো হচ্ছে। বরুণ জাতীয় দলের নিয়মিত সদস্য, তিনি দলের ড্যাগফ্লিকার হিসেবে পরিচিত। এমনকী পেনাল্টি কর্নার মারার ক্ষেত্রেও বরুণের সুনাম রয়েছে।

অবিশ্বাস্য ফর্মে বুমরা, আসল কারণ তুলে ধরলেন সামি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

১৫০ উইকেটের ক্লাবে সবাইকে টপকে এক নম্বরে চলে এসেছেন জসপ্রীত বুমরা। বিশাখাপত্তনম টেস্টে বুমরা ৯ উইকেট নিয়েছেন। কার্যত একাই ভারতীয় টিমকে জয়ের সরণিতে ফিরিয়েছেন বুমরা। অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন টেস্টে ৮৩৮০ বল ডেলিভারি করে নিয়েছিলেন ১৫০ উইকেট। এর পরই পেস বোলারদের রাজত্ব। ১৯৮৩ সালে ভারতকে বিশ্বকাপ জেতানো কপিল দেব ৮৩৭৮ বল ডেলিভারি করে নিয়েছেন ১৫০ উইকেট। মহম্মদ সামি সমসংখ্যাক উইকেট নিতে খরচ করেছিলেন ৭৭৫৫ বল। উমেশ যাদবের ক্ষেত্রে লেগেছিল ৭৬৬১ বল। বুমরা সে দিক থেকে অনেক এগিয়ে। ৬৭৮১ বল লেগেছে টেস্টে ১৫০ উইকেট নিতে। উমেশের থেকে ৮৮০ বল কম লেগেছে নয়া রেকর্ড কায়েম করতে। ভারতীয় পেস বোলিংয়ের সোনালি যুগ শুরু হল কী ভাবে? মহম্মদ সামি দিলেন ব্যাখ্যা। বাংলার পেস বোলার চোটের কারণে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে নেই। লন্ডনে আপাতত চোটের চিকিৎসা করাচ্ছেন। সেই সামিই বলে দিয়েছেন, ''ভারতীয় ক্রিকেটকে লোকে পছন্দ করত ব্যাটিংয়ের জন্য। সেই তারাই এখন বোলারদের জন্য গলা ফাটাচ্ছে। এর থেকে বেশি সুখ আর কীসে থাকতে পারে। ওয়ান ডে বিশ্বকাপের সময় থেকেই লোকে ভারতীয় পেসারদের পারফরম্যান্স নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছিল। কিন্তু সার্বিক ছবি দেখতে

হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে ২০১৩-১৪তে। ওই সময় থেকেই পেসারদের যাত্রা শুরু হয়েছিল।'' সামি ভুল বলেননি। তাঁর ব্যাখ্যা, ''তথ্যের দিকে তাকালে কিন্তু দেখা যাবে, বিশ্বকাপের সময় তিনজন পেসার, যাদের নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা হয়েছে। ভবিষ্যতের পেসারদের জন্য আমরা একটা মান ঠিক করে দিয়েছি। ভুবনেশ্বর কুমার, ইশান্ত শর্মা, উমেশ যাদবরা এটা শুরু করেছিল। তারপর এসেছে বুমরা। তারপর সিরাজ। এরা প্রত্যেকেই একটা মান ঠিক করে দিয়েছে। গত ৬-৮ বছরের রেকর্ড দেখলে বুঝতে পারা যাবে, ভারতীয় টিম ঘরের মাঠে যে কোনও টিমকে হারানোর ক্ষমতা রাখে। এটাই আমাদের মতো পেসারদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। এটাই আমাদের ২০২৪ সালেও পারফর্ম করার রসদ জোগাচ্ছে।

রোহিতকে মুম্বইয়ের নেতৃত্ব থেকে সরানো নিয়ে বিস্ফোরক ঋতিকা

মুম্বই, ফেব্রুয়ারিঃ রোহিত শর্মাকে কেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক পদ থেকে সরানো হল, সেই নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। রোহিতের বদলে হার্দিক পান্ডিয়াকে দলের নেতা করা হয়েছে। কিন্তু এই নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মুম্বই ফ্রাঞ্চাইজি দলের কোচ মার্ক বাউচার কেন রোহিতকে নেতৃত্ব থেকে সরানো হয়েছে, সেই নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, ''রোহিতকে দলের নেতৃত্ব থেকে সরানোর বিষয়টি কঠিন ছিল। কিন্তু কিছু করার ছিল না। কারণ আমরা চেয়েছিলাম, ব্যাটার রোহিতকে ছন্দে ফেরাতে। তাই চাইনি নেতৃত্বের চাপ ওঁর ব্যাটিংয়ে ছাপ না ফেলে!'' রোহিত যে দলের নেতৃত্বের চাপে ব্যাটিংয়ের স্বাভাবিক ছন্দ ব্যাহত হয়েছে, সেটি গত কয়েকবছরে দেখা গিয়েছে। সেটি যে রোহিতের সঙ্গে কথা বলে করা

'বাউচার ভুল তথ্য ছড়াচ্ছেন!'

হয়েছে কিনা, সেই নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। বাউচার বলেছেন, ''ভারতে রোহিত একটা আবেগের নাম, ওঁকে সরানো নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে, কারণ ভারতে সবকিছু আবেগ দিয়ে বিচার করা হয়ে থাকে।'' বাউচারের এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন রোহিতের স্ত্রী ঋতিকা সাজদে। তিনি মুখে কিছু না বলে নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন, 'এই নিয়ে ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে।' ঋতিকা মেসেজ লিখলেও কেন কিসের ভুল তথ্য সেটি ব্যাখ্যা করেননি। তবে তাঁর স্বামীকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলের নেতা থেকে সরানো মানতে পারছেন না, তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। রোহিতকে অধিনায়ক পদ থেকে সরিয়ে হার্দিককে দায়িত্ব দেওয়ার ঘটনায় মুম্বই ক্রিকেটমহলেও নানা সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। রোহিত অনুরাগীরা বিক্ষোভও দেখান ওয়াংখেড়ের সামনে গিয়ে। তবে এটা ঠিক, এর পিছনে যে মুম্বই ফ্রাঞ্চাইজি দলের কর্তাদের সায় রয়েছে, সেটিও একমহল মনে করছে।

ওডিআই ম্যাচ মাত্র ৬.৫ ওভারেই জিতল অস্ট্রেলিয়া!

ক্যানবেরা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ এত তাড়া! ওয়ান ডে সিরিজের শেষ ম্যাচ। প্লেয়াররা যেন আর মাঠে সময় কাটাতে চাইছিলেন না! বিষয়টা ঠিক এমন নয়। অজি ব্যাটাররা ছিলেন বিধ্বংসী মেজাজে। ওয়ান ডে ম্যাচ খেললেন ঠিক যেন টি-১০ এর মেজাজে। ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ আগেই জিতে নিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। শেষ ওডিআইতে জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ক্লিন সুইপ করল অজিরা। বেশ কয়েকজন সিনিয়র প্লেয়ার বিশ্রামে থাকলেও সমস্যা হয়নি অস্ট্রেলিয়ার। প্যাট কামিন্স বিশ্রামে থাকায় এই সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্বে স্টিভ স্মিথ।

ক্যানবেরায় টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। জাভিয়ের বার্লেটের ৪ উইকেট। ওয়েস্ট ইন্ডিজ কখনোই ভালো পরিস্থিতিতে ছিল না। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে তারা। সর্বাধিক ৩২ রান ওপেনার অ্যালিক আথানেজের। ৬০ বলে এই রান করেন ক্যারিবিয়ান ওপেনার। শেষ অবধি ২৪.১ ওভারেই ৮৬ রানে অলআউট ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ল্যান্স মরিস ও অ্যাডাম জাম্পা ২টি করে উইকেট নেন। অস্ট্রেলিয়ার জয়ের লক্ষ্য ৮৭ রান। ওপেনিং করেন জ্যাক ফ্রেজার ও জশ ইংলিশ। শুরু থেকেই বিধ্বংসী মেজাজে। মনে হয়েছিল ৫ ওভারের মধ্যেই এই রান তুলে নেবে অস্ট্রেলিয়া! ১৮ বলে ৪১ রানে ফেরেন জ্যাক ফ্রেজার। তিনে নামা অ্যারন হার্ডি ৫ বলে ২ রানে ফেরেন। জশ ইংলিশ ১৬ বলে ৩৫ রানে অপরাজিত থাকেন। মাত্র ৬.৫ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছয় অজিরা। এ বার অপেক্ষা টি-টোয়েন্টি সিরিজের। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে একতরফা সিরিজ হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

ফের পাক বোর্ডের চেয়ারম্যান বদল

ইসলামাবাদ, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ চার বছরে চার জন। আবার বদল হল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে। জাকা আশরফের জায়গায় নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে মহসিন নাকভি। পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্বর্তী মুখ্যমন্ত্রী তিনি। মঙ্গলবার মহসিনের কথা জানিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, সর্বসম্মতিতে মহসিন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। আপাতত তিন বছরের জন্য তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই পুরো প্রক্রিয়ার দায়িত্বে ছিলেন নির্বাচন কমিশনার ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের অন্তর্বর্তী চেয়ারম্যান শাহ খাওয়ার। মহসিনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন পাকিস্তানের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার উল ককর। তিনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের 'পেট্রন ইন চিফ' পদেও রয়েছেন। মহসিন ছাড়া আরও এক জনের নামও প্রস্তাব করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই প্রার্থী মুস্তাফা রামদে একটিও ভোট পাননি। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পরে মহসিন বলেন, ''সর্বসম্মতিতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে আমাকে নির্বাচিত করার জন্য ধন্যবাদ। আমার উপর আস্থা দেখানো হয়েছে। এতে আমার দায়িত্ব আরও বেড়ে গিয়েছে। নিজের দায়িত্ব ভাল ভাবে পালন করার চেষ্টা করব।''

কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে সর্বস্ব লুঠ ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটারের

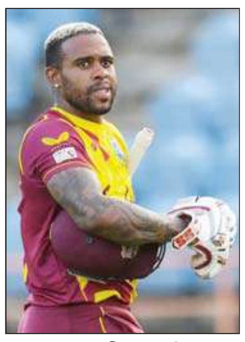

কেপ টাউন, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ সিনেমার মতো দৃশ্য। হঠাৎই কিছু অজ্ঞাত পরিচয় লোকজন ঘিরে ধরল এক নিরীহ লোককে। যা কিছু আছে সঙ্গে, যাবতীয় দিতে বলল তারা। তারপর যা হল, লোকটি ভ্যাবাচ্যাকা খেলেও তাঁর সর্বস্ব দিতে অস্বীকার করে প্রথমে। সঙ্গে সঙ্গে ওই দুস্কৃতিরা কোমরে গুঁজে রাখা রিভলভর বের করল। লোকটির মাথায় ঠেকিয়ে ধরল শীতল ধাতব অস্ত্র। এ বার আর লোকটির কিছু করার নেই। তিনি বিনাবাক্যব্যয়ে ফোন, মানিব্যগ এবং অন্যান্য যাবতীয় যা কিছু তুলে দিলেন অপরাধীদের হাতে। ঠিক এমনটাই ঘটেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটার ফ্যাবিয়ান অ্যালেনের সঙ্গে। এই মুহূর্তে দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি লিগ খেলার জন্য সেই দেশে রয়েছেন। পার্ল রয়্যালের হয়ে নিয়মিত মাঠেও নামছেন ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার। কিন্তু স্যান্ডটন সান হোটেলের বাইরে তাঁর সঙ্গেই ঘটে গেল রোমহর্ষক ঘটনা। ২৮ বছরের ফাবিয়ানের কোনও ক্ষতি হয়নি। ক্রিকবাজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন, ''আমাদের টিমের হেড কোচ আন্দ্রে কোলি ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমের আর এক ক্রিকেটার ওবেদ ম্যাকয়ের মারফত যোগাযোগ করেছেন ফ্যাবিয়ানের সঙ্গে। জানা গিয়েছে, ফ্যাবিয়ান ঠিক আছে। পার্ল রয়্যাল টিমের সঙ্গেই রয়েছে ও।'' গ্রুপ লিগে চমৎকার পারফর্ম করে প্লে-অফে গিয়েছে পার্ল। শুরুর দিকে টিমের হাল বেশ ভালো ছিল। ৭টা ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটাতে হেরেছিল। তার পর টানা চারটে ম্যাচ হারতে হয়েছে। বুধবার জোবার্গ সুপার কিংসের বিরুদ্ধে নামবে প্লে-অফ খেলতে। ফ্যাবিয়ান কিন্তু দারুণ ছন্দে রয়েছেন, তা বলা যাবে না। ৮ ম্যাচ খেলে ৩৮ রান করেছেন। নিয়েছেন মাত্র ২ উইকেট। তাঁর মতো অলরাউন্ডার যে কোনও ম্যাচেই রং বদলে দিতে পারেন। দুর্ঘটনার জের কাটিয়ে ফ্যাবিয়ান নিজেকে মেলে ধরার চেষ্টা করছেন। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার সেরাটা দিতে চান। হোটেলের বাইরে ওই ঘটনা ঘটলেও তা নিয়ে পুলিশি তদন্ত হয়েছে কিনা, হলে কেউ ধরা পড়েছে কিনা, তা অবশ্য জানা যায়নি।

আতঙ্ক কেটেছে, বাইশ গজে ফিরতে প্রস্তুত তারকা ব্যাটার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কয়েক দিন আগের সেই দিন ভোলার নয়। আগরতলা থেকে বিমানে উঠেছিলেন। এরপরই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন মায়াঙ্ক আগরওয়াল। বিমানের জরুরি অবতরণ হয়। চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ভারতের এই ব্যাটারকে। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর ছিল, আইসিইউতে রাখতে হয় মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে। আগরতলায় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল কর্ণাটক। সেখান থেকে সুরাটে ফেরার কথা ছিল পরবর্তী ম্যাচের জন্য। কিন্তু পরের ম্যাচে আর খেলা হয়নি। অবশেষে মায়াঙ্ক এবং কর্ণাটকের জন্য স্বস্তির খবর। প্রত্যেকের জীবনেই তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'হ্যাপি পিল' সন্তান। আগরতলা থেকে বাড়ি ফিরে সন্তানের সঙ্গে সময় কাটান মায়াঙ্ক। শারীরীক ভাবে সুস্থ হয়ে উঠছিলেনই। মানসিক ভাবেও চাঙ্গা মায়াঙ্ক। কর্ণাটকের পরের ম্যাচ তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে ফিরছেন অধিনায়ক মায়াঙ্ক আগরওয়াল। দক্ষিণের ডার্বিতে আরও অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে

নামছে কর্ণাটক। ভারত এ দলে খেলছিলেন দেবদত্ত পাডিকাল। পরের ম্যাচে তিনিও ফিরছেন। ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফোর খবর অনুযায়ী, মাঠে ফিরতে প্রস্তুত মায়াঙ্ক। ক্যাপ্টেন হিসেবেই ফিরছেন। মায়াঙ্ক নিজেও এই ওয়েবসাইটকে নিশ্চিত করেছেন, তিনি ফিট এবং কোনও সমস্যা নেই। মায়াঙ্কহীন কর্ণাটক ব্যাটিং গত ম্যাচে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে প্রবল সমস্যায় পড়েছিল। তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে লড়াই আরও কঠিন। এ বারের রঞ্জিতে বিধ্বংসী ফর্মে রয়েছেন মায়াঙ্ক। দুটি সেঞ্চুরিও করেছেন। তিনি ফেরায় কর্ণাটকের স্বস্তি বাড়বে।

অলিম্পিক বাছাইপর্বে ব্রাজিলের হার, জিততে পারেনি আর্জেন্টিনাও

কারাকাস, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ একটা সময় অলিম্পিক ফুটবল ছিল ব্রাজিলের চির আক্ষেপের বিষয়। বিশ্বকাপ ফুটবলের সবচেয়ে সফল দলটি কেন জানি অলিম্পিকে চূড়ান্ত সাফল্য পাচ্ছিল না। কিন্তু অবস্থা পাল্টেছে। ২০১৬ সালের পর ২০২০ অলিম্পিকেও পুরুষ ফুটবলে সোনা জিতেছে ব্রাজিলিয়ানরা। এবারের প্যারিস অলিম্পিকে সোনা জয়ের হ্যাটট্রিকের সুযোগ ব্রাজিলের জন্য। কিন্তু ব্রাজিল প্যারিস অলিম্পিকের ফুটবলে সুযোগ পাবে কি না, প্রশ্ন উঠেছে সেটি নিয়েই। দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের চূড়ান্ত বাছাইপর্বের প্রথম ম্যাচে যে অঘটনের শিকার হয়েছে ব্রাজিলের অনূর্ধ্ব-২৩ দলটি। প্যারাগুয়ের কাছে ১-০ গোলে হেরে গেছে তারা। সোমবার রাতের পরের ম্যাচে জিততে পারেনি ব্রাজিলের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনাও। হাভিয়ের মাচেরানোর দল ২-২ গোলে ড্র করেছে ভেনেজুয়েলার সঙ্গে। অলিম্পিক ফুটবলের বাছাইপর্বে দক্ষিণ আমেরিকার থেকে সুযোগ পাবে দুটি দল। আঞ্চলিক বাছাইপর্বের চূড়ান্ত পর্বে খেলছে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে ও ভেনেজুয়েলা-এই চারটি দল। চার দলের বাছাইপর্ব অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভেনেজুয়েলায়। কারাকাসের চূড়ান্ত বাছাইপর্বের প্রথম ম্যাচে প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে ফ্যাব্রিজিও পেরালতার হেড থেকে পাওয়া গোলে এগিয়ে যায় প্যারাগুয়ে। এর আগেই গোলের মহাসুযোগ নষ্ট করে ব্রাজিল। ২৯ মিনিটে পেনাল্টি পেয়েছিল দলটি। আগামী বছর রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে যাওয়া ব্রাজিল ফুটবলের নতুন তারকা এনদ্রিক সেই পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন। কারাকাসেই দিনের পরের ম্যাচে যোগ করা সময়ের দশম মিনিটে করা পেনাল্টি গোলে আর্জেন্টিনার সঙ্গে ড্র করে আয়োজক ভেনেজুয়েলা। লাল কার্ড ও আত্মঘাতী গোলে ভরপুর ম্যাচটি আর্জেন্টাইনরা শেষ করে ৯ জন নিয়ে। ভেনেজুয়েলাও স্বস্তিতে ছিল না, তাদেরও একজন দেখেছেন লাল কার্ড। আর দুই দলই প্রথম গোলটি পেয়েছে আত্মঘাতী গোলের সৌজন্যে। প্রথমার্ধে ১-১ গোলে সমতায় থাকা ম্যাচে ৬১ মিনিটে এগিয়ে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা। এরপর শেষের ওই নাটক। ৮ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় ম্যাচে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ প্যারাগুয়ে। একই দিনে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে খেলবে ব্রাজিল। ১১ ফেব্রুয়ারি মুখোমুখি হবে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com